চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 19 July, 2020 ■ আগরতলা, ১৯ জুলাই, ২০২০ ইং ■ ৪ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে করোনায় মহিলাসহ আরও দুজনের মৃত্যু, উভয়েই অন্য জটিল রোগে আক্রান্ত ছিলেন, বললেন শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। ত্রিপুরায় একইদিনে দুই করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে। দক্ষিণ জেলায় বীরচন্দ্র মনু-র বাসিন্দা ৭২ বছর বয়সি বৃদ্ধা এবং ধলাই জেলার সালেমা কাটালুটমা-র বাসিন্দা ৬৩ বছর বয়সি বৃদ্ধের আজ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। তবে, তাঁরা অন্য মারাত্মক ব্যাধিতে ভুগছিলেন বলে দাবি করেছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

তিনি জানান, বীরচন্দ্র মনু-র বাসিন্দা ওই বৃদ্ধা মধুমেহ এবং উচ্চ রক্তচাপজনিত রোগে ভুগছিলেন। এরই মধ্যে তিনি করোনা আক্রান্ত হন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শারীরিক অসুস্থতার কারণে প্রথমে তাঁকে বাইখোরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু, চিকিৎসকরা তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। কিন্তু সেখানেও চিকিৎসকরা তার চিকিৎসায় ঝুঁকি না নিয়ে গোমতি জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। গত ১৪ জুলাই গোমতি জেলা হাসপাতালে তার অ্যান্টিজেন টেস্টে ধরা পড়ে তিনি কোভিড-১৯ পজিটিভ। ফলে তাঁকে আগরতলার জিবি-তে কোভিড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, গত ১৭ জুলাই ৫টা ৫২ মিনিটে ওই মহিলাকে জিবি-তে কোভিড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। আজ দুপুর ১টা ৫ মিনিট নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে, ধলাই জেলার সালেমা কাটালুৎমা-র বাসিন্দা ওই বৃদ্ধ ইতিপূর্বে ক্যানসারে আক্রান্ত। অ্যান্টিজেন টেস্টে তাঁরও কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ আসায় তাঁকে জিবি-তে কোভিড হাসপাতালে গত ১৬ জুলাই ৪টা ১০ মিনিট নাগাদ ভর্তি করা হয়েছিল। আজ দুপুর ৩টা ৪০ মিনিটে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, অন্য জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণেই তাঁদের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম ছিল। তাই করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। তিনি ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে দুজনের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করেন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত করোনা-য় আক্রান্ত হয়ে পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু আজকেই প্রথম একদিনে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। করোনা আক্রান্ত প্রথম মৃত্যু হয়েছিল ৯ জুন। তার পর ১১ জুলাই এবং ১৬ জুলাই এক জন করে করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী আজ জানিয়েছেন, অন্য রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি কোভিড টেস্টের ইচ্ছা প্রকাশ করলে ত্রিপুরা সরকার তার ব্যবস্থা করবে।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্যুইট করে জানিয়েছেন, শনিবার করোনা আক্রান্ত দুজনের মৃত্যু হয়েছে। তবে যাদের মৃত্যু হয়েছে তারা জটিল রোগে আক্রান্ত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট গেটওয়ে পুনরায় চালু হচ্ছে, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট গেটওয়ে পুনরায় চালু হতে চলেছে। সাবমেরিন ক্যাবলে সরাসরি বাংলাদেশের কক্সবাজার থেকে ১০ জিবি ইন্টারনেট সংযোগ পুনরায় চালু হওয়ার বিষয়ে শনিবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জানিয়েছেন। তাতে ত্রিপুরার পাশাপাশি সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল, এমন-কি পূর্ব ভারত উপকৃত হবে বলে ধারণা করা যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ভারতের তৃতীয় আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট গেটওয়ে স্থাপন হয়েছিল ত্রিপুরায়। কিন্তু আর্থিক অনটনের কারণে কক্সবাজার থেকে ব্যান্ডউইথ নেওয়া বন্ধ করে দেয় ভারত। তাতে ত্রিপুরা সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সরাসরি প্রভাব পড়ে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ত্রিপুরাকে হীরা বানানোর স্বপ্ন পূরণে পুনরায় ওই আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট গেটওয়ে চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আজ জানিয়েছেন, বেশ কয়েকমাস ধরে আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট গেটওয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তা পুনরায় চালু করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছি। তিনি আশা প্রকাশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে করোনা আক্রান্তে সর্বোচ্চ রেকর্ড, নতুন ১৭১ জন বিএসএফ পরিবারে ৮২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/চড়িলাম, ১৮ জুলাই।। রাজ্যে করোনা সংক্রমণের সর্বোচ্চ রেকর্ড। একদিনে ১৭১ জন করোনা সংক্রমিতের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে বিএসএফ পরিবারেই রয়েছে ৮২ জন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্যুইট করে একথা জানিয়েছেন শনিবার। তিনি জানিয়েছেন, এদিন ৪১৮৪ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। অন্যদিকে, এদিন রাজ্যের বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে ৫১ জন করোনা রোগীকে সুস্থ হওয়ায় ছুটি দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন আক্রান্তদের মধ্যে ২ জন বিমানযাত্রী, ৮ জন সংস্পর্শে আসা, ৪ জন কন্টেইমেন্ট জোনে, ১০ জন উপসর্গভিত্তিক, ১৪৬ জন এন্টিজেন্ট টেস্টের মাধ্যমে। এই ১৪৬ জনের মধ্যে ৮২ জন বিএসএফ পরিবারের। এই ৮২ জন বিএসএফের মধ্যে ১৩৩ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের ৪০ জন, ১৪৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের ৪০ জন, ৬৪ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের ১ জন এবং ১৩০ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের ১জন জওয়ানের শরীরে করোনা সংক্রমনের সন্ধান মিলেছে। এছাড়া আরও একজন করোনা সংক্রমিতের সন্ধান মিলেছে।

এদিন করোনা আক্রান্তের জেলা ভিত্তিক তথ্যে দেখা গিয়েছে, ধলাই জেলায় ৮৫ জন, সিপাহীজলায় ৩৪ জন, গোমতী জেলায় ১৭ জন, পশ্চিম জেলায় ১২ জন, দক্ষিণ জেলায় ৭ জন, উত্তর জেলায় ৭ জন, ঊনকোটি জেলায় ৫ জন এবং খোয়াই জেলায় ৪ জন।

সিপাহীজলা জেলায় আরও ১টি নতুন কোভিড কেয়ার সেন্টার খোলা হবে। বিশ্রামগঞ্জের জেলা প'ায়েত রিসোর্স সেন্টারে এই কোভিড কেয়ার সেন্টারটি চালু হবে আগামী ২০ জলাই থেকে। আজ সিপাহীজলা জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে কোভিড-১৯ সংক্রমণজনিত পরিস্থিতি নিয়ে এক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, সিপাহীজলা জেলায় ইতিমধ্যেই লালসিংমুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বিশ্রামগ' আইটিআই এবং মেলাঘরের সাগরমহল ট্যুরিস্ট লজে আগেই কোভিড কেয়ার সেন্টার খোলা হয়েছিলো। আজকের সভায় জেলার কোভিড-১৯ পরিস্থিতির সার্বিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। সভায় বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, সহকারী সভাধিপতি পিন্টু আইচ, বিভিন্ন প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, জেলাশাসক সি কে জমাতিয়া, অতিরিক্ত জেলাশাসক উদয়ন সিনহা, অতিরিক্ত জেলাশাসক তমাল মজমদার, সিপাহীজলা জেলার সি এম ও ডা. রঞ্জন বিশ্বাস, জেলার তিন মহকুমার মহকুমাশাসক, ব্লকের বিডিওগণ এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহঅধিকর্তা পাঞ্চালী দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন।

তাছাড়াও সভায় আরক্ষা দপ্তর ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিপাহীজলা জেলার কোভিড-১৯ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য চড়িলাম ব্লকের বিডিও জয়ন্ত চক্রবর্তীর নেত'ত্বে ৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে সিপাহীজলা জেলাশাসকের এক আদেশে জেলার ৩টি মহকুমার বিভিন্ন এলাকাকে কনটেইনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তার আদেশমূলে ১৭ জলাই থেকে ১৪ আগষ্ট পর্যন্ত বিশালগড় ব্লকের অরবিন্দনগর গ্রাম প'ায়েতের ২টি পরিবারের ১৫ জন এবং মেলাঘর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে বাড়িতে ঢুকে সদস্যদের মারধর করে ঘরে অগ্নিসংযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। খোয়াই রামচন্দ্র ঘাট বিধানসভা এলাকার বাতাপুরা গ্রামে গতকাল রাতে দুস্কৃতিকারীরা একটি বাড়িতে হামলা চালিয়েছে। পরিবারের লোকজনদের মারধর করার পর বসতঘরে অগ্নিসংযোগ করেছে। তাতে বসতঘর সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে রামচন্দ্র ঘাটের বাতাপর সহ পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করায় রাত নয়টা থেকে কার্ফু বলবৎ করা হয়েছে। কার্ফু চলাকালেই বাড়িতে হামলা এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা সংঘটিত হয়।

কার্ফু চলাকালে কিভাবে দুস্কৃতিকারীরা এভাবে বাড়িতে ঢুকে হামলা এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে তা নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।একেবারে থানায় সুনির্দিষ্ট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে কোভিড কেয়ার সেন্টারে বিক্ষোভ মহকুমা শাসকের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৮ জুলাই।। কোভিড কেয়ার সেন্টারে করোনা আক্রান্তরা নানা সমস্যা নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিশেষ করে গুণগত খাবার, পানীয় জল এবং সঠিক সময়ে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে না, অভিযোগ এনে তাঁরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। দক্ষিণ জেলায় শান্তিরবাজার মহকুমায় বীরচন্দ্র মনু একলব্য ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে কোভিড কেয়ার সেন্টারে ভর্তি করোনা আক্রান্তদের বিক্ষোভ থামাতে শেষে ভারপ্রাপ্ত মহকুমাশাসক এগিয়ে যান। সমস্যা সমাধানের সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে তারা বিক্ষোভ থামিয়ে দেন এবং কোভিড কেয়ার সেন্টারে ফিরে যান।

প্রসঙ্গত, শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত বীরচন্দ্রমনু একলব্য ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে কোভিড কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছিল। ওই কোভিড কেয়ার সেন্টারে বর্তমানে ৮৬ জন করোনা আক্রান্ত রয়েছেন। কিন্তু, ওই

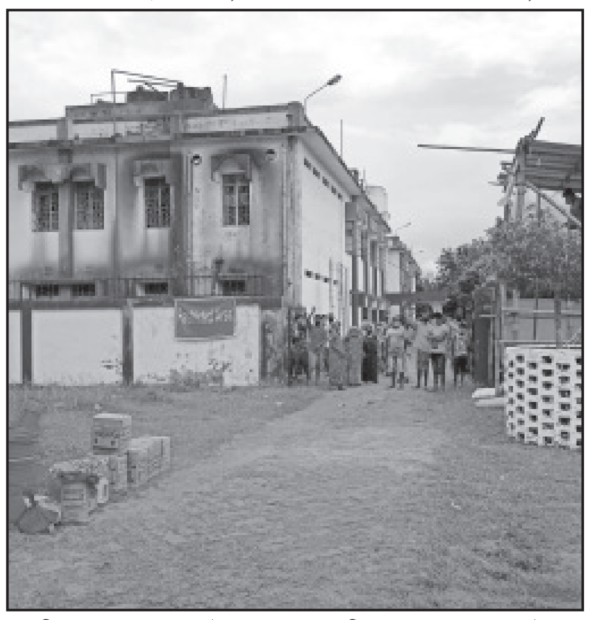

কোভিড কেয়ার সেন্টারের পরিষেবায় ক্ষুব্ধ করোনা আক্রান্তরা আজ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সেন্টারের বাইরে বেরিয়ে যান।

তাঁদের অভিযোগ, এই কোভিড কেয়ার সেন্টারে সঠিকসময়ে খাবার পরিবেশন করা হয় না। শুধু তাই নয়, সময় মতো ওষুধ দেওয়া হয় না। পানীয় জলের অভাবে রোগীদের ভুগতে হচ্ছে। সর্বোপরি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বদলে সকলের জন্য বেডশিট ও মশারির ব্যবস্থা করা হয়নি। তাঁদের বক্তব্য, আমাদের খুবই নিম্নমানের খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে। তাই, আজ সকলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন।

করোনা আক্রান্তদের বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান এসডিপিও, ডিসিএম এবং অ্যাডিশনাল এসপি। কিন্তু, তাদের কথায় করোনা আক্রান্তরা আশ্বস্ত হতে পারেননি। অবশেষে বিকাল আনুমানিক তিনটা নাগাদ সেখানে যান শান্তিরবাজার মহকুমার ভারপ্রাপ্ত মহকুমাশাসক সুমন রক্ষিত।

এদিন সকাল ১০টা থেকে বিক্ষোভ শুরু হলেও ভারপ্রাপ্ত মহকুমাশাসকের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তিনি কোভিড ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বক্সনগরে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। এক যুবককে লক্ষ্য করে প্রকাশ্যে গুলী চালালো অন্য এক যুবক। ঘটনা বক্সনগর বাজারে। কলমচৌড়া থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে শনিবার বেলা দুইটা নাগাদ।পাচার বাণিজ্যের লেনদেনকে কেন্দ্র করেই এই ঘটনা বলে এলাকাবাসী সূত্রে খবর। প্রকাশ্যে সামনা সামনি গুলী চালালেও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়।

প্রাণে বেঁচে যাওয়া যুবকের নাম মাসুম মিয়া।বক্স নগর মঠবাড়ী এলাকার হৃদয় মিয়া তাকে গুলী করে বলে অভিযোগ। নিজের পিস্তল থেকে গুলী করে এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করে সবার সামনে দিয়েই সে বুক চেতিয়ে স্থান ত্যাগ করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্ষণ মামলায় পলাতক আসামীকে হোম কোয়ারেন্টাইন থেকে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ মহারানীর পুর এলাকা থেকে হোম কোয়ারেন্টাইন এ থাকা এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। আটক যুবকের নাম সুরজিৎ দাস। জানা যায় সে ধর্ষণ মামলায় জড়িত রয়েছে। হোম কোয়ারেন্টাইন এ থাকা অবস্থায় ধর্ষণের মামলায় মহারানী পুর এলাকা থেকে যুবককে গ্রেপ্তারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশের ভূমিকা ঘিরে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আটক যুবকের পরিবার-পরিজনরা। পুলিশের এ ধরনের আচরণের ঘটনাকে অমানবিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুরজিৎ দাস নামে মহারানী পুরের ওই যুবককে মিথ্যা ধর্ষণ মামলায় জড়ানো হয়েছে বলে অভিযোগ।

মিথ্যা ধর্ষণ মামলায় জড়িয়ে কোয়ারেন্টাইন থাকা অবস্থায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশের দায়িত্ব জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন পরিবারের লোকজন রা।এদিকে ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত মনিপুরের সুরজিৎ দাস কে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করেছে তেলিয়াপাড়া থানার পুলিশ। তেলিয়ামুড়া থানা সূত্রে জানা গেছে ধর্ষণ মামলায় জড়িত সুরজিৎ দাস কে বেশ কিছুদিন ধরেই খুঁজছিল পুলিশ। সে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। সে বাড়িতে হোম কোয়ারেন্টাইন রয়ছেখবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ বাড়িতে হানা দিয়ে তাকে জালে তোলে। তার বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে থানা সূত্রে জানা গেছে।

মণিপুরে নিজের সার্ভিস বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যার চেষ্টা এডিজিপির

ইমফল, ১৮ জুলাই (হি.স.) ।। রাজ্য পুলিশের সদর দফতরে নিজের শরীরে গুলি করেছেন মণিপুরের এডিজিপি (আইন-শৃঙ্খলা) অরবিন্দ কুমার। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ইমফলের রাজ মেডিসিটি হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হলেও চিকিৎসায় তিনি সারা দিচ্ছেন, জানানো হয়েছে পুলিশ সূত্রে।

শনিবার দুপুরে ২ নম্বর মণিপুর রাইফেলস গ্রাউন্ডে অবস্থিত রাজ্য পুলিশের সদর দফতরে নিজের বন্দুক থেকে নিজেকে গুলি করেন মণিপুর ক্যাডরের ১৯৯২ ব্যাচের আইপিএস অরবিন্দ কুমার। ঘটনা প্রসঙ্গে মুখ্যসচিব জে সুরেশ বাবু জানান, অরবিন্দ কুমারের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। কিন্তু তিনি চিকিৎসায় সারা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকার বিয়ে ভেঙ্গে দিল চাইল্ড লাইন কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর এর শ্রীরামপুরে এক নাবালিকার বিয়ে ভেস্তে দিল চাইল্ড লাইন কর্মকর্তারা। জানা যায় শ্রীরামপুর এলাকার এক নাবালিকাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিল। শনিবার সামাজিক প্রথা ওই নাবালিকার বিয়ের কথা ছিল ।সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে চাইল্ড লাইনের কর্মকর্তারা পুলিশ ও অতিরিক্ত মহকুমা শাসক কে সঙ্গে নিয়ে নাবালিকার বাড়িতে হানা দিয়ে বিয়ে ভেস্তে দেন।

চাইল্ড লাইন সূত্রে জানা গেছে শ্রীরামপুর এলাকার এক নাবালিকার বিয়ে ঠিক হয়েছে বলে তাদের কাছে সুনির্দিষ্ট খবর আসে ।শনিবার ওই নাবালিকার বিয়ে হওয়া দিন নির্ধারিত হয়। চাইল্ড লাইন এর পক্ষ থেকে বিষয়টি কৈলাসহরের এসটিএমকে জানানো হয়। কৈলাশহর মহিলা থানার পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়। কৈলাশহর এফ ডি সি এম রূপক ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এবং কৈলাশহর মহিলা থানার পুলিশ যৌথভাবে কৈলাস শহরের শ্রীরামপুরে ওই নাবালিকার বাড়িতে হানা দেন। নাবালিকার বাড়িতে তখন বিয়ের প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত। চাইল্ড লাইন এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা নাবালিকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিএসআর ক্যাম্প স্থাপনের দাবীতে মহকুমা শাসককে ডেপুটেশন গন্ডাছড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৮ জুলাই।। টিএসআর ক্যাম্পের দাবিতে মহকুমা শাসকের দারস্থ গ্রামবাসীরা। ধলাই জেলার প্রত্যন্ত গন্ডাছড়া মহকুমার নারাযণপুর এডিসি ভিলেজের পূর্ব দেবনাথ পাড়ার জনগণ টিএসআর ক্যাম্প স্থাপনের দাবিতে শনিবার গন্ডাছড়া মহকুমা শাসকের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেন। মহকুমা শাসক তাদের দাবি গুলো উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন বলে প্রতিনিধি দলের সদস্যদের আশ্বাস দেন।

উল্লেখ্য গত ২৫ জুন মধ্যরাতে পূর্ব দেবনাথ পাড়ার বাসিন্দা ওয়ারিশ আলী নিজ বাড়িতে দুষ্কৃতীদের হাতে নৃশংস ভাবে খুন হন। এরপর গোটা দেবনাথ পাড়া সহ আশপাশ এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। এরই মধ্যে গত সপ্তাহে এই এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাত পরিবার ভয়, আতঙ্কে ঘর বাড়ি ছেড়ে মহকুমার বাইরে অন্যত্র চলে যায়।

যদিও পুলিশ প্রশাসন এলাকার মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে ঘটনার দিন রাত থেকেই অস্থায়ী ভাবে টিএসআর মোতায়েন করে। তবে ১৮ জুলাই থেকে নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা আর থাকবে না বলে এলাকাবাসীরা জানতে পারে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এলাকার প্রায় শতাধিক জাতি, উপজাতি এবং সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যদের সাক্ষর সদন কপি এদিন মহকুমা শাসকের নিকট তুলে দেন।

কার্ফু'র নিয়ম ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর হল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। শুক্রবার থেকে সিমান্ত এলাকায় ৭ দিনের জন্য লাগু হয়েছে লকডাউন। গ্রামীণ এলাকায় সিমান্ত থেকে ১ কিলোমিটার এলাকা এবং শহর এলাকায় সিমান্ত থেকে আধা কিলোমিটার এলাকায় লাগু রয়েছে লকডাউন। পশ্চিম জেলার সিমান্ত এলাকা গুলিতে বিএসএফ-এর সাথে পুলিশ কর্মরত রয়েছে। লকডাউনকে সকলে যেন সঠিক ভাবে পালন করে তার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকা গুলিতে। যারা লকডাউনকে সঠিক ভাবে পালন করছে না, তাদের বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানান পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার মানিক দাস। তিনি আরও জানান পশ্চিম জেলার জিরানিয়া মহকুমা ছাড়া বাকি সব কয়টি মহকুমার সিমান্ত এলাকা রয়েছে।

এদিকে, শুক্রবার ও শনিবার রাত নয়টার পর রাজধানী আগরতলা শহরের বেশ কয়েকটি জায়গায় পুলিশ প্রচুর সংখ্যায় বাইক ও গাড়ি আটক করেছে। মূলত কার্ফু চলাকালীন যানবাহন নিয়ে চলাচল করার অপরাধে তাদের আটক করা হয়েছে। শুক্রবার ও শনিবার রাত নয়টা নাগাদ শহরের পশ্চিম থানার সামনে ও তৎসংলগ্ন এলাকায় পুলিশ শতাধিক বাইক ও গাড়ি চালককে আটক করেছে। তাদের কাছে পুলিশ জানতে চায় যে তারা কেন রাস্তায় বেড়িয়েছেন। আটককৃতদের সিংহভাগই বৈধ কোন কারণ বলতে পারেনি। তাই তাদের গভীর রাত পর্যন্ত থানায় আটকে রাখা হয়। পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন এলাকায় প্রশাসনের তরফ থেকে প্রতিদিন মাস্ক বিরোধী অভিযান চালানো হচ্ছে। যারা মাস্ক ব্যবহার করছেন না তাদেরকে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী নগদ টাকাও জরিমানা করা হচ্ছে। এই অভিযান জারি থাকবে বলে প্রশাসনের এক আধিকারীক জানিয়েছেন।

সিধাইয়ে জঙ্গল থেকে উদ্ধার গৃহবধূর মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। সিধাই থানা এলাকার মোহনপুরের হরিণখোলা গ্রামে শিবির পাড়ার জঙ্গল থেকে এক গৃহবধূর মৃতদেহ শনিবার সকালে উদ্ধার হয়েছে। শুক্রবার রাত থেকে ওই মহিলা নিখোঁজ ছিলেন। মৃত মহিলার নাম খেলা দেবনাথ ,স্বামীর নাম অমৃত দেবনাথ।

তারা হরিণখোলা গ্রামের শিবির পাড়ার প্রানতোষ দেবনাথের বাড়িতে গত দু''বছর ধরে ভাড়া থাকতো। পারিবারিক কলহের জেরে গৃহবধূ খেলা দেবনাথ ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। মৃতার স্বামী অমৃত দেবনাথ জানায় গতকাল রাত এগারটা টা নাগাদ স্ত্রী খেলা দেবনাথ ঘর থেকে বের হয়ে যায়। তারপর থেকে বহু খোঁজাখুঁজি করেও তার কোন হদিস পাওয়া যায়নি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের প্রশংসা করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। করোনা-র প্রকোপ মোকাবিলায় অভূতপূর্ব ভূমিকায় ত্রিপুরা সরকারকে বাহবা দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় সরকারের কাজেরও প্রশংসা করেছেন তিনি। আজ ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি-র শীর্ষ নেতৃত্বদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে এ-কথা জানান নাড্ডা।

প্রসঙ্গত, করোনা পরিস্থিতির মধ্যে শনিবার প্রথমবারের মতো প্রদেশ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বদের সাথে ভার্চুয়াল বৈঠকে মিলিত হন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। আগরতলাস্থিত প্রদেশ বিজেপির সদর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ডা.

মানিক সাহা, উপ-সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, উপ-সভানেত্রী তথা সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক টিঙ্কু রায়, সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত সহ অন্যান্যরা।

এদিন প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে বৈঠকের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। করোনা পরিস্থিতিতে প্রদেশ বিজেপি কীভাবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৭৬ ▫ ১৯ জুলাই ২০২০ ইং ▫ ৩ শ্রাবণ ▫ রবিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

মধুচক্রের বিরুদ্ধে অভিযান

রাজধানী শহর আগরতলায় অসামজিক কাজকর্মের জন্য রীতিমতো জনমনে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দেখা দিয়াছে। শুক্রবার রাজধানীর বি কে রোডের একটি হোটেল হইতে ৬ জন যুবক যুবতীকে পুলিশ আটক করিয়াছে। এই ঘটনায় হোটেলের ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করিয়াছে পুলিশ। বি কে রোডের বিজয়া প্যালেস নামে ওই হোটেলে দেহব্যবসা চলিতেছে বলিয়া এলাকাবাসীর অনেক দিনের অভিযোগ। নীলোৎপল দেববর্মা নামে এক ব্যক্তি নিজের বাড়ীর দ্বিতলে হোটেলটি খোলেন। এই দ্বিতলের বিভিন্ন কক্ষ হইতে তিন জোড়া যুবক যুবতীকে আটক করে পুলিশ। পুলিশ এদিনই ধৃতদের অতিরিক্ত সিজেএম আদালতে পাঠায়। আদালত হইতে জামিন পাইয়া যায় তাহারা। হোটেলের ম্যানেজারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। ওই হোটেলে পালাতে গিয়া এক যুবতী আহত হইয়াছে। তাঁহাকে ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

করোনার দাপটে গোটা বিশ্ব যখন বিপর্য্যস্ত তখন আদিম কান্ড কারখানা যে কত ভয়ানক ভাবে এই রাজধানী শহরে বিদ্যমান তাহা বি কে রোডের হোটেলে মধুচক্রের ঘটনা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। শুধু বি কে রোড নহে রাজধানীর বিভিন্ন প্রান্তে এইসব অসামাজিক কান্ডকীর্তি দিনে দিনেই বাড়িতেছে। বিশেষ করিয়া একশ্রেণীর যুবক যুবতী নেশার সাগরে ডুবিয়া মরিতেছে। আগরতলার বিভিন্ন দোকানে এইসব নেশার ট্যাবলেট, ইনজেকশান হরদম বিক্রি হইতেছে। এইসব নেশা রাজ্যের যুব সমাজকে পঙ্গুত্বের পথে নিয়া যাইতেছে। কোনও প্রতিকার নাই। একদিকে দেহ ব্যবসার প্রসার অন্যদিকে নেশায় বুঁদ হইয়া যুব শক্তি দিনে দিনে তলাইয়া যাইতেছে। রাজ্যের সমাজ কল্যাণ দপ্তর এক্ষেত্রে কোনও ভূমিকাই রাখিতে পারিতেছে না। ত্রিপুরার নৃপেন চক্রবর্তীর মুখ্যমন্ত্রীত্বের সময় দেহপসারিনিদের পুণর্বাসনে উদ্যোগ নিয়াছিলেন। তাহাদের জন্য সদর উত্তরে পুনর্বাসন কেন্দ্রও স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাদের সেখানে হাতে কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আসলে, দিনে দিনেই রাজধানী আগরতলার অপরাধ চক্র রূপ বদলায়। আগরতলার লেইক চৌমুহনীর পার্ক হইতেও কয়েক বছর আগে কপোত কপোতিদের ধরা হইয়াছিল। এখনও তাহাদের তৎপরতা পথ চলতি মানুষকে অস্বস্তিতে ফেলিয়া দেয়। যুব শক্তি আসলে এখন প্রায় দিশাহারা। তাহাদের সামনে কঠিন ভবিষ্যত। কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত হইয়া আসিয়াছে। কথায় আছে অলস মস্তিস্ক শয়তানের কারখানা। এইসব শয়তানের কারখানায় শক্তি যোগায় দেশী ও বিদেশী মদ। ত্রিপুরায় তো ইতিমধ্যে অনেক মদের দোকান খুলিয়া বসিয়াছে। বার খুলিবার অনুমোদন নাকি দেওয়া হইয়াছে। তরল নেশা অপরাধ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা নেয়।

ত্রিপুরা নেশার বিরুদ্ধে সংগ্রামে কতখানি সাফল্য মিলিয়াছে তাহা আগামীদিনই বলিবে। করোনার ঝটকায় এমনিতেই মানুষের অর্থনীতির উপর বিরাট আঘাত আসিয়াছে। আগামী দিন আরও কঠিন রূপে দেখা দিবে। যুবক যুবতীরা শুধু নয় সাধারণ মানুষ দিশাহারা হইয়া পড়িবে। ক্ষুধা যখন তীব্র হয় তখন নিরূপায় মেয়েরা দেহ ব্যবসার পথে আরও বেশী করিয়া যুক্ত হয়। আজ মানুষের রুটি রুজির উপর যে আঘাত আসিয়াছে তাহা তো সহজে কাটাইয়া উঠা সম্ভব নহে। ক্ষুধা, দারিদ্র ও চরম অর্থনৈতিক সংকট ও করোনার বিপর্য্যয় অবস্থায় দেশ এক নতুন সংকটের মুখে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। দেহ ব্যবসার প্রসার এরাজ্যে কি অবস্থায় তাহা নিয়া বিস্তৃত বিশ্লেষণ নাই। তবে, করোনা বিপর্য্যস্তের মধ্যে হোটেলে তিন জোড়া কপোত কপোতিকর পাকড়াও'র ঘটনা রাজধানী আগরতলার পরিস্থিতি নিয়াই প্রশ্ন চিহ্ন আঁকিয়া দেয়। আগরতলার বিভিন্ন হোটেলগুলি সম্পর্কে পুলিশকে আরও সতর্ক হইতে হইবে। কোনওভাবেই অসতর্কতাা পরিস্থিতিকে বেসামাল করিয়া দিতে পারে। রাজধানী আগরতলায় একটি স্বচ্ছতার পরিমন্ডল ছিল। কিন্তু, আজ সেখানে দাগ কাটিয়া গেল। এই দাগ রাজধানী আগরতলার অতীত গরিমাকে ছাপাইয়া গিয়াছে। আজ পুলিশ ও সাধারণ মানুষ ঐক্যবদ্ধতার পথে হাটিতে চাহিতেছেন। এই অবস্থায়, নতুন করিয়া অসাধু চক্রের বিরুদ্ধে অভিযান জারী রাখিয়া আগরতলার গরিমা রক্ষায় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিতে হইবে।

ধৃত আন্তর্জাতিক জঙ্গী সংগঠনের সক্রিয় জঙ্গী ধনেখালির বাসিন্দা

হুগলি, ১৮ জুলাই (হি. স.) : সকালে খবর পেয়ে অবাক হয়ে যায় হুগলির ধনেখালি থানার ভান্ডারহাটি (১) গ্রাম পঞ্চায়েতের কেশবপুর সদগোপ পাড়ার বাসিন্দারা। দাদু ছিলেন পুলিশ কনস্টেবল আর নাতনি বাংলাদেশে ধরা পড়ে জঙ্গী হিসেবে। নাম ছিল প্রজ্ঞা দেবনাথ(নটু)।

ছোটবেলায় স্কুল লাইফ শুরু হয় কেশবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পরবর্তী সময়ে ধনেখালি কলেজের কলা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। পড়াশুনাতে ভালই ছিলেন পাড়ার শান্তশিষ্ট মেয়ে হিসেবেই পরিচিত ছিল সবার কাছে কারও সঙ্গে সেই ভাবে কথাবার্তা বলতেন না। তবে এলাকাবাসীর দাবি সে মাঝে মাঝে তার ফোন থেকে হিন্দিতে কথা বলতেন অনেক সময় ধরে। আমরা গ্রামের লোক হিন্দি না বোঝার কারণে সেই ভাবে আমল দিতাম না ব্যাপারটাকে তবে এই ভাবেই যে পাড়ার একটি মেয়ে জঙ্গী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে তা আমরা কোনদিনই কল্পনা করতে পারিনি। শনিবার সকালে খবর পাওয়ার পর হতবাক হয়ে যায় আমরা।২০১৬ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর কলকাতা যাওয়ার নামে বাড়ি ছাড়ে। পরবর্তী সময় বাড়ি থেকে অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয় অভিযোগ করা হয় থানায় একটি মিসিং ডায়েরি হিসেবে কিন্তু পরবর্তী সময় যখন মেয়ে আমাদেরকে ফোন করে জানায় যে আমি বাংলাদেশের চলে গেছি এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি তারপর থেকে আমরা থানার ডাইরিটি তুলে নিই। ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ থেকে ফোন করে মা গীতা দেবিকে জানায় সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে ও বিবাহ করেছে। মিনিট পাঁচেক কথা বলার পরে আর কখনও কথা হয়নি মেয়ের সাথে। তবে গীতা দেবি জানান আমি মেয়েকে ফোনে বলি তুই আমাদের কাছে চলে আসতে পারিস যদি ওই সব ধর্ম ত্যাগ করতে পারিস। কিন্তু মেয়ের জিহাদে অনর থাকে সে তারপর থেকেই আর কোনও দিনের জন্য ফোন আসেনি মায়ের কাছে।

সিইএসসি- র অতিরিক্ত বিলের একটি অংশ তৃণমূলের ঘরেই যাচ্ছে, ফেসবুক পোস্টে দাবি অনুপম হাজরার

কলকাতা, ১৮জুলাই (হি. স): সিইএসসির অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল তৃণমূলের ইনকামের এক অভিনব পন্থা। নিজের ফেসবুকে এমনই বিস্ফোরক পোস্ট করেছেন বিজেপি নেতা অনুপম হাজরা। বিগত কয়েক দিন ধরে অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল আসায় নাকাল হয়ে পড়েছেন শহরবাসী। একেই লক ডাউনে দিশেহারা সাধারণ মানুষ, তার উপর অস্বাভাবিক অতিরিক্ত এই বিদ্যুৎ বিল দেখে মাথায় হাত পড়েছে নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষদের। বিদ্যুৎ বিভাগের এই অস্বাভাবিক বিলের কোপ থেকে বাদ পড়েননি খোদ বিদ্যুৎ মন্ত্রীও। এদিকে একাধিক অভিনেতা, পরিচালকদের বাড়িতেও এইরকম অদ্ভুত বেশি পরিমাণে বিল এসেছে।

করোনা ও লকডাউন পরিস্থিতিতে কারোর মাসিক বিদ্যুৎ বিল এসেছে ১৫ হাজার টাকা, তো কারোর আসছে ২০ হাজার টাকা। আর এই বিদ্যুতের বিল বিভ্রাটে সরব হয়েছেন বিজেপি নেতা অনুপম হাজরা।

তিনি ফেসবুকে লেখেন, ' বিধানসভা ভোটের ঠিক আগে, এখন যেহেতু কাটমানি তোলাবাজি সব বন্ধ করে, আমফানের ত্রাণের নয় ছয় করা টাকা জনগণকে ফেরত দিয়ে তৃণমূলের আবার নতুন করে সততার প্রতীক সাজার নাটক চলছে, তাই এক্সট্রা ইনকাম বন্ধ। তাই এটা হতেই পারে যে মুখ্যমন্ত্রীর ' বিশ্বমানের' আঁকা ছবি কোটি টাকায় কিনে মুখ্যমন্ত্রীর অতি ঘনিষ্ঠ হওয়া সিইএসসির কর্ণধার এর মাধ্যমে অর্থাৎ সিইএসসির অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিলের একটা শতাংশ তৃণমূলের ঘরেই যাচ্ছে।

ভারতকে উপেক্ষা করতে পারে না ইরান

আর কে সিনহা

ভারতের সবথেকে পুরানো ও বিশ্বস্ত বন্ধু ইরান আমাদের একটা জোরালো ধাক্কা দিয়েছে। এটা হয়তো কেউ কখনও ভাবেননি, ইরান ভারতকে চাহবহার-জাহেদান রেল প্রকল্প থেকে পৃথক করবে। এই প্রকল্পে ভারতের অংশীদারিত্ব শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইরান। এছাড়াও সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাদের উচ্চভিলাষী প্রকল্প চিনের সহায়তায় সমাপ্ত করবে। ইরান কার্যত ভারতের কাঁটা ঘায়ে নুনের ছেঁটা দিচ্ছে। সবারই জানা এই মুহূর্তে ভারত-চিন সম্পর্ক রীতিমতো তলানিতে ঠেকেছে। ভারত-চিনের মধ্যে সীমান্তে সংঘর্ষও হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের বন্ধু ইরানের এই চিন্তাভাবনা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। এবিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে ভারতকে সঙ্গে সঙ্গে ইরানের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আমরা ইরানকে দূরে যেতে দিতে পারি না। আমাদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ালে ইরানেরও খুব ভালো হবে না। আসলে ২০১৬ সালে ভারত ও ইরানের মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছিল, ওই চুক্তি অনুযায়ী ইরানে ৬০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করার কথা ভারতের। এখন চিন আগামী ২০ বছরে ইরানে ৩০ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করেছে। এখন এই রেল প্রকল্প চিনের সহায়তায় সম্পন্ন হবে।

এখন প্রশ্ন উঠছে চিন কী কারণে ভারতের সঙ্গে অংশীদারিত্ব শেষ করেছে? ইরানের মতে, ভারত থেকে অর্থায়নে বিলম্ব হচ্ছে। তাই বাধ্য হয়েই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এবার ভারতকে তো জবাব দিতেই হবে। তবে মনে করা হচ্ছে সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব অমিরশাহীর ভারতে প্রস্তাবিত ৩ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগের কারণেই ভারতের থেকে দূরে সরেছে ইরান। ইরানের চরম শত্রু হল সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব অমিরশাহী। যদিও তিনটি দেশই ইসলামিক রাষ্ট্র। প্রত্যেকের স্বার্থ তো ভিন্ন হয়। ভারত ও ইরানের

মধ্যে ৪ বছর আগে চাবহার বন্দর থেকে আফগানিস্তান সীমান্তে জাহেদান পর্যন্ত রেললাইন বসানো সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি হয়েছিল। এখন ইরান নিজেই এই রেল প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বলা হচ্ছে ৬২৮ কিলোমিটার লম্বা রেলপথে রেললাইন বসানোর কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ ভারতের প্রতি ক্ষুব্ধ মনে হচ্ছে। নাহলে এত বড় সিদ্ধান্ত তাঁরা কীভাবে নিয়ে ফেলল। ২০২২ সালের মধ্যেই এই রেল প্রকল্পকে সম্পন্ন করতে চাইছে ইরান। ভারতের কাছে এই প্রকল্প বিশেষ কারণ, এই প্রকল্পের মাধ্যমে ইরান এবং আফগানিস্তানের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি আন্তর্জাতিক যাতায়াত পথ তৈরি করতে চাইছে ভারত। ভারতের এই উদ্দেশ্যে নিয়ে পাকিস্তান উদ্বিগ্ন। এক্ষেত্রে ভারতকে অবশ্যই সচেষ্ট হতে হবে, এর সঙ্গে ভারতের খ্যাতি জড়িত রয়েছে। ইরান সর্বদাই ভারতের অত্যন্ত ভালো বন্ধু দেশ ছিল। ইরান শুধুমাত্র তেলের একটি বড় বাণিজ্যিক কেন্দ্রই নয়, বরং সমগ্র এশিয়া, রাশিয়া তথা পূর্ব ইউরোপ আসা-যাওয়ার অন্যতম যাতায়াত পথ। ভারত এ সব বিষয়ে অবগত। কিন্তু দুর্বল বিদেশ নীতির কারণে গত কয়েক দশকে কোনও অর্থবহ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও উদ্বিগ্ন, তিনি নিজেও ইরান সফরে গিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী ওই সফরে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নত হয়েছিল।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শক্তিতে সমৃদ্ধ ইরানের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায় লেখার চেষ্টা করছে ভারত। প্রধানমন্ত্রীর সফরে এই বার্তাও পেয়েছিল ইরান। কিন্তু, আচমকা কী এমন হল যে ভারতকে কূটনৈতিক ভাবে ধাক্কা দিল ইরান। প্রতিটি কঠিন পরিস্থিতিতেই ভারতের পাশে ছিল ইরান। ইরানের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে বিচক্ষণতার সঙ্গে এগোতে হবে ভারতকে। ইরানকে কোনও ভাবেই উপেক্ষা করা উচিত নয় ভারতের। এটাও সঠিক যে আগেও ভারত ও ইরানের মধ্যে মতপার্থক্য ও ভ্রান্ত ধারণা তৈরি হয়েছিল। যাইহোক প্রধানমন্ত্রীর সফরের পর পুরানো মতপার্থক্য দূর হয়েছে। ইরান সফরে গিয়ে সেখানকার সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আল খোমেনির সঙ্গে দেখা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সময় মনে হয়েছিল ভারত-ইরান সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।

ভারত ও আমেরিকার মধ্যে ২০০৮ সালে হওয়া পারমাণবিক চুক্তির পর ইরানের সঙ্গে অনেক প্রকল্প হয়েছিল, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং সরকার হয়তো সেগুলি বাতিল করে দিয়েছিলেন অথবা ঠাণ্ডা বস্তায় ভরে দিয়েছিলেন। ইরানের উপর নিষেধাজ্ঞার কারণে ভারতীয় কোম্পানিও ইরানে বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকে। প্রতিবন্ধকতা উঠে যাওয়ার পর ভারতীয় কোম্পানি সেখানে বিনিয়োগ করছে। ভারতকে ভাবতে হবে সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি ইরানকে যেন উপেক্ষা না করে।

শিয়া দেশ ইরান এটাও জানে না ভারতে শিয়া মুসলিমদের সঙ্গে কোনও বৈষম্য করা হয় না। ভারতে শিয়া মুসলিমদের তাঁদের যোগ্যতা এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা হয়। ইরান এটাও জানে পাকিস্তানে শিয়া মুসলিমদের সঙ্গে অকথ্য অত্যাচার করা হয়। ইরানও সম্ভবত ভারতকে এই কারণেই গুরুত্ব দেয়। ইরান তো দিল্লিতে একটি ইরানি স্কুলও চালায়। কিছু কিছু দেশেই ইরানি স্কুল রয়েছে। ইরানি স্কুলের ভিতরে গেলে দেখতে পারবেন ফার্সি ভাষাতেই উদ্ধৃতি লেখা রয়েছে। ওই স্কুলে দিল্লিতে বসবাসকারী ইরানি দূতাবাসের কর্মীদের সন্তানরাও ভর্তি হতে পারে। দিল্লিতে প্রায় ৬০০ ইরানি পরিবার রয়েছে। তাঁদের মধ্যে কূটনীতিক, অ-কূটনীতিক, পরিবার ও শিক্ষার্থী রয়েছে। দিল্লিতে ইরানি সংস্কৃতিক কেন্দ্রও রয়েছে। এটা পরিষ্কার যে এখনও পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কে গুরুত্ব দিয়েছে ইরান। তাহলে ইরানকে এখন অন্যরকম লাগছে কেন? কারণ খুঁজে বার করা দরকার এবং সমাধানও করতে হবে। (লেখক প্রবীণ সম্পাদক, কলামিস্ট এবং প্রাক্তন সাংসদ)

এনকাউন্টার যদি একদিন অমানুষের বদলে মানুষকে মেরে ফেলার স্পর্ধা দেখায়

দেবর্ষি ভট্টাচার্য

গত ২ জুলাই ভোররাতে কানপুরের কুখ্যাত গ্যাংস্টার বিকাশ দুবে এবং তার ঘাতক বাহিনীর হাতে আটজন উত্তরপ্রদেশ পুলিশকর্মীর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড দেশবাসীকে কেবলমাত্র শোকতপ্তই করেনি, স্তম্ভিতও করেছে। গ্যাংস্টারদের হাতে একজন কর্তব্যরত পুলিশকর্মীর মৃত্যু প্রশাসন এবং রাষ্ট্রব্যবস্থাকে প্রবল দৈন্যতার মুখোমুখি বিলক্ষণ দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এই নারকীয় ঘটনা ভারতীয় সংবিধান প্রদত্ত এবং সরকার পরিচালিত আইনের শাসন ব্যবস্থার রংচঙে মুখোশটাকেও টেনে হিঁচড়ে মাটিতে নামিয়ে এনেছে। বিকাশ দুবের বিরুদ্ধে ৬০ টির বেশি খুন, অপহরণ, রাহাজানির অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও আশ্চর্যজনকভাবে কোনও সরকারই তাঁকে এতদিন পর্যন্ত বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দণ্ডাজ্ঞা দিতে পারেনি। অবশেষে সেই অভিশপ্ত ভোররাতের লেনদেন যেন ১০ জুলাই সাত সকালে কড়ায়গণ্ডায় চুকিয়ে দেওয়া গেল। এবং তা আইনি ব্যবস্থাকে পাশ কাটিয়েই। কানপুর ফেরার আগেই কুখ্যাত গ্যাংস্টার বিকাশ দুবে পুলিশের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল। নৃশংস অপরাধী বিকাশ দুবের এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার আদৌ কোনও অদিকার ছিল কিনা এই নিয়ে বোধহয় কোনও মতান্তর থাকার কথা নয়। কিন্তু এই পুলিশ 'এনকাউন্টার তত্ত্ব' প্রয়োগের মাধ্যমে আইনসিদ্ধ বিচার প্রক্রিয়াকে একেবারে সাইড লাইনে বসিয়ে রাখার বিধান আইনের শাসনে আবদ্ধ সমাজজীবনকে নিঃসন্দেহে বিস্তর উৎকণ্ঠিত প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুলবে।

পুলিশের এই 'এনকাউন্টার তত্ত্ব' যে কোনও গণতান্ত্রিক আবহকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়ার পক্ষে একটা মোক্ষম অস্ত্র। বিশ্ব জুড়ে ইতিহাস তা বারেবারে সাক্ষ্য দিয়ে এসেছে। এমন ভুরিভুরি উদাহরণ আছে আমাদের দেশ এবং রাজ্যের প্রেক্ষিতেও। সাম্প্রতিক অতীতে মাওবাদী মধ্যস্থতাকারী প্রতিনিধি আজাদের পরিণতির কথা অনেকেরই নিশ্চই মনে আছে। বর্থমান প্রজন্মের নাগালের বাইরে হলেও, বর্ষীয়ান মানুষেরা বোধহয় এতদিনেও ভুলে যাননি কলকাতার গড়ের মাঠে ভোররাতে মহানায়ক উত্তমকুমারের চোখের সামনে নকশাল নেতা সরোজ দত্তকে খুঁচিয়ে মারার পুলিশের সেই 'এনকাউন্টার তত্ত্ব' । ১০ জুলাই সাতসকালে পুলিশের এই 'এমকাউন্টার' সাজানো ঘটনা ছিল কিনা, তা বোধগম্য হওয়ার জন্য কোনও ফেলুদার মগজাস্ত্রের বোধহয় প্রয়োজন পড়ে না। পুলিশ যদি আত্মরক্ষার তাগিদেই এই 'এনকাউন্টার' করে থাকে তাহলেও অনেকগুলো যুক্তিগ্রাহ্য প্রশ্ন অতি সাধারণ মস্তিস্কেও অবলীলায় উঁকি দিতে বাধ্য। যেমন, দুর্ঘটনা এবং এনকাউন্টারের ঘটনাস্থলের দুই কিলোমিটার আগে সাংবাদিকদের গাড়ি হঠাৎ কেনইবা আটকে দেওয়া হল? এমন এক নৃশ্যস অপরাধীকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রাপথে কেনই গাড়ি বদল করা হল? আসামী অত্যন্ত নারকীয় অপরাধে অভিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও যথোচিত নিরাপত্তার বলয়ে মুড়ে কেনই বা তাকে নিয়ে যাওয়া হল না? অভিযুক্ত একজন কুখ্যাত গ্যাংস্টার হওয়া সত্ত্বেও তারহাতে হাতকড়া পরানো ছিল কিনা? যদি আসামীর হাতে হাতকড়া পরানো থাকে তবে সে কীভাবে পুলিশের অস্ত্র ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হলে? যদি পুলিশের অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে থাকে, তবে পুলিশের ছোঁড়া গুলিগুলো কেনই বা তাঁর বুকে লাগল? সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে পুলিশের এই 'এনকাউন্টার' বলে একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায়। হয়ত অনেক প্রভাবশালী রাঘববোয়ালকে আড়াল করার দায় তেকেই পুলিশের এমন চটজলদি 'এনকাউন্টারের' বিধান কিনা। ফলে পুলিসের এই অতি সক্রিয় এনকাউন্টারের' মাধ্যমে আদতে নেপথ্যের দোর্দণ্ড প্রতাপশালীদের আড়াল করা হল কিনা তা কিন্তু অধরাই থেকে গেল।

> এমনই এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে যে কোনও গণতান্ত্রিক মানসিকতায় সংপৃক্ত সকল নাগরিকদের কাছে এটাই কাম্য, যাতে এমন নররূপী পিশাচদের দ্রুত বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উপযুক্ত দণ্ডাদেশ দেওয়া যায়। আর যথোচিত সাক্ষ্যপ্রমাণ আদালতের সামনে পেশ করে অপরাধীকে আইন মোতাবেক দ্রুত শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করাই কোনও গণতান্ত্রিক দেশের পুলিশের একনিষ্ঠ কাজ। শাস্তি বিধানের মূল উদ্দেশ্য একদিকে যেমন অপরাধীকে তাঁর অপরাধের জন্য যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা, ঠিক তেমনি বাকি সমাজকে অপরাধ থেকে বিরত থাকার বার্তা দেওয়া, নচেৎ একইরকম শাস্তি তাঁকেও পেতে হবে।

যদি কারও মনে শঙ্কা জাগে, তা কি একেবারেই অমূলক? আর এইখানেই যত সংশয় এবং স্বেচ্ছাচারিতা ও নৈরাজ্যের অশনি সংকেত। এমন সংশয় কি ঘৃণ্য অপরাধধীর সমর্থনে এই সংশয় জাগে আইনের শৃঙ্খলায় সমাজজীবনকে অটুট রাখার আবশ্যিক প্রয়োজনীয়তার তাগিদ থেকেই। বারংবার এনকাউন্টারের ঘটনা ঘনঘটা যতটা না অপরাধ প্রবণতাকে দমন করতে সক্ষম , তার থেকে ঢের বেশি আইনের শাসন এবং বিচার প্রক্রিয়ার পক্ষাঘাতকেই উন্মুক্ত করে ফেলে। পুলিশই যদি অপরাধীর শাস্তির বিধানের ত্রাতার ভূমিকা নিয়ে ফেলে, তবে বিচার ব্যবস্থারই বা আর প্রয়োজনটা কোথায়। সুসভ্য আধুনিক সমাজজীবনের এবং গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় পুলিশের কাজ তো আইন রক্ষকের অভিযুক্ত অপরাধী যাতে উপযুক্ত শাস্তি পায় তার সাক্ষ্যপ্রমাণ বিচারকের সম্মুখে পেশ করার। বিচার বহির্ভুত কোন শাস্তির বিদান দেওয়া কোন এই অবস্থাতেই পুলিশের দায় বা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। কোন সভ্য সমাজবব্যস্থায় এটা কখনই কাম্য নয়। ভারতীয় সংবিধান মোতাবেকও একেবারেই নয়। যদি এমনটাই সিদ্ধ বলে মনে হয় তবে এই এনকাউন্টারের চাদর জড়িয়ে পুলিশ যদি রাজনৈতিক দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের ইশারায় কোন একদিন জীবনে কতটা ভয়াবহ হতে পারে তা কি সহজেই অনুমেয় নয়? এমনটা চললে, পুলিশের এই অতি সক্রিয়তার থাবা যদি কোনদিন সমাজের সকল প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকেই গিলে নিয়ে সমগ্র সমাজটাকেই বোবা বানিয়ে রাখতে আগ্রাসী হয়, তা কি কিছু কম ভয়াবহ বলে মনে হবে?

তথাপি সমাজের একটা বৃহৎ অংশের মানুষেরা পুলিশের এইরকম এনকাউন্টার তত্ত্বে সিলমোহর দিয়ে থাকে। আপামর ভারতবাসী কি জানেন না যে পুলিশের এই বারংবার এনকাউন্টারের তত্ত্ব শুধুমাত্র সংবিধান বিরোধীই নয়, চরম মানবতা বিরোধীও। কারণ, নররূপী পিশাচরা যে পৈশাচিক কর্মকাণ্ড অবলীলায় সাঙ্গ করতে পারে, সভ্যসমাজ এবং সমাজ পরিচালনাকারী রাষ্ট্র তা কখনই করতে পারে, না। তবু কেন এই অকাতর সমর্থন, কেনই বা এত প্রশংসা বর্ষণ। তা কি অতিসক্রিয় পুলিশের প্রতি মানুষের আস্থা প্রদর্শন। তবে কি মানব মননে এনকাউন্টার -উত্তর পুলিশই হয়ে থাকবে ইনস্ট্যান্ট জাস্টিস' এর পেটেন্টধারী। আপতদৃষ্টিতে এমনটা মনে হলেও, অন্তনিহিত প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা করলে বোঝা যাছবে যে আমজনতার এই বাঁধনহারা সমর্থন আসলে পুলিশ প্রশাসন এবং বিচার প্রক্রিয়ার প্রতি তীব্র অনাস্থার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ । জনতা জানেন এবং অভিজ্ঞতার নিরিখে বিশ্বাস করেন যে, চরম নারকীয় অপারধ সংগঠিত করার পরেও পুলিশ অপারধ প্রমাণের স্বপক্ষে টিক সময়ে চার্জশিট দিতে অসমর্থ হবে, তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহে অপুটুতা দেখাবে এবং অনেক অজানা কারণে বিচার প্রক্রিয়া বিলম্বিত হবে। ফলে জাস্টিস অধরাই থেকে যাবে। তাই এইসকল গ্যাংস্টাররা যদি পুলিশের পরিবর্তে কোন অরণ্যদের বা জেমস বণ্ডের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যেত, হলফ করে বলতে পারি লক্ষ কোটি মানব মনন একই রকম স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসের বন্যায় প্লাবিত হত। সুতরাং পুলিশের এই অতি সক্রিয় বাহাদুরি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে স্বতঃস্ফূর্ত গ্রহণযোগ্যতার প্রধান কারণ হল পুলিশ প্রশাসন এবং বিচার প্রক্রিয়ার প্রতি সাধারণ মানুষের প্রবল অনাস্থ্য আর এই অনাস্থা কিন্তু একেবারেই অযৌক্তিক নয়। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শনিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ক্রীড়ামন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। ছবি- নিজস্ব।

২০ জুলাই থেকে গুয়াহাটিতে আনলক-১, বিধিনিষেধ জানিয়েছেন মুখ্যসচিব কুমার সঞ্জয়

গুয়াহাটি, ১৮ জুলাই (হি.স.) : ২০ জুলাই থেকে গুয়াহাটিতে আনলক-১ শুরু হবে। এ সম্পর্কিত বিধিনিষেধ জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণ। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে মুখ্যসচিব জানান, সকাল ৭.০০টী থেকে বিকেল ৫.০০ পর্যন্ত দোকানপাট খোলার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বহু ক্ষেত্রে শিথিলতা আনা হয়েছে।

মুখ্যসচিব কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণ জানান, আগামী ২ আগস্ট পর্যন্ত গুয়াহাটিতে আনলক বহাল থাকবে। গুয়াহাটি মহানগরের সবধরনের দোকানপাট বাজারহাট খোলা রাখার নির্দশনা দেওয়া হয়েছে। তবে রাস্তার এক পাশের দোকানপাট যেদিন খোলা থাকবে পরের দিন অন্যপাশেরগুলো খুলবে। এদিন আগেরদিনের দোকানগুলি খোলা যাবে না। মানে পর্যায়ক্রমে একদিন করে খোলা রাখার নির্দেশ বলবৎ হবে। এছাড়া পাইকারি এবং অন্য সামগ্রী বিক্রি সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত খোলা থাকবে, সাংবাদিকদের জানান তিনি।

আরও জানান, আনলক-১-এ জিম, সিনেমা হল, শপিং মল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকেবে। তাছাড়া, সরকারি এবং বেসরকারি কার্যালয়গুলিও খুলবে। তবে এই সব কার্যালয়ে ৩০ শতাংশ কর্মচারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া সব কার্যালয়ের আধিকারিক থেকে কর্মচারী, সকলের করোনা টেস্ট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মুখ্যসচিব জানান, যাবতীয় নির্মাণকার্য চলবে। বিউটি পার্লার, সেলুন কেবল চুল কাটার জন্য খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলে জানান কুমার সঞ্জয়। এছাড়া, রেপিডো, ক্যাব, অটো রিকশা, প্যাডাল রিকশা চলবে। তবে সংশ্লিষ্ট চালকদের সঙ্গে থাকতে হবে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, থার্মোমিটার। এগুলি দিয়ে যাত্রীদের জন্য ব্যবহার করতে হবে।

তাছাড়া, ক্যাব, অটো রিকশা এবং রিকশা ইত্যাদিতে দুজনের বেশি যাত্রী নেওয়া চলবে না। সকলকে কোভিড-১৯ নেগেটিভের প্রমাণপত্র প্রদর্শন করতে হবে এবং প্রতিটি ট্রিপের পর সংশ্লিষ্ট যানবাহনকে স্যানিটাইজ করা বাধ্যতামূলক।

তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ব্যক্তিগত গাড়ি চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে রাজ্য সরকার। কেবল জরুরিকালীন এবং দফতর সংক্রান্ত কাজে ব্যবহৃত ব্যক্তিগত যানবাহন চলাচল করতে পারবে বলে জানান মুখ্যসচিব। এছাড়া, নৈশ কার্ফিউ পূর্ববৎ প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬.০০টা থেকে পরের দিন সকাল ৮.০০টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে বলে জানান মুখ্যসচিব। আরও জানান, কেবল সোম এবং মঙ্গলবার আন্তঃজেলা যাতায়াত ব্যবস্থায় ছাড় দেওয়া হয়েছে।

পূর্ণেন্দু-নিন্দু হত্যাকাণ্ডে জড়িত অভিযোগে ডিএইচডি (জে)-র প্রাক্তন দুই জঙ্গি গ্রেফতার ডিমা হাসাওয়ে

হাফলং (অসম), ১৮ জুলাই (হি.স.) : উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের তদানীন্তন সিইএম পূর্ণেন্দু লাংথাসা এবং ইএম নিন্দু লাংথাসা হত্যাকাণ্ডে জড়িত অভিযোগে ডিএইচডি (জে)-র প্রাক্তন দুই জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে ডিমা হাসাও পুলিশ। ২০০৭ সালের ৪ জুন কংগ্রেসের এই দুই হাইপ্রোফাইল নেতাকে ডিএইচডি (জে) জঙ্গিরা আলোচনার জন্য ডেকে নিয়ে দিহাঙ্গি থানার অন্তর্গত লাংলাই হাসনু গ্রামে গুলি করে হত্যা করেছিল। ঘটনার ১৩ বছর পর এই দুই কংগ্রেস নেতার খুন সংক্রান্ত মামলার চার্জশিট গত ২৫ জুন ডিমা হাসাও পুলিশ হাফলঙের মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতে (সিজেএম) কোর্টে দাখিল করে। এর পর ডিমা হাসাও পুলিশ এই খুনের মামলা নিয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে। যার ফলস্বরূপ এবার ডিএইচডি (জে)-র প্রাক্তন দুই জঙ্গি সদস্য বিজল জহরি ওরফে মুন ডিমাসা এবং বিনোদ ফংলো ওরফে মাজন ডিমাসাকে গ্রেফতার করে ডিমা হাসাও পুলিশ।

ইতিমধ্যে পূর্ণেন্দু লাংথাসা ও নিন্দু লাংথাসা খুনের মামলার যে চার্জশিট পুলিশ আদালতে জমা দিয়েছে এতে প্রাক্তন জঙ্গি নেতা তথা উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের বর্তমান সিইএম দেবোলাল গারলোসা এবং আরও পাঁচ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। গৌহাটি হাইকোর্টের নির্দেশে গত ৪ জুন ডিমা হাসাও পুলিশ রাজ্য সরকার পুর্ণেন্দু ও নিন্দু লাংথাসার হত্যা মামলা নিয়ে পার্বত্য পরিষদের বর্তমান সিইএম দেবোলাল গারলোসা সহ আরও পাঁচ জনকে অভিযুক্ত করে একটি শপতনামা দাখিল করেছিল। ওই শপতনামায় উল্লেখ করা হয়, রাজ্য গৃহ দফতরের পক্ষ থেকে প্রসিকিইউশন স্যাংশন পেলেই পুলিশ এই খুন সংক্রান্ত মামলার চার্জশিট আদালতে দাখিল করবে। তার পরই ২৪ জুন গৌহাটি হাইকোর্টে এই হত্যা মামলার প্রসিকিইউশন স্যাংশন দেয় রাজ্যের গৃহ বিভাগ এবং ২৫ জুন ডিমা হাসাও পুলিশ এই খুনের চার্জশিট হাফলং সিজেএম কোর্টে জমা দেয়।

পরবর্তীতে গৌহাটি হাইকোর্ট পূর্ণেন্দু ও নিন্দু লাংথাসা হত্যা মামলার বিচার প্রক্রিয়া নিম্ন আদালতে চালানোর নির্দেশ দেয়। বর্তমানে এই খুনের সঙ্গে জড়িত দেবোলাল গারলোসা জামিনে আছেন। তবে চার্জশিটে নাম নেই এমন ডিএইচডি (জে)-র প্রাক্তন দুই সদস্যকে এই খুনের মামলায় গ্রেফতার করে ডিমা হাসাও পুলিশ।

নাগাল্যান্ডে পাচারকালে ১২টি শূকর উদ্ধার, গ্রেফতার চার, রাজ্যবসীর ভাবাবেগে আঘাত, গ্রেফতার সমাজকর্মী হেমা চৌধরী

ডিমাপুর, ১৮ জুলাই (হি.স.) : পাচারকালে ১২টি শূকর উদ্ধার হয়েছে। নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে জাতীয় সড়কের ৩ মাইল এলাকায় ওই শূকরগুলি উদ্ধার হয়েছে। অসমের বালিজান থেকে পিক-আপ ট্রাকে করে পাচার করা হচ্ছিল শূকরগুলি। তার মধ্যে ৮টি শূকর মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। আরও একটি শূকর হাসপাতালে নেওয়ার পর মারা গেছে। ক্লাসিক্যাল সোয়াইন ফিভারে শূকরগুলির মৃত্যু হয়েছে বলে জেলা পশু হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. কেএন জুবেমো হুমৎসে জানিয়েছেন। শূকর পাচারের ঘটনায় পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করেছে। এদিকে, নাগাল্যান্ডবাসী কুকুরের মাংস খান, মুম্বাই নিবাসী পশু অধিকার রক্ষায় নিয়োজিত সমাজকর্মী হেমা চৌধরীকে রাজ্যবাসীর ভাবাবেগে আঘাত করার দায়ে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে ডিমাপুর পুলিশ শূকর পাচারকারীদের গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু, ক্লাসিক্যাল সোয়াইন ফিভার নাগাল্যান্ড সরকারকে আতঙ্কে ফেলেছে। জীবিত উদ্ধার ৩টি শূকরকে একান্তবাসে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সাথে শূকরের নমুনা সংগ্রহ করে কোহিমায় পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে। ডা. কেএন জুবেমো হুমৎসের কথায়, ময়না তদন্তে ক্লাসিক্যাল সোয়াইন ফিভারে মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই, জীবিত শূকরগুলির পরীক্ষা করতেই হবে।

এদিকে, নাগাল্যান্ডবাসীর ভাবাবেগে আঘাত হয়, এমন কিছু ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছেড়েছেন সমাজকর্মী হেমা চৌধরী। তাঁকে, আন্ধেরির পশ্চিমে অবস্থিত তাঁর বাড়ি থেকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তাঁকে মুম্বাই পুলিশ নাগাল্যান্ড পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৫৩এ, ১৫৩বি এবং ৫০৫ ধারা এবং এসটি ও এসসি নৃশংসতার অপরাধ সংক্রান্ত ধারা ৩(১)(২) মামলা রুজু হয়েছে।

১.৭২ লাখ হেক্টর জমিতে পঙ্গপাল নিয়ন্ত্রণ করা গিয়েছে

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই (হি. স.): কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষি কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী কৈলাস চৌধুরী পঙ্গপালের হামলা রুখতে কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক পদক্ষেপের প্রসঙ্গ শনিবার উল্লেখ করেছেন।

কৈলাস চৌধুরী জানিয়েছেন, পঙ্গপালের ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব, গুজরাট, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্যে ১৭২৩২৫ কৃষি জমিতে বিভিন্ন উপায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০ বেশি কর্মচারী নিয়ে ৭৯ টি নিয়ন্ত্রণ দল গঠন করে পঙ্গপালের বাড়বাড়ন্ত রোধ করা গিয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, ১৬ জুলাই রাতে রাজস্থান, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশের নিয়ন্ত্রণ অভিযান চালানো হয়েছে।শুক্রবার বারমেরে বায়ুসেনার হেলিকপ্টার দিয়ে পঙ্গপালের দমন করা হয়েছে। ১৬ জুলাই রাতে রাজস্থানের বারমের, যোধপুর, বিকানির, না গৌর, চুরু, শিকর, জালৌর, গুজরাটের কচ্ছ জেলার ২৩ টি অঞ্চলে পঙ্গপাল বিরোধী অভিযানো চালানো হয়েছে।

পুর্ণেন্দু-নিন্দু হত্যাকাণ্ডে জড়িত অভিযোগে ডিএইচডি (জে)-র প্রাক্তন দুই জঙ্গি গ্রেফতার ডিমা হাসাওয়ে

হাফলং (অসম), ১ জুলাই (হি.স.) : উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের তদানীন্তন সিইএম পুর্ণেন্দু লাংথাসা এবং ইএম নিন্দু লাংথাসা হত্যাকাণ্ডে জড়িত অভিযোগে ডিএইচডি (জে)-র প্রাক্তন দুই জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে ডিমা হাসাও পুলিশ। ২০০৭ সালের ৪ জুন কংগ্রেসের এই দুই হাইপ্রোফাইল নেতাকে ডিএইচডি (জে) জঙ্গিরা আলোচনার জন্য ডেকে নিয়ে দিহাঙ্গি থানার অন্তর্গত লাংলাই হাসনু গ্রামে গুলি করে হত্যা করেছিল। ঘটনার ১৩ বছর পর এই দুই কংগ্রেস নেতার খুন সংক্রান্ত মামলার চার্জশিট গত ২৫ জুন ডিমা হাসাও পুলিশ হাফলঙের মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতে (সিজেএম) কোর্টে দাখিল করে। এর পর ডিমা হাসাও পুলিশ এই খুনের মামলা নিয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে। যার ফলস্বরূপ এবার ডিএইচডি (জে)-র প্রাক্তন দুই জঙ্গি সদস্য বিজল জহরি ওরফে মুন ডিমাসা এবং বিনোদ ফংলো ওরফে মাজন ডিমাসাকে গ্রেফতার করে ডিমা হাসাও পুলিশ।

ইতিমধ্যে পুর্ণেন্দু লাংথাসা ও নিন্দু লাংথাসা খুনের মামলার যে চার্জশিট পুলিশ আদালতে জমা দিয়েছে এতে প্রাক্তন জঙ্গি নেতা তথা উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের বর্তমান সিইএম দেবোলাল গারলোসা এবং আরও পাঁচ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। গৌহাটি হাইকোর্টের নির্দেশে গত ৪ জুন ডিমা হাসাও পুলিশ রাজ্য সরকার পুর্ণেন্দু ও নিন্দু লাংথাসার হত্যা মামলা নিয়ে পার্বত্য পরিষদের বর্তমান সিইএম দেবোলাল গারলোসা সহ আরও পাঁচ জনকে অভিযুক্ত করে একটি শপতনামা দাখিল করেছিল। ওই শপতনামায় উল্লেখ করা হয়, রাজ্য গৃহ দফতরের পক্ষ থেকে প্রসিকিইউশন স্যাংশন পেলেই পুলিশ এই খুন সংক্রান্ত মামলার চার্জশিট আদালতে দাখিল করবে। তার পরই ২৪ জুন গৌহাটি হাইকোর্টে এই হত্যা মামলার প্রসিকিইউশন স্যাংশন দেয় রাজ্যের গৃহ বিভাগ এবং ২৫ জুন ডিমা হাসাও পুলিশ এই খুনের চার্জশিট হাফলং সিজেএম কোর্টে জমা দেয়।

পরবর্তীতে গৌহাটি হাইকোর্ট পুর্ণেন্দু ও নিন্দু লাংথাসা হত্যা মামলার বিচার প্রক্রিয়া নিম্ন আদালতে চালানোর নির্দেশ দেয়। বর্তমানে এই খুনের সঙ্গে জড়িত দেবোলাল গারলোসা জামিনে আছেন। তবে চার্জশিটে নাম নেই এমন ডিএইচডি (জে)-র প্রাক্তন দুই সদস্যকে এই খুনের মামলায় গ্রেফতার করে ডিমা হাসাও পুলিশ।

ফোনে আড়িপাতা কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের দাবি করল বিজেপি

জয়পুর, ১৮ জুলাই (হি. স.): রাজস্থানে ফোনে আড়িপাতা কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের দাবি তুলল বিজেপি।শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির মুখপাত্র সম্বিৎ পাত্র জানিয়েছে, এস ও পি মেনে ফোনে আড়িপাতা হয়েছে কিনা খতিয়ে দেখতে হবে।এর জন্য সিবিআই তদন্তের দাবি বিজেপি তরফ থেকে করা হয়েছে।রাজস্থানে কোন জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।সেখানকার সমস্ত বিরোধী দলগুলোকে কি লক্ষ্যবস্তু বানানো হচ্ছে। ফোনে আড়িপাতা কাণ্ডে কি রাজ্য সরকার কোনওভাবে জড়িত রয়েছে।এর উত্তর রাজস্থানের কংগ্রেস সরকারকে দিতে হবে।আদৌ কি আইনের নির্দিষ্ট ধারা মেনে এই ফোনে আড়িপাতা হয়েছে।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে সম্বিৎ পাত্র জানিয়েছেন, রাজস্থানে কংগ্রেসের নাটক প্রতিমুহূর্তে উন্মোচিত হচ্ছে।মিথ্যার ককটেল তৈরি করেছে কংগ্রেস।মিথ্যা তৈরি করছে কংগ্রেস।২০১৮ ভোটে জেতার পর রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীকে হবে তা নিয়ে শচীন পাইলট এবং অশোক গেহলটের মধ্যে ঠান্ডা লড়াই চলছিল। এমনকি অশোক গেহলট স্বীকার করে নিয়েছে যে সরকারের বিগত ১৮ মাসে কাজকর্মে মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে কোন রকমের আলাপ-আলোচনা হয়নি।গোটা চক্রান্ত করছে কংগ্রেস এতে বিজেপি কোন হাত নেই।

রাজস্থানে রাজনৈতিক তরজা মাঝে অবশেষে নীরবতা ভাঙলেন বসুন্ধরা রাজে

জয়পুর, ১৮ জুলাই (হি. স.): রাজস্থানের রাজনৈতিক উত্তেজনার মাঝেই অবশেষে মুখ খুললেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেত্রী তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে।দুই দলের মধ্যে চলা রাজনৈতিক তরজা নবম দিনে টুইট করে নিজের নীরবতা ভঙ্গ করলেন তিনি।

শনিবার নিজের টুইট বার্তায় বসুন্ধরা রাজে লিখেছেন, দুর্ভাগ্যবশত কংগ্রেসের অন্তঃকলহের জেরে দুভর্োগের শিকার হচ্ছে রাজস্থানবাসী।রাজ্যে করোনায় ৫০০ বেশি মৃত্যু হয়েছে। সংক্রামিত সংখ্যা বেড়ে ২৮ হাজার।পঙ্গপালের দাপটে কাঁদছে কৃষকেরা।রাজ্যে মহিলাদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত।রাজ্যে বিদ্যুৎ সমস্যাও চরম পর্যায়।এগুলি হিমশৈলের চুড়া মাত্র।জনসাধারণের হিতসাধন করাই সরকারের লক্ষ্য হওয়া উচিত। জনতার জন্য ভাবা উচিত প্রশাসনের। কিন্তু বর্তমান কংগ্রেস সরকার বিজেপিকে দোষারোপ করতে ব্যস্ত।

উল্লেখ করা যেতে পারে, উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে শচীন পাইলটের অপসারণ থেকে শুরু করে টেলিফোনে আড়িপাতা কাণ্ড নিয়ে উত্তাল রাজস্থানের রাজনৈতিক মহল।চলছে বিজেপি এবং কংগ্রেসের মধ্যে দোষারোপ ও পাল্টা দোষারোপের খেলা।এরমধ্যে এতদিন পর্যন্ত নীরবে ছিলেন বসুন্ধরা রাজে. অবশেষে মুখ খুললেন তিনি।

ফোনে আড়িপাতা কাণ্ডে রাজস্থানে বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে তরজা অব্যাহত

জয়পুর, ১৮ জুলাই (হি. স.): রাজস্থানে চরম আকার ধারণ করেছে বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে বেড়ে চলা রাজনৈতিক তরজা। ফোনে আড়িপাতা কাণ্ডে কংগ্রেসকে তোপ দেগেছেন বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্র।এর পাল্টা সরব হয়েছে কংগ্রেস। শতাব্দীপ্রাচীন দলটির বর্ষীয়ান নেতা তথা মুখপাত্র পবন খেরার দাবি, রাজস্থানে বিধায়ক কেনাবেচা যে হয়েছে সেটা বিজেপি মেনে নিয়েছে।এখন গেরুয়া শিবির ভয়ের মধ্যে রয়েছে।শুধুমাত্র ফোনে আড়িপাতা নিয়ে আপত্তি বিজেপির।

শনিবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পবন খেরা জানিয়েছেন, রাজস্থানে সর্বসমক্ষে গণতন্ত্রকে হত্যা করার যে চক্রান্ত বিজেপি করেছিল, তা ক্রমশ প্রকাশ্য চলে আসছে। ফোনে আড়িপাতা কাণ্ডে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও তার সঙ্গে একাধিক শীর্ষস্থানীয় নেতা ফাঁসতে চলেছে বলে বিজেপি এখন ভয় পাচ্ছে।কোন যুক্তির ভিত্তিতে শচীন পাইলট রাজস্থান পুলিশের তুলনায় হরিয়ানা পুলিশের ওপর বেশি নির্ভর করছেন।আদালতে দাঁড়িয়ে শচীন পাইলট ক্রমাগত প্রমাণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যে তিনি কংগ্রেসের মধ্যেই রয়েছেন অথচ আদালতে তার হয়ে সওয়াল করছে বিজেপির এক আইনজীবী।তদন্ত প্রক্রিয়া রোধ করার জন্য বিজেপি অসাংবিধানিকভাবে নিজের সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগ করছে।

কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের কণ্ঠস্বরের নমুনাও নিতে দেওয়া হয়নি। বিজেপি শাসিত কর্নাটকে এই বিধায়কদের নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চলছে বলে জানা গিয়েছে।এর আগে বিজেপি মুখপত্র সম্বিত পাত্র জানিয়েছিলেন যে রাজস্থানে কংগ্রেস রাজনৈতিক নাটক করে চলেছে বিভ্রান্ত, ষড়যন্ত্র, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে চলেছে কংগ্রেস।

কাছাড়ে শনিবার নতুন করে আক্রান্ত ২৬ জন, মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৫৭৪, পরিস্থিতি জটিল

শিলচর (অসম), ১৮ জুলাই (হি.স.) : করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে কাছাড় জেলায়। ফলে জনমনে আতঙ্কের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। আজ শনিবার দুই দফায় প্রকাশিত তালিকায় ১৩ জনের পজিটিভ রেজাল্ট আসলেও পরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬-এ। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা হয়েছে ৫৭৪।

আজকের প্রথম তালিকায় যে চারজনের নাম রয়েছে তারা হলেন শিলচর তারাপুরের দেবলীনা দাসগুপ্ত (২৪,) তাঁর কোনও ভ্রমণ বৃত্তান্ত নেই। শারীরিক উপসর্গের উপর ভিত্তিকরে ১৭ জুলাই সোয়াব নেওয়া হয়েছিল। অপরজন শিলচর মেডিক্যাল কলেজের স্টাফ শুভাশিস রায়চৌধুরী (৫০), বাড়ি শিলচর ন্যাশনাল হাইওয়ের বিএসএনএল কোয়ার্টারে। ১৬ জুলাই সোয়াব নেওয়া হয়েছিল তাঁর। নরসিংপুরের সুপ্রিয়া নাথ (২৭), ১৭ জুলাই সোয়াব নেওয়া হয়েছিল।

অপরজন হলেন জিরিঘাটের গৌতম ঘোষ (৪০)।

দ্বিতীয় তালিকায় যে ৯ জন রয়েছেন এদের মধ্যে দুজন আসাম রাইফেলস-এর জওয়ান। দুজনই দিল্লি থেকে বিমানে এসেছিলেন। তাঁরা হলেন, রবি দত্তশর্মা (৩২) এবং সন্দীপ কুমার (৩২)। অন্যদের মধ্যে রয়েছেন আবুল সালাম চৌধুরী (২৪), তিনি গত ১৭ জুলাই কলকাতা থেকে বিমানে ফিরেছেন। আরও দুজন বিমানযাত্রী রয়েছেন যাঁদের রেজাল্ট পজিটিভ এসেছে। তাঁরা গঙ্গানগর সোনাইয়ের আব্দুল হুসেন লস্কর (৪০), কাটিগড়ার তেলেটিকর দ্বিতীয় খণ্ডের আলিম উদ্দিন লস্কর (২৫), এই দুজনকে এনআইটির কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রাখা হয়েছিল। লক্ষ্মীপুর সিঙ্গিরবন্দের মোহম্মদ সুফান (৩৪), তিনি ঝাড়খণ্ড থেকে ফিরেছিলেন, কালাইনের লিটন রায় (২০), তিনি হায়দরাবাদ থেকে ১৭ জুলাই বিমানে ফিরেছিলেন, বেঙ্গালুরু থেকে ফেরত আরও দুই বিমান যাত্রী কোভিড শনাক্ত হয়েছেন। তাঁরা হলেন পয়লাপুলের সহতম্বা উদ্দিন (১৯) এবং বড়খলা দুধপাতিল ষষ্ঠ খণ্ডের সাহিদ হুসেন লস্কর (২০)। পরে আরও ১৩ জনের রেজাল্ট পজিটিভ আসে। ফলে শনিবার আক্রান্ত হয়েছেন ২৬ জন।ণ

রেল বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে সরব এনএফ রেলওয় এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন

গুয়াহাটি, ১৮ জুলাই (হি.স.) : ভারতীয় রেলকে বেসরকারীকরণ করা হচ্ছে, এই আভাস পেয়ে সরব হয়ে উঠেছে এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন। ভারতীয় রেলের সর্ববৃহৎ শ্রমিক ইউনিয়ন ন্যাশনাল ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান রেলওয়ে মেনেজ সংক্ষেপে এনএফআইআর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এনএফ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে।

এক বিবৃতি যোগে এনএফআইআর-এর সহযোগী সম্পাদক আর এনএফ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মুনীন্দ্র শইকীয়া জানান, ইউনিয়ন চলতি বছরের মে মাসেই কেন্দ্রীয় সরকারকে রেলওয়েকে বেসরকারীকরণের কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করতে সতর্ক করা হয়েছিন। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের পাঁচটি ডিভিশন এবং ৫৫টি শাখা ও ৩০ হাজারের বেশি সদস্য প্রধানমন্ত্রীকে পোস্টকার্ড ও ই-মেল প্রেরণ করেছে। এছাড়া বর্তমানে দেশে কোভিড কেন্দ্রিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সরকার যদি রেলওয়েকে বেসরকারীকরণের কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা হলে ইউনিয়ন এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদী কর্মসূচি গ্রহণ করবে বলে হুঙ্কার দেন তাঁরা।

ইউনিয়নের প্রচার বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত নয়ন কুমার বর্মণ জানিয়েছেন, বর্তমান কোভিড কেন্দ্রিক পরিস্থিতিতে বাধ্যবাধকতার জন্য ইউনিয়ন সর্বজনীন প্রতিবাদী কর্মসূচি গ্রহণ করেনি। কিন্তু সরকার যদি পরিস্থিতির সুযোগ নেয় তা হলে এর বিরুদ্ধে রেল শ্রমিক কর্মচারী সোচ্চার হবে।

বিতর্কিত অডিও টেপ পরীক্ষার জন্য পাঠানো হল ফরেনসিক ল্যাবে

জয়পুর, ১৮ জুলাই (হি. স.): রাজস্থানে কথিত বিধায়ক কেনাবেচা নিয়ে যে অডিও টেপ সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে তার জন্য সরকারপক্ষের মুখ্য সচেতক মহেশ যোশীর তরফ থেকে শনিবার দুর্নীতি দমন ব্যুরো এসিবিতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করেছে এসিবি। ছয়ের পাতায়

সাড়ে তিন বছরের মধ্যে তৈরি করা হবে অযোধ্যায় রাম মন্দির : চম্পত রাই

লখনউ, ১৮ জুলাই (হি. স.): অযোধ্যায় সুবৃহৎ রাম মন্দির তৈরি করতে তিন থেকে সাড়ে তিন বছর সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই। শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের শনিবার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ছিল।বৈঠকে ট্রাস্টের ১৫ সদস্য যোগ দিয়েছিল।

এদিন বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই জানিয়েছেন, নির্মাণকার্য শুরুর দিন থেকে তিন থেকে সাড়ে তিন বছর সময় লাগবে অযোধ্যায় রাম মন্দির পুরোপুরি তৈরি হতে। ভূমি পুজান এ উপস্থিত থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।এর জন্য প্রধানমন্ত্রীকে লিখিতভাবে চিঠিও দেওয়া হয়েছে।চিঠি লিখেছেন ট্রাস্টের সভাপতি নৃত্য গোপাল দাস।ভূমি পূজার নির্ঘন্ট নির্ধারণ করবে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর। ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে এ দিনের বৈঠকে ১৫ জনের মধ্যে ট্রাস্টের চারজন সদস্য যোগ দিয়েছিলেন।বাকি ১১ জন সশরীরে যোগ দিয়েছিল।যেখানে মন্দির নির্মাণ হবে তার মাটির নমুনা ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছে লারসেন এন্ড টিউব্র।মাটির ধারণ ক্ষমতা পরীক্ষার পরে মন্দির তৈরির নকশা বানানো হবে।সম্পুরা মার্বেল পাথর দিয়ে মন্দিরের নির্মাণ কাজ হবে। নির্মাণের দায়িত্বে থাকবে লার্সেন অন্ড টিউব্র কোম্পানি। ছয়ের পাতায়

কাজিরঙার ৮৫ শতাংশ এলাকা এখনও প্লাবিত, গণ্ডার সহ ১১২টি প্রাণীর মৃত্যু

কাজিরঙা (অসম), ১৮ জুলাই (হি.স.) : বন্যায় অসমের জাতীয় উদ্যান কাজিরঙার ৮৫ শতাংশ এলাকা এখনও প্লাবিত। চলতি বছরের দ্বিতীয় বন্যায় চরম দুর্ভোগে পোহাচ্ছে মানুষের পাশাপাশি জীবকুল। বন্যায় কাজিরঙার জঙ্গলের সমস্ত ঘাস তথা পশুখাদ্য জলের নীচে। ফলে খাদ্যের অভাবে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে জীবজন্তুরা।

প্রথম বন্যায় একাংশ জীবকুল কাজিরঙা থেকে পালিয়ে নিকটবর্তী কারবি পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। একাংশ জন্তু আশ্রয় নিয়েছে জাতীয় সড়কের ওপর এবং জনবহুল এলাকায়। বন্যায় মানুষ এবং বুনো জীবজন্তু একসঙ্গে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছেন। বহু জীবজন্তু বন্যা থেকে বাঁচতে কৃত্রিম হাইল্যান্ডে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। খাদ্যের অভাবে দিনের পর দিন না খেয়ে পার করছে তারা। এ সম্পর্কে উদ্যান কর্তৃপক্ষ সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় জীবজন্তুদের না খেয়ে দীর্ঘ দিন কাটানোর মতো ক্ষমতা থাকে। বন্যা থেকে বাঁচতে জঙ্গলের সাপ গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে উঁচু গাছের ডালে। জীবকুলের পাশাপাশি চরম দুর্ভোগে পোহাচ্ছেন কাজিরঙায় দায়িত্বরত বন কর্মীরাও। বন্যপ্রাণীদের নিরাপত্তায় বন্যার মধ্যেই দিন রাত এক করে পাহারা দিচ্ছেন তাঁরা।

এবারের বন্যায় পাঁচটি গণ্ডারের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে কর্তৃপক্ষের কাছে। বিভিন্ন কারণে এখন পর্যন্ত মোট ৯৬টি গণ্ডারের মৃত্যু হয়েছে। জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে ৪৯টি জন্তুর। অন্যান্য কারণে আরও ১৬টি জন্তুর মৃত্যু হয়েছে। এদিকে বন্যায় দিশেহারা হয়ে দুই-চারটি গণ্ডার জনবহুল এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

জনতার ভাবনার উপর ভিত্তি করেই তৈরি হয় মুখ্যমন্ত্রী, বার্তা অশোক গেহলটের

জয়পুর, ১৮ জুলাই (হি. স.): জনতা কি ভাবছে, জনতার রায় কার দিকে, জনবার্তা কি ইঙ্গিত করছে।এই তিনটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করেই মুখ্যমন্ত্রীকে হবে, তা নির্ধারণ করা হয় বলে জানিয়েছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট।

রাজনৈতিক মহলের মতে শচীন পাইলটকে কটাক্ষ করে এমন মন্তব্য করেছেন বর্ষিয়ান এই কংগ্রেস নেতা। এছাড়াও এদিন বিজেপির বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে অশোক গেহলট নিজের টুইটার বার্তায় লিখেছেন, বিজেপির নিজের নেতা তথা বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ কৈলাস মেঘাবল গত দুই মাস ধরে রাজ্য সরকার ফেলে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে এবং যে ঘোড়া কেনাবেচার প্রক্রিয়া ছয়ের পাতায়

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

হাসপাতালে ঐশ্বরিয়া ও আরাধ্যর অবস্থা ভালোর দিকে

বচ্চন পরিবারে রীতিমতো জাঁকিয়ে বসেছে করোনাভাইরাস। অমিতাভ বচ্চন, অভিষেক বচ্চন, ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন, আরাধ্য বচ্চনের করোনা পজিটিভের খবর কম—বেশি সবারই জানা। বিগ বি আর অভিষেককে ১১ জুলাই মুম্বাইয়ের নানাবতী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে ঐশ্বরিয়া ও আরাধ্যর তেমন কোনো লক্ষণ না থাকায় বাসায়ই কোয়ারেন্টিনে ছিলেন।

তবে শুক্রবার রাতে হঠাৎই ঐশ্বরিয়ার শ্বাসকষ্ট শুরু হয় এবং হালকা জ্বর আসে। আরাধ্যর দুই দিন আগে থেকেই জ্বর ছিল। গতকাল আরাধ্য ও ঐশ্বরিয়ার অক্সিজেন স্যাচুরেশন লেভেল ৯৫ শতাংশের মতো ছিল। রক্তের হিমোগ্লোবিনে অক্সিজেন কমে যাওয়া মোটেই ভালো কথা নয়। তাই আর কোনো ঝুঁকি না নিয়ে চিকিৎসকেরা তড়িঘড়ি মা-কন্যাকে হাসপাতালে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নেন। তবে এই মুহূর্তের খবর অনুযায়ী ঐশ্বরিয়া ও আরাধ্যর স্বাস্থ্য উন্নতির পথে।

হাসপাতাল প্রশাসন জানিয়েছে, এখন সব ঠিক আছে। ঐশ্বরিয়া ও

আরাধ্যর শারীরিক অবস্থা এখন অনেকটাই ভালো। চিকিৎসা এখনো চলছে। জানা গেছে, গলায় ইনফেকশনের জন্য ঐশ্বরিয়ার সর্দি—কাশি বেড়ে গিয়েছিল। তাই শ্বাসজনিত কষ্ট হচ্ছিল সাবেক এই বিশ্বসুন্দরীর। তবে এখন ভালো আছেন বলেও জানিয়েছেন নানাবতী হাসপাতালের জনসংযোগ কর্মকর্তা।ঐশ্বরিয়া ও আরাধ্য। খবর অনুযায়ী, অমিতাভ, অভিষেক, ঐশ্বরিয়া, আরাধ্যএই চারজনই এখন নানাবতী হাসপাতালের একই শাখায় চিকিৎসাধীন। তাঁদের জন্য চিকিৎসক ও সেবিকাদের বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে। সম্ভবত ২১ জুলাই বচ্চন পরিবারের চার সদস্যের আবার করোনা পরীক্ষা হবে। অমিতাভ ও অভিষেক বচ্চন এখন প্রায় সুস্থতার পথে। তাঁদের শরীরে করোনা—সংক্রান্ত কোনো লক্ষণ নেই বলে জানা গেছে।

শ্রদ্ধার কাছে হীরার চেয়ে দামি যারা

প্রথমে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, তারপর দীপিকা পাড়ুকোন। এবার তৃতীয় বলিউড তারকা হিসেবে সেই মাইলফলক স্পর্শ করলেন শ্রদ্ধা কাপুর। ইনস্টাগ্রামে তাঁর ভক্ত অনুরাগীর সংখ্যা তিন দিন আগে ৫ কোটি ছাড়িয়েছে। লকডাউনে ঘরে থেকেই বলিউডের তৃতীয় 'মোস্ট ফলোড' কন্যা হওয়ায় অন্যান্য তারকা, বন্ধু, সহকর্মী আর অনুরাগীদের অভিনন্দন বার্তায় ভেসেছেন। সেই ভক্তদের উদ্দেশে বুধবার ইনস্টাগ্রামেই শ্রদ্ধা শেয়ার করলেন ভালোবাসার অক্ষরে লেখা এক খোলা চিঠি।শ্রদ্ধা এক দশক ধরে বলিউডের রাস্তায় পথ চলছেন। এর মাঝে উপহার দিয়েছেন হায়দার, বাঘি, স্ত্রী, ছিছোড়ে, সাহো, এক ভিলেন, আশিকী টুর মতো একের পর এক বক্স অফিস হিট ছবি। বড় পর্দার কেবল চলমান ছবি নয়, ইনস্টাগ্রামে শ্রদ্ধার স্থির ছবিও ভক্তদের দারুণ পছন্দ। আর শ্রদ্ধাও কখন কী করছেন, কী পরছেন, কোথায় যাচ্ছেন, কী খাচ্ছেন, তাঁর জানালা দিয়ে বাইরে কী দেখা যাচ্ছে, ব্যায়াম, ইয়োগা, নাচসবকিছুর ছবি ভক্তদের সঙ্গে সানন্দে ভাগ করে নেন। ৫ কোটি ৬০ হাজার ভক্তের উদ্দেশে ইংরেজি ও হিন্দিতে লেখা এক চিঠিতে শক্তি কাপুরকন্যা লিখেছেন, 'আমার হৃদয়ের সবচেয়ে কাছের, সবচেয়ে আপন, দামি হীরার চেয়েও মূল্যবান, আমার ফ্যান ক্লাব ও যাঁরা আমার মঙ্গল কামনা করেন। হ্যাঁ, আপনাদেরই বলছি। গত দুই দিনে আমি হাজার হাজার পোস্ট, ভিডিও, ছবি, অভিনন্দনবার্তায় আপ্লুত। আপনাদের ভালোবাসায় আমি আচ্ছন্ন, আবিষ্ট, নিমজ্জিত। আমি আজ যা কিছু হয়েছি, তা কেবল আপনাদের জন্যই। আপনাদের ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। আপনাদের অনন্ত অসীম ভালোবাসার ঋণভারে নত হয়ে আমি শুধু বলতে চাই, আমিও আপনাদের অনেক অনেক ভালোবাসি। আপনাদের জীবন সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্যে কাটুক। নিজের খেয়াল রাখবেন। উজ্জ্বল তারার মতো আলো ছড়ান। শান্তি আর দয়ার পরশ বুলিয়ে দিন। পাঁচ কোটি ধন্যবাদ আপনাদের।'এবার প্রথমবারের মতো শ্রদ্ধা কাপুর লাভ রঞ্জনের পরিচালনায় পর্দা ভাগ করবেন রণবীর কাপুরের সঙ্গে।

করোনার গল্পে জয়া ও প্রসেনজিৎ

জয়া আহসানের বেশ কিছু ছবি শেষ হয়ে করোনায় থমকে আছে। বহুদিন হয় থমকে ছিল নতুন ছবির খবরও। এরই মধ্যে খবর মিলল, নতুন ছবি 'অসতো মা সদগময়'-এর জন্য মৌখিকভাবে কথাবার্তা হয়ে গেছে তাঁর। এ ছবিতে তাঁর সঙ্গে আছেন ভারতের প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ও। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে সামনের সেপ্টেম্বরে ছবির শুটিং শুরু হতে পারে। জয়া ও প্রসেনজিৎ এ ছবিতে দ্বিতীয়বারের মতো পর্দা ভাগাভাগি হতে যাচ্ছেন। ছবিটি পরিচালনা করবেন 'কেদারা'র পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত।জয়া আহসান ও প্রসেনজিৎ একসঙ্গে প্রথম অভিনয় করেন অতনু ঘোষের 'রবিবার' ছবিতে। করোনার প্রকোপের ঠিক আগে আগে গত বছরের ডিসেম্বরে একসঙ্গে তাঁদের দেখা গিয়েছিল পর্দায়। এবার তাঁরা করতে যাচ্ছেন করোনা মহামারির গল্প। করোনার চাপে মানুষের মনের আলো-অন্ধকারের অস্থির ঘূর্ণিই হবে ছবিটির বিষয়।ছবিটি নিয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কথা হলো জয়া আহসানের সঙ্গে। প্রথম আলোকে বললেন, তিনি 'করোনার আতঙ্ক, আশঙ্কা আর অনিশ্চয়তা মানুষের মনোজগতে যে ছায়া ফেলেছ, এ ছবিটিতে তা-ই তুলে ধরা হবে। ছবির মোট পাঁচটি চরিত্র। গল্পটিতে নতুনত্ব আছে। তাই প্রাথমিকভাবে সম্মতি জানিয়েছি।'জয়া আহসান ও প্রসেনজিৎ ছাড়া এ ছবির আর দুটো চরিত্র অভিনয় করবেন রুদ্রনীল ঘোষ ও অরুণ মুখোপাধ্যায়। ৫ নম্বর চরিত্রের অভিনেতা এখনো চূড়ান্ত হয়নি।কলকাতা থেকে ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত প্রথম আলোকে জানিয়েছেন, এ ছবিতে একটিমাত্রই নারী চরিত্র, আর তাতে অভিনয় করবেন জয়া আহসান। তিনি বলেন, 'জয়ার সঙ্গে আমার বহুদিনের আলাপ। তাতে কাজটা অনেক মসৃণভাবে হবে। তবে গল্পের চরিত্রটা রূপ নেওয়ার পরপরই জয়ার নামটা প্রথম মাথায় এসেছে। কারণ তিনি অসম্ভব ভালো একজন অভিনেত্রী।' করোনার দীর্ঘ ও গভীর প্রভাবে জীবনের পাল্টে যাওয়া নানা দিক এই ছবির গল্পের কেন্দ্রবিন্দু। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'র খবরে ইন্দ্রদীপ বলেছেন, 'কোভিড-১৯ এ ছবির প্রেক্ষাপট মাত্র! ছবিটি নিয়ে ভাবার সময় সামাজিক দূরত্ব রক্ষার কথা প্রথমে মাথায় আসেনি। পরে কেবল পাঁচটি চরিত্র নিয়েই গোটা গল্প সাজিয়েছি।' এতে স্বাস্থ্য-সুরক্ষাবিধি মেনেই কাজ করা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করছেন।

লকডাউনে সেলুনে রণবীর

স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে তৎপর বলিউড। তাই বাসায় বসেই আগামী ছবির প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন বলিউড তারকারা। দীপিকা পাড়ুকোন, শাহরুখ খান, কৃতি শ্যনন, অক্ষয় কুমারসহ অনেক তারকাই তাঁদের আগামী ছবির জন্য নানানভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এদিকে লকডাউনের মধ্যেই রণবীর সিং হাজির বান্দ্রার সেলুনে। তবে চুল কাটাতে নয়, নতুন চুলের স্টাইলের জন্য সেলুনে গিয়েছিলেন তিনি। রণবীর এখন আগামী ছবিতে তাঁর নতুন 'লুক' নিয়ে রীতিমতো ব্যস্ত। বিটাউনে জোর খবর, জোয়া আখতারের আগামী ছবিতে দেখা যাবে তাঁকে। জোয়া আখতার পরিচালিত 'দিল ধড়কানে দো', 'গালি বয়' ছবিতে কাজ করেছেন রণবীর। এই ছবি দুটিই বক্স অফিসে হিট হয়েছে। বিশেষ করে 'গালি বয়' ছবিটি দারুণভাবে প্রশংসিত হয়েছিল। হলিউডের অস্কারজয়ী ক্রাইম ড্রামা 'ডিপার্টেড'-এর ছায়া অবলম্বনে জোয়া আখতারের আগামী ছবিটি। তবে তিনি রিমেক করবেন না। কারণ, জোয়া এই ছবির গল্পে অনেক পরিবর্তন আনবেন বলে জানা গেছে।

জোয়া এই ছবির স্বত্ব কিনে নিয়েছেন।

জানা যায়, জোয়া তাঁর অপরাধভিত্তিক এই ছবির জন্য রণবীরকে নির্বাচন করেছেন। আর লকডাউনের মধ্যেই রণবীর তাঁর আগামী ছবির নতুন লুকের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন। রণবীর তাঁর হেয়ার স্টাইলিস্ট দর্শন যোবেলকরের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বান্দ্রার সেলুনে গিয়েছিলেন। এই ক্রাইম ড্রামার লুক টেস্টের জন্য দর্শন নানা ধরনের চুলের স্টাইল পরীক্ষা করেছেন। তবে এখনো হেয়ার স্টাইল চূড়ান্ত হয়নি। দর্শন এর আগে এই বলিউড তারকার সঙ্গে 'বাজিরাও মস্তানি', 'পদ্মাবত', 'গাল্লি বয়', '৮৩' ছবিতে কাজ করেছেন।

হেয়ার স্টাইল ছাড়াও রণবীর এই ছবিতে নিজের লুকেরও অনেক পরিবর্তন আনবেন বলে জানা গেছে।

এই ক্রাইম ড্রামাতে তাঁকে একদম ঝকঝকে একটি লুকে দেখা যাবে। এক পুলিশ অফিসারের চরিত্রে অভিনয় করতে যাচ্ছেন রণবীর। গুঞ্জন আছে, রণবীরের বিপরীতে ক্যাটরিনা কাইফকে এই ছবিতে দেখা যেতে পারে।

যদিও এ বিষয়ে এখনো অফিশিয়াল ঘোষণা এখনো হয়নি। তবে এই কথা সত্য হলে রণবীর-ক্যাটরিনা প্রথমবার একসঙ্গে পর্দায় আসবেন।

বিদ্যার প্রশংসা চারদিকে

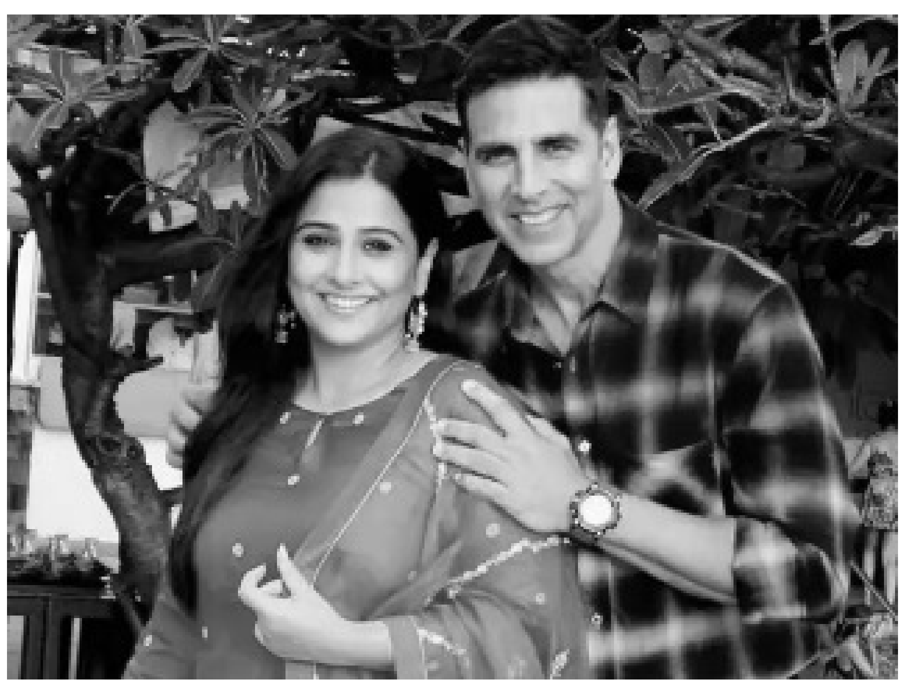

চারদিকে জয়জয়কার। বিদ্যা বালানের প্রশংসায় মুখর সমগ্র বলিউড। আবার পর্দায় নতুন রূপে আসতে চলেছেন বলিউড তারকা বিদ্যা বালান। সাবরিনা লাল, বেগম জান, রেশমা (বা সিল্ক স্মিতা), সুলু নানান রূপে পর্দায় এসে দর্শকদের মন জয় করেছেন তিনি। এবার অঙ্কের জাদুকর 'শকুন্তলা দেবী'র চরিত্রে আসতে চলেছেন এই বলিউড তারকা। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে 'শকুন্তলা দেবী' ছবির ট্রেলার। আর ট্রেলারেই বাজিমাত করেছেন বিদ্যা। আমাজন প্রাইম ভিডিও থেকে ছবির ট্রেইলার মুক্তির মাত্র দুই দিনে প্রায় দুই কোটি ভিউ হয়েছে। অক্ষয় কুমার, তাপসী পান্নু, কৃতি খরবান্দা, ফাতিমা সানা শেখসহ আরও অনেক বিটাউন তারকা ট্রেইলার দেখে ভালোবাসায় ভরা বার্তা লিখেছেন বিদ্যার উদ্দেশে।

অবশেষে প্রতীক্ষার দিন শেষ হতে চলেছে। আমাজন প্রাইম ভিডিওতে মুক্তি পেতে চলেছে 'শকুন্তলা দেবী'। অত্যন্ত জনপ্রিয় গণিতবিদ, 'হিউম্যান কম্পিউটার' শকুন্তলা দেবীর জীবনের ওপর নির্মিত ছবিটি। বিদ্যা বালানকে দেখা যাবে শকুন্তলা দেবীর চরিত্রে। 'শকুন্তলা দেবী' ছবির ট্রেলার মুক্তির পরপরই বিটাউনের অনেকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বিদ্যাকে।

বলিউড সুপারস্টার অক্ষয় কুমারের কণ্ঠে বিদ্যার জন্য ঝরে পড়েছে ঝুরি ঝুরি প্রশংসা। অক্ষয় টুইট করে বিদ্যার উদ্দেশে বলেছেন, 'বিদ্যা অনায়াসে যেকোনো চরিত্র পর্দায় নিয়ে আসতে পারে। বিদ্যার আবার এক চমকের অপেক্ষায়।'

'দঙ্গল'কন্যা ফাতিমা সানা শেখ বলেছেন, 'এক দুর্দান্ত নারীর কাহিনি নিয়ে দুর্দান্ত এক ট্রেলার। বলিউড অভিনেত্রী নুসরত ভারুচা 'শকুন্তলা দেবী' ছবির ট্রেলারকে ঘিরে তার আবেগ ব্যক্ত করে লিখেছেন, 'বাস্তবকে পর্দায় আনার এক অভিনব জাদুকর আপনি। বিদ্যা ম্যাম, আপনি কখনো আমাদের মুগ্ধ হওয়া থেকে বঞ্চিত করেন না। সানিয়া মালহোত্রা, অমিত সাধ, পরিচালক মেনন সবাইকে শুভেচ্ছা। ''শকুন্তলা দেবী''র অপেক্ষায়।'

তাপসী পান্নু বলেছেন, 'বিদ্যা বালানকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করছে।' আরেক বলিউড তারকা কৃতি খরবান্দা বলেছেন, 'দারুণ, দারুণ, দারুণ।' অভিনেত্রী ভূমি পেড়নেকর বলেছেন, 'ট্রেলার দেখলাম। দুর্দান্ত। বিদ্যা ম্যাম, আবার আমাদের বিস্মিত করলেন। সানিয়া মালহোত্রাকে খুবই মিষ্টি লাগছে।'বলিউডজগতের আরও অনেকে বিদ্যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমাজন প্রাইম ভিডিওতে 'শকুন্তলা দেবী' ছবিটি ৩১ জুলাই মুক্তি পেতে চলেছে। অনু মেনন পরিচালিত এই ছবিতে বিদ্যা বালান ছাড়াও আছেন সানিয়া মালহোত্রা, যিশু সেনগুপ্ত, অমিত সাধ।

ধর্ষণ ও হত্যার হুমকি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানালেন রিয়া

এক মাসের বেশি হয়ে গেল নেই বলিউড তারকা সুশান্ত সিং রাজপুত। তবু থামেনি সুশান্তের আত্মহত্যা নিয়ে কাদা ছোড়াছুড়ি, চুলচেরা বিশ্লেষণ। একপক্ষ ক্রমাগত দায়ী করে যাচ্ছে সুশান্তের সর্বশেষ প্রেমিকা রিয়া চক্রবর্তীকে। লকডাউনে রিয়া সুশান্তের বাড়িতেই ছিলেন। সুশান্তের আত্মহত্যার কিছুদিন আগে রিয়া মনোমালিন্যের কারণে সুশান্তের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। শুধু তা---ই নয়, ইনস্টাগ্রাম থেকে সুশান্তের সব ছবিও ডিলিট করে দেন তিনি। সম্প্রতি সুশান্তের মৃত্যুর এক মাস পূর্তির দিনে সুশান্তের সঙ্গে দুটি ছবি প্রকাশ করে লিখেছেন ভালোবাসাপূর্ণ বার্তা।সুশান্তের আত্মহত্যার পর থেকে রিয়ার ফেসবুক, মেসেঞ্জার, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, মেইল, ইনবক্সসব ভরে উঠেছে আজেবাজে কথা, ধর্ষণের হুমকি আর মৃত্যু পরোয়ানায়। কিন্তু আর কত! এবার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল রিয়ার। একটি বার্তার স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন রিয়া। সেখানে লেখা, 'তোকে আমি ধর্ষণ করবই।

ধর্ষণ করে মেরে ফেলব। বরং তুই সুইসাইড করতি! আজ নয় কাল আমি তোকে হত্যার জন্য লোক পাঠাবই।'

মন্নু রউত নামের এক আইডি থেকে পাঠানো এই বার্তা শেয়ার করে রিয়া লেখেন, 'লোকে বলল, আমি নাকি অর্থলোভী। আমি চুপ থেকেছি। আমি নাকি হত্যাকারী। আমি তা—ও কোনো কথা বলিনি। আমি নাকি যৌনকর্মী! এগুলো শুনেও আমি টুঁ শব্দ করিনি। কিন্তু এবার মনে হচ্ছে, আমার নীরবতা এদের অনুপ্রাণিত করছে! আমি আত্মহত্যা না করলে ওরা নাকি আমাকে ধর্ষণ করে মেরে ফেলে রাখবে। কে তাদের এই অধিকার দিল? তারা কি আদৌ বুঝতে পারছে যে তারা কী বলছে! আইন অনুযায়ী এগুলো ভয়াবহ অপরাধ। আমি আবারও বলছি, কোনো মানুষকেই এই জাতীয় নোংরা আর ভয়ংকর বার্তা পাঠিয়ে হুমকি দেওয়ার অধিকার নেই কারও। আমি কেন এভাবে পীড়নের শিকার হব?' এইখানে রিয়া সাইবার ক্রাইম হেল্পলাইন ও সাইবার ক্রাইম ইন্ডিয়াকে ট্যাগ করেছেন।

শনিবার আগরতলায় রক্তদান শিবিরে বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী দাস। ছবি- নিজস্ব।

দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে রেঞ্জার বিপাকে, তাঁর সমর্থনে সরব অনেকেই

কলকাতা, ১৮ জুলাই (হি. স.) : বন দফতরের রেঞ্জার সঞ্জয় দত্তর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ায় প্রতিবাদের পরিসর ক্রমেই বাড়ছে। স্থানীয় জঙ্গল রক্ষা কমিটির দাবি, উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই তিনি সোনাজয়ী অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মনের বাড়িতে অভিযান চালান। তাছাড়া অবৈধভাবে কাঠ মজুত করলে, তা তো অন্যায়ই। স্বপ্না বর্মন সোনাজয়ী অ্যাথলিট বলে তো আইনের উর্ধে নন। তাই এই কারণে সঞ্জয়বাবুকে বদলির সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করছেন প্রতিবাদীরা। ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয় মহলে।

বাড়িতে প্রচুর কাঠ মজুত। অথচ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখাতে পারেননি স্বপ্না বর্মন। তাতে বনদফতরের আধিকারিক নোটিস ধরিয়েছিলেন তাঁকে। নির্দেশ দিয়েছিলেন, এক মাসের মধ্যে সমস্ত নথি দাখিল করতে বনদফতরে। এ কাজের শাস্তিস্বরূপ জলপাইগুড়ির বেলাকোবার রেঞ্জার তথা টাস্ক ফোর্সের প্রধান সঞ্জয় দত্তকে পাহাড়ে বদলি করে দেওয়া হয়েছে। তার এই শাস্তির প্রতিবাদে সরব হলেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এ ব্যাপারে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট সার্ভিস এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের চেয়ারম্যান অমল সিনহার বণমন্ত্রীকে একটি আবেদনে ঝড় উঠেছে ফেসবুকেও। অমলবাবু লিখেছেন, আপনাকে সংগঠনের পক্ষ থেকে অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে জানাই যে, মুখ্যমন্ত্রীর একটি সাংবাদিক সম্মেলনের ভিডিও আমাদের নজরে এসেছে। ভিডিওতে ক্রীড়াবিদ স্বপ্না বর্মনের বাড়িতে অবৈধ ভাবে মজুদ বেশ কিছু লগ সিজ করার ঘটনায় বেলাকোবার রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্তকে বদলীর নির্দেশ দিয়েছেন বলে প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। শ্রদ্ধেয় মহাশয়, আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, সঞ্জয় দত্ত সমগ্র বনকর্মচারীর কাছে একজন নির্ভীক আদর্শ ব্যক্তিত্ব। ইতিপূর্বে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে বহু অবৈধ পাচারিকৃত সামগ্রী উদ্ধার করেছে। জঙ্গল দস্যুদের কাছে সঞ্জয় একটা আতঙ্ক। আপনি অবগত আছেন যে বন আইন অনুযায়ী অবৈধভাবে কাঠ, ছেদন, পাচার এবং সংরক্ষণ বা কেনা সবটাই আইনযোগ্য অপরাধ। স্বপ্না বর্মন বা যে কোন ব্যক্তির বাড়ি থেকে মজুদ করা বেআইনি কাঠ উদ্ধার বন কর্মচারীদের দায়িত্বের মধ্যে পরে। এক্ষেত্রে সঞ্জয় নিষ্ঠার সঙ্গে সরকারি দায়িত্ব পালন করেছে মাত্র। এই কর্তব্য প্রতিপালন করতে গিয়ে সঞ্জয়কে যদি বদলি হতে হয় তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য জনক। এতে সামগ্রিক ভাবে কর্মচারীর মনোবল ভেঙে পরবে এবং প্রশাসনের প্রতি এক বিরূপ মনোভাব তৈরি হবে। বিগত দিনে সাহসিকতার কারণেই শ্রী দত্ত আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। কোভিড ও আমফন পরবর্তী পর্যায়ে শ্রী দত্তের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমরা দীর্ঘকাল ধরেই জানি, আপনি একজন নির্ভীক, নিরপেক্ষ, সৎ ও নিষ্ঠাবান মানুষ। বনমন্ত্রী হিসাবে আপনাকে পেয়ে আমরা গর্বিত। এই মুহূর্তে, আপনার সহযোগিতা ও হস্তক্ষেপ অত্যন্ত জরুরী। তাই আবেদন রাখছি সঞ্জয় দত্তের বদলীর বিষয়ে যদি কোন আদেশ হয় তা দয়া করে স্থগিত রেখে আপামর বনকর্মচারীর আবেগ ও নিষ্ঠাকে যথাযোগ্য সম্মান দানে বাধিত করবেন। সংগঠন কৃতজ্ঞ থাকবে।ফেসবুকে এই আবেদনকে অনেকে সমর্থন করে মন্তব্য করেছেন। আসলে স্বপ্না বর্মনের বাড়িতে বনদফতরের এই অভিযানের ঘটনায় পুরোপুরি রাজনীতির রং লেগেছে। প্রথমদিকে এই ঘটনার বিরোধিতা করেছিলেলন জেলা বিজেপি সভাপতি নিজে। পরে এই খবর মুখ্যমন্ত্রীর কানে পৌঁছনোর পর তিনি স্বপ্নাকে ফোন করে আশ্বস্ত করেন। নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "স্বপ্না ছোট মেয়ে, ভাল মেয়ে। বাংলার গর্ব। ওর বাড়িতে যে বনদপ্তরের অভিযান চলেছে, তা আমাদের না জানিয়ে হয়েছে। ওই অফিসারকে বদলি করে দেওয়া হবে।'' এতেই সবটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।তবে বেলাকোবার রেঞ্জার সঞ্জয় দত্তকে শেষ পর্যন্ত পাহাড়ে বদলির সিদ্ধান্ত মানতে পারছেন না অধিকাংশই। এমনকী তৃণমূল সমর্থিত কর্মী সংগঠনও রাজ্যের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে নারাজ। তাঁরা বদলির বিরোধিতা করে বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখেছেন। কোনওভাবে যদি বদলি আটকানো যায়, তার আবেদন জানানো হয়েছে চিঠিতে।স্থানীয় সূত্রে খবর, আসলে রেঞ্জার সঞ্জয় দত্ত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ওই এলাাকর বনাঞ্চলের দায়িত্ব পালন করেছেন। অবৈধভাবে কাঠ বিক্রি থেকে বন্যপ্রাণী হত্যা এবং পাচার রুখে দুষ্কৃতীদের কাছে রীতিমতো ত্রাস হয়ে উঠেছিলেন। জঙ্গল সংরক্ষণে উৎসাহী করে তুলেছিলেন স্থানীয়দের। এমন নানা কাজের জন্য জনপ্রিয়ও হয়ে উঠেছিলেন রেঞ্জার সঞ্জয় দত্ত।

করোনা বিধ্বস্ত বিহারে যাবে কেন্দ্রীয় দল

পাটনা, ১৮ জুলাই (হি. স.): বিহারে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের হার।রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়েও উঠছে বহু প্রশ্ন। এমন পরিস্থিতিতে জেডিইউ-বিজেপি শাসিত এই রাজ্যে বিশেষজ্ঞ দল পাঠানোর ঘোষণা করেছে কেন্দ্র।ইতিমধ্যেই বিহারের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছে এই দলটি কেন্দ্রের পাঠানো এই বিশেষজ্ঞ দলে রয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব লভ আগারওয়াল, এনসিডিসি অধিকর্তা ডা: এস কে সিং, এইমসের অধ্যাপক ডাঃ নীরজ নিশ্চল প্র মুখ। রবিবার বিহারে গিয়ে পৌঁছাবে দলটি। রাজ্যজুড়ে করোনা সংক্রমণ রোধ এই দলের মূল লক্ষ্য। বিহারে এখনও পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে ২৩৫৮৯। সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৮৭৬৭। সুস্থ হয়ে উঠেছে ১৪৬২১ নিহত ২০১। বর্তমানে বিহারে করোনা আক্রান্ত রোগীদের চিহ্নিতকরণের কাজ দ্রুততার সাথে করা হচ্ছে। বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পরীক্ষার সংখ্যাও। প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে স্ক্রিনিংয়ের কাজ চলছে।

দিল্লিতে একদিনে করোনা আক্রান্ত ১৪৭৫, নিহত ২৬

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই (হি. স.): রাজধানী দিল্লিতে করোনার মারণ দৌরাত্ম্য অব্যাহত।বিগত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন ১৪৭৫।নিহত ২৬।দিল্লিতে সবমিলিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫৯৭।দিল্লি প্রশাসনের তরফ থেকে জারি করা স্বাস্থ্য বুলেটিনে জানানো হয়েছে এখনো পর্যন্ত সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২১৫৮২।এর মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছে ১৪৭৫।নিহত ২৬।ওই সময়ের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছে ১৯৭৩ জন।সবমিলিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছে রাজ্যে ১০১২৭৪। বর্তমানে দিল্লিতে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ১৬৭১১।মোট কনটেইনমেন্ট জোনের সংখ্যা ৬৭৮।হোম আইসোলেশন রয়েছে ৯১৩৬ জন। রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৭৯৮৭৮৩।

স্বাস্থ্য পরিষেবায় মুখ্যমন্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্বের দাবি মানতে নারাজ চিকিৎসকদের একাংশ

কলকাতা, ১৮ জুলাই (হি. স.): গোটা পশ্চিমবঙ্গজুড়ে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে করোনার সংক্রমণ। সরকারি হাসপাতালে করোনা চিকিৎসার জন্য শয্যার অপ্রতুলতা প্রকাশ্যে চলে এসেছে। হাসপাতাল এবং বেসরকারি নার্সিংহোম করোনা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করতে চাইছে না। এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতাল ছোটাছুটি করতে করতে রোগীদের অবস্থা আশঙ্কাজনক পর্যায়ে চলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে।রাজ্যজুড়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮০১১।এমন আবহে সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিষেবা সেরা।কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করছেন রাজ্যের চিকিৎসকদের একাংশ।

শনিবার চিকিৎসক সংগঠন সার্ভিস অফ ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর এমন দাবির বাস্তবিক ভিত্তি নেই বলে আখ্যা দিয়ে জানিয়েছেন, রাজ্য ভিত্তিক পর্যালোচনা করলে করোনা পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ যে ভালো কাজ করেছে এমনটা বলা যাচ্ছে না। এই সংকটকালে স্বাস্থ্য পরিষেবায় কেরল, দিল্লি, তামিলনাড়ুর ধারে কাছে নেই পশ্চিমবঙ্গ। চিকিৎসা করতে গিয়ে চিকিৎসকদের পরিকাঠামোর অভাবের মুখোমুখি হতে হচ্ছে।গত একমাসে পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছয় থেকে সাত গুণ বেড়ে গিয়েছে। সাধারণ রোগীদের চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত শয্যাগুলোকে করোনা রোগীদের জন্য বরাদ্দ করা হচ্ছে।তার জেরে বিপর্যস্ত হচ্ছে সার্বিক চিকিৎসা পরিষেবা। করোনা মোকাবিলায় নতুন হাসপাতাল এবং পরিকল্পনা দেখা যাচ্ছে না।যা ঘোষণা করা হচ্ছে বাস্তবের সঙ্গে তার ফারাক রয়েছে। ওয়েবসাইটে যে পরিমাণ ফাঁকা শয্যার কথা বলা হচ্ছে তা আদতে হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই। অতএব ঘোষণার সারবত্তা পুরোটাই কাগজে-কলমে।

সম্প্রতি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল দাবি করেছিলেন যে পর্যাপ্ত অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা এবং হাসপাতালে প্রবেশ মাত্র চিকিৎসা করে দেখা গিয়েছে দৈনিক ৩৫ থেকে ৪০ জন রোগীর জীবনহানি রোধ করা গিয়েছে। সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সজল বাবু জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে এখনও হাসপাতালে নিয়ে গেলে আগে অফিশিয়াল ফরমালিটিজ করতে হচ্ছে।তার জেরে চিকিৎসা প্রক্রিয়া কিছুটা বিলম্বিত হচ্ছে।

অপর চিকিৎসক সংগঠন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বিজ্ঞান বেরা জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর এমন দাবির কোনও মানে নেই। একই পরিমাণ চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মী দিয়ে করোনার মতন মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই চলছে।ফলে মার খাচ্ছে সার্বিক স্বাস্থ্য পরিষেবা বলা এবং কার্যকারিতার মধ্যে ফারাক অনেক। এই দুয়ের মধ্যে সাযুজ্য বজায় রাখা প্রয়োজন।তা না হলে শুধুমাত্র এগিয়ে থাকার দাবি করে কোন লাভ হবে না।

উল্লেখ করা যেতে পারে বর্তমানে রাজ্যজুড়ে কনটেইনমেন্ট জোনগুলিতে লকডাউন চলছে। কিন্তু করোনার বাড়বাড়ন্ত কোনোভাবেই রোধ করা যাচ্ছে না।

.অসমে বন্যার্তদের তাৎক্ষণিক সাহায্যের আহ্বান ভারতের ফুটবল অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীর

গুয়াহাটি, ১৮ জুলাই (হি.স.) : একদিকে অতিমারি করোনা, অন্যদিকে প্রলয়ঙ্করী বন্যায় চরম দুর্ভোগে পোহাচ্ছেন অসমের বিভিন্ন জেলা তথা চর এলাকার লোকজন। বন্যা দুর্গতদের তাৎক্ষণিকভাবে গুরুত্ব দিয়ে সাহায্যের আহ্বান জানালেন ভারতের ফুটবল অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী।

নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে সুনীল লিখেছেন, বন্যার কবলে পড়ে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বহু লোক প্রাণ হারিয়েছেন। বহু লোকের ঘরবাড়ি নষ্ট হয়েছে, অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। তাই তাঁদের তাৎক্ষণিকভাবে গুরুত্ব সহকারে সাহায্য করা উচিত। বন্যায় যাতে আর প্রাণহানি না হয় তার জন্য প্রার্থনা করেছেন তিনি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের অগ্রণী ফুটবল ক্লাব আর্সেনাল এফসি অসমের বন্যা সমস্যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বন্যা দুর্গতদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছে। জনপ্রিয় এই ফুটবল ক্লাবটি সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও শেয়ার করেছে। ৫ সেকেন্ডের ওই ভিডিওটিতে ইংরেজিতে 'উই আর উইথ ইউ', তার পরই অসমিয়া ভাষায় 'আমি আছো আপোনালোকর লগত' বার্তা দেওয়া হয়েছে।

আরও আট এলাকা যুক্ত হল কলকাতার কনটেইনমেন্ট তালিকায়

কলকাতা, ১৮জুলাই (হি. স): নতুন করে আটটি এলাকা যুক্ত হল কলকাতার কনটেইনমেন্ট তালিকায়। বর্তমানে কলকাতায় কনটেইনমেন্ট জোনের সংখ্যা ২৪ থেকে বেড়ে দাঁড়াল ৩২- এ। নতুন সংযোজিত তালিকাতেও বেশির ভাগ নাম আবাসনের। এছাড়াও রয়েছে একটি বস্তি এলাকা ও কিছু মিশ্র এলাকা।

কলকাতা পুরসভা প্রতিদিন অন্তর কনটেইনমেন্ট জনের তালিকা প্রকাশ করে। শনিবার কলকাতা পুরসভার তরফের জারি করার নতুন কনটেইনমেন্ট জোনের তালিকায় যোগ হয়েছেআলিপুরের ৫ বি জাজেস কোর্ট, অন্যটি চেতলার ১৫ সি চেতলা রোডের দুটি আবাসন, এছাড়া রয়েছে সন্তোষপুরের রাজপুর ডি ব্লকের একটি বস্তি। বাকি এলাকাগুলি মিশ্র এলাকা। এই প্রত্যেকটি এলাকায় নতুন করে সংক্রমনের খোঁজ মিলেছে। এরপরেই নতুন এই আটটি এলাকাকে এদিন এগিয়ে বাংলা ওয়েবসাইটে কনটেইনমেন্ট জোনের তালিকায় যুক্ত হয়েছে। এই রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরেই তৎপর হয় কলকাতা পুরসভা। গার্ড রেল দিয়ে সম্পূর্ণ ঘিরে দেওয়া হয় সংক্রমিত বাড়ি গুলিকে। দিনভর মাইকিংয়ে প্রচার চালায় পুলিশ। ওই বাড়ি তথা এলাকাগুলি থেকে যাতে কেউ বেরতে না পারে, এবং বাইরে থেকে যাতে কেউ প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে ইতিমধ্যেই নিশ্চিত করা হয়েছে স্থানীয় প্রশাসনের তরফে। রাজ্যজুড়ে কনটেইনমেন্ট জোন গুলিতে সম্পূর্ণ লকডাউন শুরু হয়েছে গত সপ্তাহতেই। এই পর্যায়ে লকডাউন শুরুর সময়ে কলকাতায় কনটেইনমেন্ট জোনের সংখ্যা ছিল ২৮। এরপর টানা সাতদিন এই ২৮ টি এলাকার মধ্যে ১১টি এলাকা থেকে কোন সংক্রমনের খবর পাওয়া যায়নি। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, সাতদিন দেখে নিয়ে পরিস্থিতি বুঝে কনটেইনমেন্ট জোন নিয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কোনও এলাকা থেকে সংক্রমনের খবর না এলে সেই এলাকাকে সংক্রমিত তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে। এই ঘোষণা অনুযায়ী ওই ১১ টি এলাকাকে কনটেইনমেন্ট জোনের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পুনরায় নতুন করে শুক্রবার ও শনিবার যথাক্রমে নতুন করে সংক্রমনের খোঁজ মেলে। এরপরেই সংক্রমিত এলাকাকে পুনরায় যুক্ত করা হয় কনটেইনমেন্ট জোনের তালিকায়। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ঘোষণা অনুযায়ী, কনটেইনমেন্ট এলাকায় লকডাউন চলবে ১৯ জুলাই পর্যন্ত।

আর ডব্লিউ এ- র উদ্দেশ্যে পরামর্শ জারি করল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই (হি. স.): ক্রমাগত বেড়ে চলা করোনা সংক্রামণের জেরে রেজিস্টার্ড ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের (আর ডব্লিউ এ) জন্য পরামর্শ জারি করল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক।

এই পরামর্শ বলা হয়েছে নিজের সোসাইটিতে কেউ করোনা আক্রান্ত হলে তার খোঁজ রাখতে হবে এবং এই মহামারী রোধে জনসচেতনতা বাড়াতে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে হবে। করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা রোগীদের সঙ্গে কোন রকমের ভেদাভেদ করা যাবে না।করোনা ওয়ারিয়র বিশেষ করে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, নার্স, সাফাই কর্মীদের কলঙ্ক হিসেবে দেখাটা বন্ধ করতে হবে।করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তি ও তার পরিবারকে কাউন্সিলিং করাতে হবে এবং সন্দেহভাজনদের পরীক্ষার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রকের তরফ থেকে আরও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে সামাজিক সহযোগিতা থাকলে করোনাকে জয় করা যাবে।এই পরামর্শ এছাড়াও বলা হয়েছে হাত ঘনঘন ধুতে হবে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বাইরে বেরোতে হবে, মাস্ক পরতে হবে, স্যানিটাইজারের ব্যবহার বাড়াতে হবে।কনটেইনমেন্টগুলোতে বয়স্ক এবং শিশুদের বাড়ি ছেড়ে না বেরোনোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

পাকিস্তানে মৃত্যু বেড়ে ৫,৫২২, নতুন করে করোনা-আক্রান্ত ১,৯১৮ জন

ইসলামাবাদ, ১৮ জুলাই (হি.স.): পাকিস্তানে ফের বাড়ল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা, এছাড়াও এক ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে ৪৭ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৯১৮ জন, ফলে পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২ লক্ষ ৬১ হাজার ৯১৭-তে পৌঁছেছে। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে এখনও পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছেন ৮৯,৪৬৫ জন, সিন্ধু প্রদেশে ১,১১,২৩৮ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৩১,৬৬৯, ইসলামাবাদে আক্রান্তের সংখ্যা ১৪,৫০৪, বালোচিস্তানে ১১,৪০৫, গিলগিট-বালতিস্তানে ১,৭৯৬, আজাদ কাশ্মীরে ১,৮৪০।

পাকিস্তানের ন্যাশনাল কমান্ড এন্ড কন্টোল সেন্টারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ১,৯১৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৪৭ জনের। পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৫,৫২২ জনের এবং সুস্থ হয়েছেন ১,৯৮,৫০৯ জন।

কাছাড়ে করোনায় আরও একজনের মৃত্যু, জেলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে তিন

শিলচর (অসম), ১৮ জুলাই (হি.স.) : কাছাড় জেলায় আরও এক করোনা ভাইরাসে আক্রান্তে মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিনে। তৃতীয় নিহতকে স্থানীয় মেহেরপুরের শিবালিক পার্ক (ইটভাটা গলি)-এর বাসিন্দা বছর ৪৭-এর জনৈক মালা দত্তমজুমদার বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। মৃতা মালাদেবীর কোভিড টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ আসলেও করোনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে এখনও সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়নি। রাজ্য স্তরীয় স্টেট ডেথ অডিট বোর্ডের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে তাঁকে করোনায় মৃত বলে ধরা হবে কি না।

প্রয়াত মালা দত্তমজুমদারকে অ্যান্টিজেন রেপিড টেস্ট করানো হয়েছিল। টেস্টের রেজাল্ট জানার পর তাঁর চিকিৎসা করার সুযোগ পাননি ডাক্তারা। চিকিৎসা শুরুর আগেই তিনি মারা যান। কোভিড টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ আসার পর-পরই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি।

এদিকে ডিস্ট্রিক্ট মিডিয়া এক্সপার্ট সুমন চৌধুরী জানান, প্রয়াত মালা দত্তমজুমদারের কোভিড টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ হলেও শ্বাসজনিত নানা সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। তাই নিয়ম মেনে যাবতীয় তথ্য স্টেট ডেথ অডিট বোর্ডে পাঠানো হয়েছে। বোর্ডই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। বোর্ডের কাছ থেকে তথ্য আসার পর সরকারিভাবে ঘোষণা করা হবে কী কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এর আগে আরও দুই জনের মৃত্যুর পর করোনা ধরা পড়েছিল। এঁরা হলেন নরসিংপুরের বাসিন্দা শান্তি নাথ এবং শিলচর শহরে অবস্থিতি জানিগঞ্জের নারায়ণ মিত্র। যেহেতু তাঁদের মৃত্যুর পর রিপোর্ট পজিটিভ এসেছিল, তাই তাঁদের করোনায় মৃত বলে বিবেচনা করা হয়নি। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট, যেহেতু মালা দত্তমজুমদারের করোনা ধরা পড়েছে তাই কোভিড নিয়ম অনুসারেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে।

চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগে চাঞ্চল্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে

দুর্গাপুর, ১৮ জুলাই (হি. স.) : চিকিৎসায় গাফলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ। হাসপাতালের নার্স ও চিকিৎসককে মারধরের অভিযোগ রোগীর পরিবারের বিরুদ্ধে। শনিবার ঘটনাকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

ঘটনায় জানা গেছে, শুক্রবার রাতে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়ে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় দুর্গাপুর সগরভাঙার প্রবীর পাল নামে এক রোগী। শনিবার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতের আত্মীয় ও পরিবারের লোকজনের অভিযোগ, শুক্রবার রাত থেকেই চিকিৎসায় গাফিলতি শুরু হয় চিকিৎসকদের। শনিবার ভোরে একটি ইঞ্জেকশন দেওয়া মাত্রই মৃত্যু হয় রোগীর। ঘটনার পরই ক্ষোভে ফেটে পড়ে রোগীর পরিবারের লোকজন। মেল ওয়ার্ডের কর্তব্যরত এক নার্স, ইমার্জেন্সি বিভাগের এক চিকিৎসককে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। হাসপাতালের বেশ কয়েকজন অস্থায়ী কর্মীকেও মারধরের অভিযোগ ওঠে রুগীর আত্মীয়দের বিরুদ্ধে। রোগীর পরিবারের এহেন আচরনে ক্ষোভে ফেটে পড়েন নার্চ, চিকিৎসকরা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে হাসপাতাল জুড়ে। আতঙ্কে বেশ কিছুক্ষন কর্মবিরতি রাখে। পরে হাসপাতাল সুপারের কাছে অভিযোগ জানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দুর্গাপুর নিউটাউনশিপ থানার পুলিশ। ঘটনায় হাসপাতালের সুপার দেবব্রত দাস চিকিৎসায় গাফিলাতির অভিযোগ অস্বীকার করে জানান,' রোগীর যথাযথ চিকিৎসা চলছিল। মারা যাওয়ার পর রোগীর পরিবারে হাসপাতালের এক নার্স চিকিৎসক ও কর্মীদের মারধর করে। রোগীর পরিবারের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।'

নেলসন ম্যান্ডেলার স্মরণে অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই (হি. স.): জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সামাজিক ন্যায়, স্বাধীনতা এবং সাম্যের স্বপক্ষে লড়াই করে গিয়েছেন নেলসন ম্যান্ডেলা।তার জীবন সংগ্রাম, মূল্যবোধ এবং শান্তির বার্তা বিশ্বজোড়া সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। নেলসন ম্যান্ডেলা আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে এই ভাষাতেই প্রবাদপ্রতিম এই ব্যক্তিত্বকে কুর্নিশ জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ১৮ জুলাইকে রাষ্ট্রসংঘ নেলসন ম্যান্ডেলা আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে পালন করে চলেছে। গণতন্ত্র এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রবাদপ্রতিম এই ব্যক্তিত্বের অবদানকে স্মরণ করা হয় এই দিনে।২০০৯ সাল থেকে এই দিনটি পালিত করে আসছে রাষ্ট্রসংঘ।১৯৯৩ সালে শান্তিতে নোবেল পান নেলসন ম্যান্ডেলা।ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করা হয় তার জীবন সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর বিশেষ অবদান রয়েছে বলে জানা যায়।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়াতে যুব যোদ্ধাদের আহ্বান অভিষেকের

কলকাতা, ১৮জুলাই (হি. স): বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে জনসংযোগে জোর দিচ্ছে রাজনৈতিক দল গুলি। ইতিমধ্যেই রাজ্যের শাসক দল " বাংলার যুব শক্তি " নামে একটি উদ্যোগ নিয়েছে। সেখানে প্রথমেই এক লাখ যুবক যোগ দিয়েছিল পরে সেখানে সদস্য সংখ্যা বেড়ে পাঁচ লাখ হয়েছে বলে শনিবার ফেসবুক লাইভে জানিয়েছেন তৃণমূল যুব সভাপতি তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই যুবশক্তির সদস্যরা প্রত্যেক মাথাপিছু দশটি করে পরিবারের কাছে পৌঁছে গিয়ে খোঁজ রাখবেন তাদের সুবিধা-অসুবিধার। এমনকি যদি এলাকার কারোর করোনা হয় বা নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্যের দরকার হয় সে ক্ষেত্রে সমস্ত রকমভাবে সাহায্যের হাত বাড়াবে এই যুবরা।

এদিন ফেসবুক লাইফ থেকে অভিষেক জানান, '১১ জুন, ২০২০তে আমরা "বাংলার যুব শক্তি" উদ্যোগটির সূচনা করেছিলাম যাতে পশ্চিমবঙ্গের ১ লক্ষ যুব যোদ্ধাদের সাথে হাত মিলিয়ে আমরা মানুষের সাহায্য করতে পারি।আজ ৫ লক্ষেরও বেশি রেজিস্ট্রেশনের সাথে আমরা এই উদ্যোগের দ্বিতীয় পর্বে পা রাখছি। আগামী ১০০ দিনের পথ চলার পরিকল্পনায় তাঁদের দায়িত্ব সম্মন্ধে অবগত করছি।'

এরপর তিনি আরও বলেন, ' পাড়া, গ্রাম বা ব্লকের ১০টি করে পরিবার চিহ্নিত করবেন যুব যোদ্ধারা। তাদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করবেন। তাদের কী প্রয়োজন জেনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। তাদের ওযুধ লাগতে পারে, বাজার করে দিতে হতে পারে। নিজের সর্বশক্তি দিয়ে তাদের সাহায্য করুন।'

পাশাপাশি এই সংক্রান্ত তথ্য আদান প্রদানের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করবেন বাংলার যুবশক্তির সদস্যরা। সবাই সেই গ্রুপে তাদের অসুবিধের কথা জানাবে। এরপর পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে।নিজে ব্যবস্থা না করতে পারলে ফিল্ড ইউনিটকে জানাবেন। এদিকে একটি পোর্টাল খোলা হচ্ছে এই বিষয়ে। সেখানে যুব যোদ্ধারা সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্যা লিখলে সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একইসঙ্গে যাঁরা যোগ্য হবেন তাঁদের উপযুক্ত সম্মান জানানো হবে।

পাশাপাশি এদিন আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় উল্লেখ করেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। জানান, ' যে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত থাকুন না কেন তা বিবেচ্য নয়। যাঁরা যুবযোদ্ধা হবেন তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ কোনও বাধা হবে না।এখন প্রধান কাজ বাংলাকে বাঁচানো। তাই কে বিজেপি, কে কংগ্রেস, কে সিপিএম তা দেখা হবে না। মানুষের জন্য কাজ

ছয়ের পাতায়

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১,১৬৩ জনের, ব্রাজিলে করোনায় মৃত বেড়ে ৭৬,৬৮৮

ব্রাসিলিয়া, ১৮ জুলাই (হি.স.): ব্রাজিলের করোনাভাইরাস পরিস্থিতি উদ্বেগ ক্রমশই বাড়াচ্ছে। বাড়তে বাড়তে শনিবার ল্যাটিন আমেরিকার দেশ, ব্রাজিলে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা ৭৭ হাজারের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। ব্রাজিলে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২, ০৪৬,৩২৮ জন।

ব্রাজিল সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সারাদিনে) ব্রাজিলে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১,১৬৩ জনের। ফলে ব্রাজিলে মৃত্যু হয়েছে ৭৬,৬৮৮ জনের। এই সময়ে নতুন

ছয়ের পাতায়

বিহারে গাড়িতে ধাক্কা জনশতাব্দী স্পেশাল ট্রেনের, শিশু-সহ মৃত্যু ৩ জনের

পাটনা, ১৮ জুলাই (হি.স.): রেললাইন পেরোনোর সময় মারাত্মক দুর্ঘটনা ! বিহারে রেললাইন পেরোনোর সময় গাড়িতে ধাক্কা মারল পাটনা-রাঁচি জনশতাব্দী স্পেশাল ট্রেন। ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে ওই গাড়িতে থাকা ৪ বছর বয়সী একটি শিশু-সহ ৩ জন যাত্রীর। শনিবার সকাল ৬.৩৫ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পাটনা-গয়া সেকশনে।

ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকালে পাটনা-গয়া সেকশনে পোতাচি-নাদওয়ান স্টেশনের মাঝে রেললাইন পারাপার করছিল একটি গাড়ি। সেই সময় দ্রুত গতিতে ছুটে আসে জনশতাব্দী স্পেশাল ট্রেন। গাড়িটি ট্রেনের ইঞ্জিনের নীচে ঢুকে যায়। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ওই গাড়িতে থাকা ৩ জন যাত্রীর। পরে রেল পুলিশ এসে ওই গাড়িটি দুর্ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। রেল সূত্রের খবর, এই দুর্ঘটনায় রেল পরিষেবা বিঘ্নিত হয়নি।

পূর্ব-মধ্য রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক রাজেশ কুমার জানিয়েছেন, গয়া অভিমুখে যাচ্ছিল পাটনা-রাঁচি জনশতাব্দী স্পেশাল ট্রেন। সেই সময় রেললাইন পারাপার করছিল গাড়িটি। পুনপুন থানার স্টেশন হাউস অফিসার কুন্দন কুমার সিং জানিয়েছেন, মৃতদের নাম সুজিত (৩২), তাঁর স্ত্রী নীলিমা (২৬) এবং ৪ বছরের সন্তান। মৃতদের বাড়ি পাটনা শহরের আনন্দপুরী এলাকায়।

বেহাল রাস্তা, রাজবাঁধে ধানের চারা পুঁতে প্রতিবাদ বিজেপির

দুর্গাপুর, ১৮ জুলাই (হি. স.) : বেহাল রাস্তা। উঠে গেছে পিচের স্তর। খানাখন্দে ভর্তি। আবার কোথাও জল জমে জলাশয়ের আকার নিয়েছে রাস্তায়। আর ওই বেহাল রাস্তার প্রতিবাদে সরব হল বিজেপি। কাঁকসার রাজবাঁধ-আমলাজোড়া রাস্তায় ধানের চারা পুঁতে অভিনব প্রতিবাদ জানাল স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। জানা গেছে, রাজবাঁধ-আমলাজোড়া রাস্তার ওপর স্টেশন ছাড়াও ১০ টিরও বেশী গ্রাম নির্ভরশীল। সম্প্রতি বর্ষায় যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। খানাখন্দে পড়ে প্রায় দুর্ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ। শনিবার বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলা সভাপতি লক্ষন ঘোড়ুইয়ের নেতৃত্বে প্রতিবাদে সামিল হয় হয়

ছয়ের পাতায়

সিইএসসির বিল ২০ হাজারের অভিনেতা কৌশিক গাঙ্গুলির বাড়িতে

কলকাতা, ১৮ জুলাই (হি. স.) : এবার টলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে এসে পৌঁছাল সিইএসসি-র লম্বা চওড়া বিল।
গত মাসে তাঁর বাড়িতে এসেছিল ১৬ হাজার টাকার ইলেকট্রিক বিল। দেখা যাচ্ছে তাঁকে এই মাসে ২০ হাজার টাকা বিল ধরিয়েছে সিইএসসি। তবে এটা তাঁর ক্ষেত্রে প্রথম নয়। গতমাসেও অত্যাধিক বিল অ্যামাউন্ট এসেছিল তাঁর বাড়িতে। তাই শনিবার বিলের একটি ছবি পরিচালক টুইট করে জানিয়েছে, "আমরা তিনজন। অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন আমাদের। বিশেষ করে এরম অনিশ্চিত সময়ে আরও খরচ সামলে চলেছি সবাই। খুব গরমে দুপুরে একটি ও রাতে শোবার সময় দুটি এসি চলে। কোনওদিন একসঙ্গে তিনটি এসি চলে না আমাদের বাড়িতে। সবই এলইডি আলো! তাও বারবার এরকম বিল! বিকল্প নেই! অসহায়! আগের বিল ছিল ১৬ হাজার"।
পরিচালকের এই টুইট পেয়ে তড়িঘড়ি তার জবাব দের সিইএসসি। জানানো হয়, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবে কর্তৃপক্ষ। যদি কোনও সমস্যা থাকে তাহলে সেটাও মেটানো হবে। তবে এই অবস্থা শুধুমাত্র কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘটেছে তা কিন্তু নয়, ক্রিকেট বিশ্লেষক বরিয়া মজুমদার, অভিনেতা অঙ্কুশ, যশ দাশগুপ্ত সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের বাড়িতেই এই ধরণের বিল এসেছে। এমনকি খোদ বিদ্যুতমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতেও এমন অস্বাভাবিক বিল এসেছে।

সংক্রমণ রুখতে বাইরে থেকে আসা গাড়ি স্যানিটাইজ করল কালিয়াগঞ্জ পুরসভা

রায়গঞ্জ, ১৮ জুলাই (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের করোনা সংক্রমণ রুখতে ও কালিয়াগঞ্জ পুর এলাকাকে সুরক্ষিত রাখতে শহরের উপর দিয়ে যাওয়া সমস্ত টোটোগাড়ি বা ই-রিকশাগুলিকে স্যানিটাইজ করার কাজ শুরু করল সংশ্লিষ্ট পুরসভা। বাইরে থেকে আসা যে সব গাড়ি শহরে ঢুকছে সেগুলিও স্যানিটাইজ করা শুরু হয়েছে।
কালিয়াগঞ্জ পুরসভার প্রশাসক কার্তিকচন্দ্র পাল শনিবার নিজে এই কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতে প্রথম দিনের কর্মসূচি পালন করা হয়। টানা সাত দিন ধরে চলবে এই কর্মসূচি। করোনা দূর করতে প্রশাসনের এই পদক্ষেপে খুশি সাধারণ মানুষ। খুশি হয়েছেন শহরের টোটো গাড়ির চালক ও রিকশাওয়ালারা। কার্তিকচন্দ্র পাল এদিন বলেন, "করোনার হাত থেকে কালিয়াগঞ্জ শহরকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সাত দিন ব্যাপী শহরের সমস্ত টোটো, রিকশা এবং বাইরে থাকে আসা সমস্ত ছোট ও বড় গাড়ি স্যানিটাইজ করা হচ্ছে। সকাল আটটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত এই অভিযান চলবে। কালিয়াগঞ্জ এখনও পর্যন্ত করোনা থেকে সুরক্ষিত আছে। যাতে আগামী দিনেও সুরক্ষিত থাকে তাই এই উদ্যোগ। এদিন অবশ্য করোনা নিয়ে কোনও রকম ভাবে উদ্বিগ্ন না হতে পরামর্শ দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব রাজীব সিনহা। আমাদের রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যুর হার ২.৫৩ শতাংশ যা জাতীয় গড়ের চেয়ে সামান্য বেশি বলে তিনি জানিয়েছেন। তা ছাড়া রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে এখনও শয্যারও অভাব হয়নি বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন।

মৃত বেড়ে ৭৬,৬৮৮

পাচের পাতার পর
করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৪,১৭৭ জন, সবমিলিয়ে ব্রাজিলে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২,০৪৬,৩২৮।

প্রতিবাদ বিজেপির

পাচের পাতার পর
স্থানীয় বিজেপিকর্মীরা। ধানের চারা পুঁতে দেয় বেহাল রাস্তায়। বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলা সভাপতি লক্ষন ঘোড়ুইয় জানান,' ভোট লুট করে, রিগিং করে তৃণমূল ক্ষমতায় এসেছিল পঞ্চায়েতে। তার পরিনাম বেহাল রাস্তা সংস্কারের কোন উদ্যোগ নেয়। এসবের পরও তারা বাংলার গর্ব বলে বড়াই করে। ধিক্কার জানাই। তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' যদিও পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি সমীর বিশ্বাস জানান,' বর্ষায় রাস্তাঘাট একটু খারাপ হয়। খুব শীঘ্রই রাস্তাটি সংস্কার হবে।

জরুরী পরিষেবা

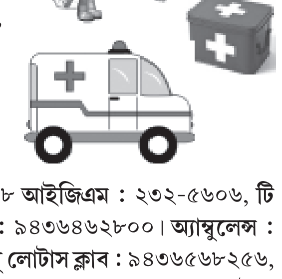

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

এক সপ্তাহের জন্য লকডাউন জারি হচ্ছে চালসায়

চালসা, ১৮ জুলাই (হি. স.) : ব্লক অফিসে করোনা সংক্রমণ মেলায় এবার এক সপ্তাহের জন্য লকডাউন জারি করা হচ্ছে জলপাইগুড়ির চালসায়। রবিবার থেকে কার্যকর হচ্ছে। শনিবার চালসা কালিবাড়িতে ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। চালসা, মঙ্গলবাড়ি সহ সমগ্র মাটিয়ালি বাতাবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। ওষুধ, গ্যাস, র্যাশন, দুধ ইত্যাদি দোকান খোলা থাকবে বাকি সব দোকানপাট বন্ধ থাকবে। বন্ধ থাকবে বাজারঘাটও।
সম্প্রতি বিডিও অফিসের এক কর্মীর শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ে। শুক্রবারও মেটেলির বিডিও এবং এক কর্মীর শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়ে। তারপর থেকেই আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে চালসায়। কারণ বিডিও অফিস ও সংলগ্ন গ্রাম পঞ্চায়েত সহ অন্যান্য ব্লক অফিসে প্রতিদিনই ব্লকের বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন আসেন নানান কাজে। এদিকে, চালসার অনেকেরই শরীরে উপসর্গ দেখা দিয়েছে। যেহেতু বিডিও অফিস চালসায় রয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই সেখানে চালসা, মঙ্গলবাড়ি এলাকার লোকজন বেশি যাতায়াত করেন। পাশাপাশি দোকানপাট খোলা থাকলে মানুষের যাতায়াত এমনিও বাড়তে থাকবে। তাই করোনা ঠেকাতে চালসাজুড়ে লকডাউনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বি ডি আর রেল পথে বৈদ্যুতিকরণের কাজ পরিদর্শনে রেলের আধিকারিকরা

বাঁকুড়া, ১৮ জুলাই (হি. স.) : বাঁকুড়া মশাগ্রাম বি,ডি ,আৰ রেলপথে বাঁকুড়া থেকে সোনামুখী পর্যন্ত বৈদ্যুতিকরণের কাজ পরিদর্শনে এলেন দক্ষিণ-পূর্ব রেলের রেলওয়ে সেফটি আধিকারিক অভয় কুমার রায়।
দামোদর রিভার রেলওয়ে সংক্ষেপে বি, ডি,আর রেলপথে দীর্ঘদিন ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকার পর বাঁকুড়া বাসীর আন্দোলনের জেরে ট্রেন চলাচল শুরু হয়। বাঁকুড়া বাসীৰ দাবি ছিল মশাগ্রাম পর্যন্ত রেলপথ সরাসরি হাওড়াৰ সাথে যুক্ত করার, জমি জটে সেই কাজ বন্ধ থাকলেও বাঁকুড়াতে বৈদ্যুতিকরণের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ।
প্রথম পর্যায়ে বাঁকুড়া থেকে সোনামুখী পর্যন্ত ৪০ কিলোমিটার রাস্তার বৈদ্যুতিকরণ এর কাজ প্রায় সম্পূর্ণ।বৈদ্যুতিকরণ এর কাজ পরিদর্শনে এসে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের রেলওয়ে সেফটি আধিকারিক অভয় কুমার রায় বলেন সমস্ত কাজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে তারপর পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দেওয়া হবে।
দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আদ্রা ডিভিশন এর ডিআরএম নবীনকুমার বলেন বৈদ্যুতিকরণ এর কাজ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ট্রেন চলাচলের অনুমতি দেওয়া হবে। প্রথম পর্যায়ে ৪০ কিলোমিটার রেলপথ বৈদ্যুতিকরণের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর আশা করা যায় আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই মশাগ্রাম পর্যন্ত বাকি কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। উল্লেখ্য করোনা মহামারীর কারণে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকলেও পণ্যবাহী মালগাড়ি পরিবহনের মাধ্যমে রেলপথের মেনটেনেন্স এর কাজ চালু রয়েছে । বাঁকুড়া স্টেশনে রেম্প এবং লিফটের জন্য বাঁকুড়া বাসীর দাবির প্রসঙ্গে তিনি বলেন রেলের সংশ্লিষ্ট বিভাগ বিভাগ এই কাজটি দেখাশোনা করছে।

হিন্দু যুবতী

আটের পাতার পর
বাবা প্রদীপ দেবনাথ দিনমজুরের কাজ করেন। মা গীতা বাড়িতেই সেলাই করে ফেরি করেন সস্তার জামাকাপড়। দিন আনা দিন খাওয়া অবস্থা। তার মধ্যেই ছেলে এবং মেয়ের পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন প্রদীপ-গীতা।
বাংলাদেশ পুলিশ দাবি করেছে, প্রজ্ঞা নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় ২০০৯ সালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। অনলাইনে জিহাদিরা প্রজ্ঞাকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে বলে দাবি করেছেন গোয়েন্দারা। তবে তার বাবা-মা সে কথা মানতে নারাজ।
তাঁদের দাবি, সে সময়ে মেয়ের কোনও পরিবর্তন তাঁদের চোখে পড়েনি। তবে কলেজ যাওয়ার পর থেকে যে বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে মেয়ে জড়িয়ে পড়েছিল তা তাঁরা স্বীকার করেন। এলাকার বাসিন্দারাও বলেন, "প্রজ্ঞা কলেজে পড়ার সময় থেকেই বাইরের লোকজন আসা যাওয়া শুরু করে ওদের বাড়িতে। তার পর আমরা প্রতিবাদ করলে বাইরের লোকের আসা যাওয়া বন্ধ হয়।"
উল্লেখ্য, বর্ধমানের খাগড়াগড়ে বিস্ফোরণের ঘটনার পর এই জঙ্গিরা ভারতে যথেষ্ট সক্রিয়, তা জানতে পেরেছেন ভারত ও বাংলাদেশের গোয়েন্দারা। দু'দেশেই জঙ্গিদের মাথারা ধরা পড়েছে। কিন্তু জেএমবি ও নব্য জেএমবি, বাংলাদেশের আল কায়দার জঙ্গিরা যে ফের ঘাঁটি তৈরি করে নাশকতা চালাবে না, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। আয়েশার গ্রেফতারিতে পশ্চিমবঙ্গ জেএমবির শিকড় কত গভীরে প্রবেশ করেছে তা দেখিয়ে দিল। এই ঘটনা প্রমাণ করছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তেই জমি তৈরি করছে এই ধরনের সংগঠন।

আহ্বান অভিষেকের

পাচের পাতার পর
করুন। আপনি যে দলেরই সমর্থক হন না কেন, যুবযোদ্ধারা আপানাদের সম্পূর্ণ সাহায্য করবে। বাংলাকে করোনা মুক্ত করতে হবে। এখানে রাজনৈতিক মতাদর্শ কোনও বাধা নয়।'

বার্তা অশোক গেহলটের

তিনের পাতার পর
চলছে সেগুলোকে দুর্ভাগ্যজনক হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।
নিজের টুইট বার্তায় অশোক গেহলট আরও লিখেছেন যে বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের আত্মচেতনা একান্ত বাঞ্ছনীয়।দেশকে বাঁচানোর জন্য সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি।

চম্পত রাই

তিনের পাতার পর
ভারতের চার লক্ষ জায়গা থেকে ১০ কোটি পরিবার মন্দির নির্মাণের জন্য অর্থ দান করেছে। বর্ষার পরে এবং এই করোনা কাল কেটে গেলে মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হবে।
উল্লেখ করা যেতে পারে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ও কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব অবনীশ অবস্থি এ দিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

ফরেনসিক ল্যাবে

তিনের পাতার পর
দুর্নীতি দমন ব্যুরো মহানির্দেশক অলক ত্রিপাঠী শনিবার জানিয়েছেন, রাজস্থানে বর্তমান সরকারকে ফেলে দেওয়ার চক্রান্তের যে অডিও টেপ সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে এবং যেখানে বিধায়ক কেনাবেচা অভিযোগ উঠেছে। তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন মহেশ যোশী। তদন্ত প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।অডিও টেপটি সত্যতাসত্যের জন্য অনুসন্ধান চলছে। ইতিমধ্যেই ওই অডিও টেপটিকে ফরেনসিক ল্যাবে পাঠানো হয়েছে।এই অডিও টেপে কোন যান্ত্রিক কারসাজি করা হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজস্থানে ক্ষমতাসীন অশোক গেহলট সরকারকে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে।

করোনার আবহে এবার পুজোর অনুষ্ঠান বাতিলের আবেদন শুরু

কলকাতা, ১৮ জুলাই (হি. স.) : করোনার আবহে এবার দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠান বাতিলের আবেদন করতে শুরু করেছেন বিভিন্ন জন।
একটি বহুল প্রচারিত দৈনিকে শনিবারের প্রথম চিঠির বিষয় এটিই। তাতে ধ্রুবজ্যোতি বাগচী (কলকাতা-১২৫) লিখেছেন, "বাজেট পুজোর উদ্যোক্তারা সংশয়ে পড়েছেন। কেউ বাজেট কমানোর কথা ভাবছেন, কেউ স্পনসর পাওয়া নিয়ে চিন্তিত। অনেকে এ বার থিম বিসর্জন দিয়ে সাবেক পুজোর পক্ষে। পুজো এক বার না করলে ক্ষতি কী! করোনার জেরে দুনিয়াজুড়ে আতঙ্ক, মৃত্যুমিছিল। এখন দুর্গাপুজোর কথা মাথায় আসছেও না। একটাই আকুতি, কবে পার হব এই আঁধার-পারাবার। এ বছরের মতো বন্ধ হোক মা দুর্গার আবাহন। ক্লাব-সঙ্ঘগুলো তাদের সঞ্চিত বা পুজোর জন্য সংগৃহীত অর্থ ব্যয় করুক মৃৎশিল্পী, প্যান্ডেল কারিগর, আলোকশিল্পী, এবং আরও অগুনতি কর্মীদের জন্য, যাঁরা না থাকলে পুজো অসম্পূর্ণ থাকে। আবাসনগুলোতে চার দিনের কব্জি ডুবিয়ে খাওয়াটা নাহয় এ বার বাদই রইল। পুজো হোক না ঘটে-পটে! এর মধ্যেই যাঁরা পুজোর 'জৌলুস' নিয়ে ভাবিত, অবাক হতে হয় তাঁদের দেখে। কেউ তো জানি না, আরও কত ভয়ানক দিন সামনে আসছে! কর্মহীনতার যে খাদে আমরা ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছি, তার হাত থেকে কবে পরিত্রাণ মিলবে, কেউ জানে না। এই অবস্থায় পুজোর চিন্তা বাতুলতা। বরং নমো-নমো করে পুজো সেরে আমফানন বা করোনায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় অঙ্গীকারবদ্ধ হোক সবাই। পুজো না-হওয়ার মন খারাপ মিটিয়ে দেবে আগামী বছর ঢাকের বাদ্যি।"
ফেসবুকেও শুরু হয়েছে এ নিয়ে বিতর্ক। শমিবার সমরেশ বিশ্বাস লিখেছেন, "একবছর সর্বজনীন পুজো বন্ধ রাখলে ধ্বংস হবে না হিন্দুত্ব। বরং পুজোয় মাতলে মরবে হিন্দুরাই। গখামখেয়ালি নির্দেশ নয়।" প্রতিক্রিয়া হিসাবে সাধন বণিক লিখেছেন, "একদম ঠিক কথা বলেছেন দাদা। আমি আপনার সঙ্গে পুরোপুরি একমত। "
এর আগে সমরেশবাবু বড় হরফে ফেসবুকে লিখেছেন, "করোনার কারণে ঈদ উৎসব পালন করেনি মুসলিমরা। পুজোর অনুমতি দিলে বৈষম্যমূলক আচরণ হবে রাজ্যে।" প্রতিক্রিয়ায় সুজিত চক্রবর্তী লেখেন, "পুজো হবে ছোট পরিসরে।" সমরেশবাবু প্রশ্ন করেন, "মানুষের ভিড় ঠেকাবে কী করে?" সুজিতবাবুর জবাব, "পাড়ার সার্বজনিন পুজোগুলো বাদ।" প্রতিক্রিয়ায় ধীমান রায় লিখেছেন, "দাদা, আপনার সঙ্গে পুরো একমত। পুজো হোক, তবে আড়ম্বর করে, ভিড় জমিয়ে কখনই নয়। এবছর না হয় একেবারে নিভৃতে জগৎজননীর আরাধনা হোক মনপ্রাণ-ভক্তি দিয়ে। সকলের কল্যাণ কামনায়। মা নিশ্চয়ই আমাদের প্রার্থনা শুনবেন।

মণিপুরে

● প্রথম পাতার পর
দিচ্ছেন এবং চিকিৎসকদের সাথে কথাও বলেছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, অরবিন্দ কুমারের শারীরিক অবস্থা কিছুটা স্থিতিশীল হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে দিল্লি পাঠানো হবে।
অরবিন্দ কুমার ইতিপূর্বে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর যুগ্ম অধিকর্তা ছিলেন। তাঁর এই আত্মঘাতী পদক্ষেপের কারণ সম্পর্কে এখনও কিছুই জানা সম্ভব হয়নি। তবে পুলিশ ঘটনা সম্পর্কে একটি মামলা রুজু করেছে।

বললেন মুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর
সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলি ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে জনগণের কাছে তুলে ধরবে এবং নিজ নিজ সংবাদ প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন।
তিনি বলেন, নতুন ত্রিপুরা গড়ার পথে রাজ্য চলা শুরু করেছে এবং গতি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের অসম্পূর্ণ কাজগুলি সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যেই কাজ করছে রাজ্য সরকার। স্বাগত বক্তব্যে দফতরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস বলেন, ত্রিপুরা প্রেস রিপ্রেজেনটেটিভ অ্যাক্রিডিটেশন রুলস-২০০১ সংশোধন করে ত্রিপুরা মিডিয়া রিপ্রেজেনটেটিভ অ্যাক্রিডিটেশন গাইড লাইন করা হয়েছে। অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড পাওয়ার জন্য ৩৬টি আবেদনের মধ্যে ৩১টির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই ৩১ জনের মধ্যে ১১ জন সাংবাদিক জেলা ও মহকুমাস্তরে কাজ করেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মুদ্রণ এবং সংবাদ মাধ্যমের এডিটর এবং প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে কর্মরত সাংবাদিকদের অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড এবং প্রেস জ্যাকেট তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

আওতায়

আটের পাতার পর
কিলোমিটারের মধ্যে এই পাড়াগুলিতে গতকাল থেকে সম্পর্ণ লকডাউন শুরু হয়েছে।

উদ্যোগী কেন্দ্র

আটের পাতার পর
যবপনের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ পেতে পারেন। কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ২ কোটি ৫০ লক্ষ কৃষককে সহজে ঋণের ব্যবস্থা নাবার্ড করেছে। শহরাঞ্চলে সমবায় ব্যাঙ্কের দুই প্রতিনিধি- এনইএফ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের দেবাশীষ বসু এবং ইস্টার্ন রেলওয়ে এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অপূর্ব সেন জানান, তাঁরা ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগীদের তাঁদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করতে উৎসাহী। দিল্লির এগ্রিকালচারাল ইকোনমিক সেন্টারের প্রাক্তন ফেলো, দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্সের শিল্প সংক্রান্ত অর্থনীতিবিদ এবং ভবানীপুর এডুকেশন সোস্যাইটি কলেজের মহানির্দেশক অধ্যাপক সুমন কে মুখার্জী জানান, প্রতিযোগিতা, গ্রাহকদের সন্তুষ্টি, সাইবার নিরাপত্তা, ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় লেনদেন বৃদ্ধি, স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য সুরক্ষিত রাখার জন্য ডিজিটাল লেজার টেকনলজির ওপর গুরুত্ব দিতে হবেএগুলির মাধ্যমে আর্থিক সমন্বয় ঘটবে। তিনি গ্রামীণ এলাকার ব্যাঙ্কগুলিতে ডিজিটাল প্রক্রিয়ার ব্যবহার বাড়ানোর ওপর-ও গুরুত্ব দেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন বর্ষীয়ান অর্থনীতিবিদ এবং বন্ধন ব্যাঙ্কের মুখ্য অর্থনীতিবিদ ও গবেষনা শাখার প্রধান, সিদ্ধার্থ সান্যালও অধ্যাপক মুখার্জীর বক্তব্যকে সমর্থন করেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রক

আটের পাতার পর
মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ২৬,২৭৩ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৫৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ৩ জন, অসমে ৫১ জন, বিহারে ২০১ জনের, চন্ডীগড়ে ১১ জন, ছত্তিশগড়ে ২৩ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু''জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৩,৫৭১ জনের, গোয়া ২১ জন, গুজরাটে ২১০৬ জনের, হরিয়ানায় ৩২৭ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১১ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ২৩১ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৪৬ জনের, কর্ণাটকে ১১৪৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৩৮ জন, লাদাখে একজন, মধ্যপ্রদেশে ৬৯৭ জন, মহারাষ্ট্রে ১১,৪৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে দু''জন, ওড়িশায় ৮৩ জনের, পুদুচেরিতে ২৫ জন, পঞ্জাবে ২৩৯ জন, রাজস্থানে ৫৪৬ জনের, তামিলনাড়ুতে ২,৩১৫ জন, তেলেঙ্গানায় ৪০৩ জন, ত্রিপুরায় ৩ জন, উত্তরাখণ্ডে ৫১ জন, উত্তর প্রদেশে ১,০৮৪ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ১,০৪৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন। মহারাষ্ট্র, দিল্লি, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ-এই সমস্ত রাজ্যগুলিতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা রোজই বাড়ছে। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ২,৯২,৫৮৯-এ পৌঁছেছে। দিল্লিতে আক্রান্ত ১২,০১,০৭, গুজরাটে ৪৬,৪৩০, পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৮,০১১, উত্তর প্রদেশে ৪৫,১৬৩ এবং তামিলনাড়ুতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১৬,০৯,০৭।
ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, বাড়ছে মৃত্যুও। একইসঙ্গে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনা-পরীক্ষা। ১৭ জুলাই পর্যন্ত ভারতে মোট ১,৩৪,৩৩,৭৪২টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। শনিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, শুধুমাত্র ১৭ জুলাই ৩,৬১,০২৪টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

রাজ্যে করোনা

● প্রথম পাতার পর
পুরপরিষদ এলাকার ২, ৩, ৫, ৬, ৮,১০ এবং ১১ নম্বর ওয়ার্ডের মাষ্টারপাড়া, চণ্ডীপুর, মেলাঘর থানা, পদ্মঢেপা, ঠাকুরপাড়া, ইন্দিরানগর, রাজঘাট এলাকাগুলিকে কনটেইনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। মেলাঘর পুর এলাকায় কনটেইনমেন্ট জোন এলাকায় ২ হাজার ৭২৩টি পরিবারের ১০ হাজার ৮১৮ জন মানুষ রয়েছেন।
তাছাড়া আজ জেলার সোনামুড়া এবং জম্পইজলা মহকুমার বিভিন্ন এলাকাকে ১৮ জলাই থেকে ১৫ আগষ্ট পর্যন্ত কনটেইনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এই আদেশ অনুযায়ী কাঁঠালিয়া ব্লকের মধ্যে কান্তিনগর গ্রাম প'ায়েতের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ১১৮টি পরিবারের ২৭৫ জন মানুষ এবং জম্পইজলা ব্লকের কেন্দ্রাইছড়া এডিসি ভিলেজের জরমনি পাড়ার ২৭ টি পরিবারের ৮৮ জন এবং বুদ্ধিচন্দ্রপাড়ার১৮টি পরিবারের ৭৩ জন মানুষ সহ মোট ৪৫টি পরিবারের ১৫১ জন মানুষের বসবাসরত এলাকাকে কনটেইনমেন্ট জোন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
এদিকে, চড়িলাম বিধানসভার অন্তর্গত লাল সিংমুড়া কোভিড-১৯ সেন্টার থেকে শনিবার সকালে সিপাহীজলা জেলার সাতজন পজিটিভ সুস্থ হওয়া রোগীকে ছেড়ে দেওয়া হয়।তারা এই জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা পজিটিভ ছিলো।সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়ার আনন্দই ছিলো তুলনাহীন।স্পষ্ট ভাবে একথা জানান সাংবাদিককে তারা এই কোভিড কেয়ার সেন্টারে বহুদিন খুব আনন্দেই কাটিয়েছে। তারা শনিবার যার যার বাড়ি ফিরতে পেরে আরও আনন্দ ও মনে উৎফুল্লতা লক্ষ্য করা গেছে।

সভাপতি

● প্রথম পাতার পর
কাজ করছে সেই বিষয়ে অবগত হন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। ভার্চুয়াল বৈঠকে তিনি বলেন, করোনা মোকাবিলায় ত্রিপুরা সরকার যেভাবে কাজ করছে তা যথেষ্ট প্রশংসনীয়। পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে কাজ করছে তা-ও প্রশংসার দাবি রাখে। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, দেশের মানুষকে সুরক্ষিত রাখতে প্রথমসারিতে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী কাজ করছেন। একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। তাই, দেশবাসী প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করছেন।
প্রদেশ বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ মোতাবেক করোনা পরিস্থিতিতে কীভাবে কাজ করছে, এদিন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ডা. মানিক সাহা দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাকে অবগত করেন।

মৃতদেহ

● প্রথম পাতার পর
শনিবার সকালে পাশের জঙ্গলে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পাওয়া যায়।
মৃতদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা সিধাই থানার পুলিশকে খবর দেন।খবর পেয়ে পুলিশ এসে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।এ ব্যাপারে পুলিশ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে পারিবারিক কলহের জেরে গৃহবধূ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে।

শান্তিরবাজারে

● প্রথম পাতার পর
কেয়ার সেন্টারে দায়িত্বপ্রাপ্তদের সাথে কথা বলেন। এদিকে, খাবারের গুণমান যাচাই করে ভারপ্রাপ্ত মহকুমাশাসক অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি করোনা আক্রান্তদের জন্য তৈরি খাবারের গুণমান পরখ করে দেখেন। খাবার সরবরাহকারীদের সতর্ক করে দিয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।
এদিন ভারপ্রাপ্ত মহকুমাশাসক গুণমান সম্পন্ন খাবার পরিবেশনের পরামর্শ দেন ও করোনা আক্রান্তদের সঠিক পরিষেবা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর আশ্বাসে করোনা আক্রান্তরা আশ্বস্ত হন এবং কোভিড কেয়ার সেন্টারে ফিরে যান।

নাবালিকার

● প্রথম পাতার পর
অভিভাবকদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন।
আইন অনুযায়ী নাবালিকার বিয়ে দেওয়া অপরাধ এবং শাস্তিযোগ্য বলে তাদেরকে বোঝানো হয়। শেষ পর্যন্ত নাবালিকার পরিবারের লোকজন ও আত্মীয়-স্বজনরা বিষয়টি মেনে নেন এবং নাবালিকার বয়স ১৮বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে দেবেন না বলে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দেন। কৈলাশহর এর ডিসিএম ভট্টাচার্য জানান আইন অমান্য করে নাবালিকার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বক্সনগরে

● প্রথম পাতার পর
এলাকাবাসী। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যাওয়ার আগেই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় হৃদয় মিয়া।

খোয়াইয়ে

● প্রথম পাতার পর
অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।তবে এখনো পর্যন্ত দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেপ্তারের কোন সংবাদ নেই।

আন্তর্জাতিক

● প্রথম পাতার পর
করে বলেন, খুব অল্প সময়ের মধ্যে পুনরায় ভারতের তৃতীয় আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট গেটওয়ে চালু হচ্ছে।

করোনা-পরিস্থিতিতে নির্বাচনী প্রচার ! রাজনৈতিক দলের কাছে পরামর্শ চাইল নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই (হি.স.): কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের প্রকোপে কার্যত দিশেহারা দেশবাসী। মারণ এই ভাইরাসের প্রকোপ থামছেই না, বরং বেড়েই চলেছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে কীভাবে নির্বাচনী প্রচার অথবা জনসভা করা যেতে পারে, সে বিষয়ে দেশের সমস্ত জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলির কাছে সুপরামর্শ চাইল ভারতীয় নির্বাচন কমিশন। জাতীয় ও আঞ্চলিক দলগুলিকে নিজেদের সুপরামর্শ ও মতামত জানাতে হবে আগামী ৩১ জুলাইয়ের মধ্যেই।
করোনাভাইরাসের প্রকোপে সমস্ত কিছুই যেন থমকে গিয়েছে, মানুষ এখন দিশেহারা। করোনা-আতঙ্ক কাটিয়ে কীভাবে নির্বাচনী প্রচার ও জনসভার আয়োজন করা যেতে, সে ব্যাপারেই এবার সমস্ত জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলকে নিজেদের সুপরামর্শ ও মতামত জানাতে বলল নির্বাচন কমিশন। প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। সম্ভবত সেই কারণেই রাজনৈতিক দলগুলির কাছে পরামর্শ চাইল নির্বাচন কমিশন।

বিহারের করোনা-পরিস্থিতি ভীষণ খারাপ : তেজস্বী যাদব

পাটনা, ১৮ জুলাই (হি.স.): বিহারের করোনা-পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) নেতা তেজস্বী যাদব। তেজস্বীর মতে, বিহারের করোনা-পরিস্থিতি ভীষণ খারাপ। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের বিরুদ্ধে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন তেজস্বী। শনিবার তেজস্বী জানিয়েছেন, "গোটা দেশের মধ্যে বিহারে কোভিড-১৯ পরীক্ষা সবথেকে কম হচ্ছে।

ইংল্যান্ড সফরের প্রাথমিক দল ঘোষণা অস্ট্রেলিয়ার

২৬ সদস্যের এই দলে জায়গা পেয়েছেন বেশ কিছু নতুন মুখ, আবার বাদ পড়েছেন অনেক অভিজ্ঞ তারকাআগামী সেপ্টেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার ইংল্যান্ড সফর। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলার কথা রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার। কবে হবে, সেটার দিনক্ষণ পাকাপাকিভাবে ঠিক না হলেও আগেভাগেই প্রাথমিক দল ঘোষণা করে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। যাতে খেলোয়াড়েরা আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিতে পারেন।করোনাভাইরাস আসার কারণে স্থগিত জীবনযাত্রা পুনরায় শুরু হওয়ার পর এটাই হবে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম সিরিজ।প্রাথমিক দলে ট্রাভিস হেড আর উসমান খাজার অন্তর্ভুক্তিই বলা চলে সবচেয়ে বড় চমক। গত বছরের অ্যাশেজের পর খাজাকে দলে ডাকেনি অস্ট্রেলিয়া। ওদিকে হেড সর্বশেষ সীমিত ওভারের ক্রিকেট খেলেছেন ২০১৮ সালে। কনুইয়ে অস্ত্রোপচারের পর প্রথমবারের মতো দলে ফিরেছেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েলও। ওদিকে অভিষেকের অপেক্ষায় আছে জশ ফিলিপে, ড্যানিয়েল সিমস ও রিলি মেরেডিথের মতো তরুণেরা।দলে রাখা হয়নি পিটার হ্যান্ডসকম্ব, নাথান কোল্টার-নাইল ও শন মার্শকে।বর্তমানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ খেলছে ইংল্যান্ড। এরপর খেলবে পাকিস্তানের বিপক্ষে। তারপর সেপ্টেম্বরে হতে পারে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে লড়াই।প্রাথমিক দলে আছেন : স্টিভেন স্মিথ, ডেভিড ওয়ার্নার, অ্যারন ফিঞ্চ, মিচেল স্টার্ক, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, প্যাট কামিন্স, জশ হ্যাজলউড, অ্যালেক্স ক্যারি, উসমান খাজা, মার্নাস লাবুশেন, নাথান লায়ন, মিচেল মার্শ, ম্যাথু ওয়েড, ট্রাভিস হেড, অ্যাডাম জাম্পা, অ্যাশটন আগার, শন অ্যাবট, ডি'আর্সি শর্ট, কেন রিচার্ডসন, মার্কাস স্টয়নিস, অ্যান্ড্রু টাই, বেন ম্যাকডারমট, রিলি মেরেডিথ, মাইকেল নেসের, জশ ফিলিপে, ড্যানিয়েল স্যামস।

১৪ জন অধিনায়ক পেয়েছিলেন তিনি

টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি অধিনায়কের অধীনে খেলেছেন কে জানেন কি?জেমস অ্যান্ডারসন টেস্ট খেলেছেন ১৫২। ১৭ বছরের টেস্ট ক্যারিয়ারে জেমি পেয়েছেন আট অধিনায়ক। সর্বশেষ খেলেছেন বেন স্টোকসের অধীনে। অ্যান্ডারসনের ৮ অধিনায়ক দেখেই যদি অবাক হন, ফ্র্যাঙ্ক উলিকে কী বলবেন!৬৪ টেস্টের ক্যারিয়ারে উলি ১৪ জন অধিনায়কের অধীনে খেলেছেন, একজন খেলোয়াড়ের যেটি সর্বোচ্চ।

এরপরই আছেন শিবনারায়ণ চন্দরপাল। তিনি খেলেছেন ১৩ অধিনায়কের অধীনে। মুশতাক আহমেদ, জ্যাক হবস ও ইনজামাম-উল-হক খেলেছেন ১২ অধিনায়কের অধীনে।১০৪ টেস্ট খেলা মার্ক টেলর এক অর্থে খেলেছেন মাত্র একজনের অধীনে। অ্যালান বোর্ডারের নেতৃত্বে খেলেছেন ৫৪ টেস্ট, বাকি ৫০ টেস্টে তিনি নিজেই অধিনায়ক ছিলেন। সব ঠিক থাকলে জো রুট নাম তুলতে পারেন এ তালিকায়। ৯২ টেস্টের ৫৩টি খেলেছেন অ্যালিস্টার কুকের অধীনে। ৩৯টিতে ছিলেন নিজেই অধিনায়ক। ১৬৮ টেস্ট খেলা স্টিভ ওয়াহ খেলেছেন তিন অধিনায়কের অধীনে। ৬৫টি অ্যালান বোর্ডার, ৪৬টি টেলরের অধীনে। বাকি ৫৭টি ছিলেন নিজেই অধিনায়ক।

৫৩ টেস্ট খেলা মার্ভ হিউজের পুরো টেস্ট ক্যারিয়ারটাই কেটেছে বোর্ডারের অধীনে। এক অধিনায়কের অধীনে এত দীর্ঘ ক্যারিয়ার আর কোনো ক্রিকেটারের নেই। এ তালিকায় তাঁর পরে আছেন জিওফ মার্শ। বোর্ডারের অধীনেই ৫০ টেস্ট খেলেছেন মার্শ। ঠিক বিপরীত চিত্র জর্জ হেডলির পরিসংখ্যানে। ২২ ম্যাচের ক্যারিয়ারে পেয়েছেন ৯ অধিনায়ক। প্রতি ২.৪৪ ম্যাচে একজন করে নতুন অধিনায়ক পেয়েছেন হেডলি। অন্তত ২০টির বেশি টেস্ট খেলেছেন, এমন খেলোয়াড়দের মধ্যে তাঁরই বেশি ঘন ঘন অধিনায়ক বদলেছে।

লেখার শুরুতে যে অ্যান্ডারসনের কথা বলা হলো, ১৫২ টেস্ট খেলে ফেলেছেন, তাঁর কখনোই স্বাদ পাওয়া হয়নি অধিনায়কত্বের। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে অধিনায়কত্ব না করার রেকর্ডে তিনিই সবচেয়ে এগিয়ে।

তাঁর পরেই আছেন শেন ওয়ার্ন, ১৪৫ টেস্টে কখনোই নেতৃত্ব দিতে পারেননি দলকে। তিনে থাকা স্টুয়ার্ট ব্রড ১৩৮ টেস্টে কোনো অধিনায়কত্ব করেননি। ব্যাটসম্যানদের মধ্যে আছেন ভিভিএস লক্ষণ, ১৩৪ টেস্ট খেলেছেন অধিনায়কত্ব ছাড়াই।টেস্টে ব্রায়ান লারা আর গ্রায়েম স্মিথ নেতৃত্ব দিয়েছেন মোট ৫৬ খেলোয়াড়কে, এত বেশি খেলোয়াড়কে নেতৃত্ব দেওয়ার রেকর্ড নেই আর কোনো অধিনায়কের। বোর্ডার নেতৃত্ব দিয়েছেন ৫৫ খেলোয়াড়কে। ডেভিড গাওয়ার ৫৩, গ্রাহাম গুচ ও মাইক আথারটন নেতৃত্ব দিয়েছেন ৫২ খেলোয়াড়কে।

গোলাপি আনন্দের অপেক্ষায় ভুবনেশ্বর

আর যা-ই হোক, এই সিরিজটা আয়োজনে ভারত, অস্ট্রেলিয়া দুই দলেরই অনেক আগ্রহ। অস্ট্রেলিয়ারই বেশি। একে তো ভারত-অস্ট্রেলিয়া মানে দারুণ ক্রিকেটীয় লড়াই, তারওপর সিরিজটা থেকে অস্ট্রেলিয়ান বোর্ডের ৩০ কোটি অস্ট্রেলিয়ান ডলার আয় হতে পারে বলে জানাচ্ছে সংবাদমাধ্যম। করোনাভাইরাস শেষ পর্যন্ত কোনো সিরিজ হতে দেয় না দেয় তার ঠিক নেই বটে, তবে চার টেস্টের এই সিরিজ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। দুই বোর্ডইবিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ড ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)উঠেপড়ে লেগেছে সিরিজ আয়োজনে।তা সিরিজ এখনো নিশ্চিত না হলেও এ নিয়ে কথাবার্তা-আলোচনা-আশাবাদ শুরু হয়ে গেছে। ভারতের ফাস্ট বোলার ভুবনেশ্বর কুমার সম্প্রতি কথা বলেছেন এই সিরিজ নিয়ে। তাতে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে ব্রিসবেনে দ্বিতীয় টেস্টটি। সেটি যে দিবারাত্রির টেস্ট! গোলাপি বলের টেস্টকে ভুবনেশ্বরের কাছে মনে হচ্ছে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ, পাশাপাশি টেস্টটা অনেক মজার হবে বলেও ধারণা ৩০ বছর বয়সী ভারতীয় ফাস্ট বোলার।”ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে সিরিজ নিয়ে সবাই-ই খুব রোমাঞ্চিত। অনেক লম্বা সময় পর ম্যাচ দেখার সুযোগ পাবে সবাই। তা ছাড়া আমরা খেলব ক্রিকেটের সবচেয়ে কঠিনতম প্রতিপক্ষদের একটির সঙ্গে”ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এএনআইকে বলেছেন

ভুবনেশ্বর।অস্ট্রেলিয়া এরই মধ্যে সাতটি দিবারাত্রি টেস্ট খেলেছে, তুলনায় ভারতের অভিজ্ঞতা বলতে গত নভেম্বরে বাংলাদেশের বিপক্ষে কলকাতায় একমাত্র দিবারাত্রির টেস্ট। স্বাভাবিকভাবেই অভিজ্ঞতায় অস্ট্রেলিয়া এগিয়ে। গোলাপি বলে অস্ট্রেলিয়ানদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন ভুবনেশ্বরও, তবে পরে বললেন, ”অ্যাডিলেডে গোলাপি বলে খেলা অনেক মজার হবে।”এতদিন পর ক্রিকেটে ফিরতে পারাই বা কম মজার কী!

করোনাভাইরাসের কারণে সব বন্ধই ছিল, কদিন হলো ক্রিকেট ফিরতে শুরু করেছে মাঠে। ইংল্যান্ডের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সাউদাম্পটনে প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতেছে, ওল্ড ট্রাফোর্ডে দ্বিতীয় টেস্ট চলছে। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটাররা এখনো বলতে গেলে ঘরবন্দীই। ভারতে করোনার প্রকোপ অনেক বেশি, আক্রান্তের সংখ্যায় এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রাজিলের পর বিশ্বে তৃতীয় ভারত। করোনার কারণেই অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার পর ১৪ দিন কোয়ারেন্টিনে থাকতে হতে পারে ভারতীয় দলকে।এর মধ্যে অবশ্য ভালো একটা দিকও খুঁজে বের করেছেন ভারতীয়দের প্রিয় ”ভুবি।” কোয়ারেন্টিন মানে যে অস্ট্রেলিয়ার কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বাড়তি সুযোগ! ”হ্যাঁ, কোয়ারেন্টিন তো নিশ্চিতভাবেই ওই কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে, আরও ভালো প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করবে”বললেন ভুবনেশ্বর।কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারলে অস্ট্রেলিয়ানদের জন্য যে মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠতে পারে ভারতীয় পেস আক্রমণতা অনেকেই বলছেন। ভুবনেশ্বরের পাশাপাশি মোহাম্মদ শামি, যশপ্রীত বুমরা, উমেশ যাদব, ইশান্ত শর্মারা মিলে গত বছর দু-তিনেকে ভারতের পেস আক্রমণ হয়ে উঠেছে দারুণ শক্তিশালী ও বৈচিত্রময়। অনেকের চোখেই বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ংকর পেস আক্রমণ ভারতের। আসলেই ভারতের পেস আক্রমণ বিশ্বের সেরা কি না সে প্রশ্নে বুমরার উত্তর, ”সেরা কি না বলতে পারব না, তবে সবার যেরকম দক্ষতা, তাতে আমাদের পেস বোলিং আক্রমণ যে অনেক ভালো তা নিয়ে সংশয় নেই। সব অবস্থাতেই আপনাকে আপনার অধিনায়কের ভরসার দাম দিতে হবে, বিরাটও (ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি) আমাদের প্রত্যেককে অনেক সাহায্য করে।”১৯ বছর বয়সে ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে শচীন টেন্ডুলকারকে শূন্য রানে বোল্ড করে প্রথম আলোচনায় আসা ভুবনেশ্বর এ পর্যন্ত ভারতের হয়ে ২১টি টেস্ট, ১১৪টি ওয়ানডে ও ৪৩টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। তবে অনেকদিন হয়ে গেছে, তাঁকে ভারতের জার্সিতে দেখা যায়নি। মার্চের পর থেকে তো করোনাই সব থামিয়ে রেখেছে, করোনা হানা দেওয়ার আগে নিউজিল্যান্ডে ভারতের সর্বশেষ টেস্টেও চোটের কারণে ভুবি খেলতে পারেননি। আপাতত বাড়িতেই ফিটনেস ধরে রাখার সব চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে মাঠে ফিরতে যেন তর সইছে না ভুবনেশ্বরের, ”জানি না ক্রিকেট কবে আবার শুরু হবে, তবে মাঠে ফিরতে সবাই-ই উন্মুখ হয়ে আছি।”তা এতকিছু নিয়ে কথা হলো, আর আইপিএল প্রসঙ্গ থাকবে না? অস্ট্রেলিয়ায় অক্টোবরে অনুষ্ঠেয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যে এ বছর আর হচ্ছে না, তা শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসার অপেক্ষায়। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) চায় সে সময়টাতে আইপিএল আয়োজন করতে।

এপ্রিল-মে মাসে হওয়ার কথা থাকলেও করোনার কারণে এ বছর আইপিএলও পিছিয়ে গেছে। তবে করোনা এখনো ভারতে যেমন দাপুটে, তাতে ভারতেই আইপিএল হবে নাকি অন্য কোনো দেশে, তা নিশ্চিত নয়। এখানেও ভুবনেশ্বরের আকুলতা, ”চাই যেন আইপিএলটা এ বছরে হয়। বিশ্বের যে কোনো প্রান্তেই খেলতে রাজি আমরা।”

ধোনির প্রশংসায় পঞ্চমুখ কামরান আকমল

২০০৬ সালে পাকিস্তানের কাছ থেকে সিরিজ কেড়ে নেওয়ার জন্য কৃতিত্ব তো ধোনিকে দিচ্ছেনই, তাঁকে ভারতের সর্বকালের সেরা উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানও বলছেন কামরান আকমল।দুবছর আগে-পরে দুজনের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শুরু। পাকিস্তানের জার্সিতে কামরান আকমলের অভিষেক ২০০২ সালে, মহেন্দ্র সিং ধোনির ভারতীয় দলে অভিষেক দুবছর পর। কীর্তিতে অবশ্য কামরানের সঙ্গে ধোনির তুলনাই হয় না! ২০০৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতকে প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ উপহার দেওয়ার পর ধোনিকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। একে একে জিতেছেন ২০১১ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ, ২০১৩ সালের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। সৌরভ গাঙ্গুলীর পর ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে সফল অধিনায়কও বলা হয় তাঁকেই। সেই ধোনির প্রশংসায় এবার পঞ্চমুখ কামরান আকমল।ধারাবাহিকভাবে ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলে যাওয়ার জন্য বাকিদের থেকে ধোনি আলাদা। ঠাণ্ডা মাথার ফিনিশিংয়ের জন্য আলাদা খ্যাতিও কুড়িয়েছেন। খুব কাছ থেকেই ধোনিকে দেখেছেন আকমল। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই কামরান বলছেন, 'আমার মনে হয় সে ভারতের সর্বকালের সেরা উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান। সে ভারতের জন্য যা করেছে, অবিশ্বাস্য। ওয়ানডে ক্যারিয়ারে পঞ্চাশের বেশি গড় এবং এত ম্যাচ জেতানো ইনিংস ধারাবাহিকভাবে খেলে যাওয়া খুবই কঠিন। আর এই কঠিন কাজটাই করে এসেছে ধোনি।'পাকিস্তানের হয়ে ৫৩টি টেস্ট ম্যাচ, ১৫৭টি ওয়ানডে ও ৫৮টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলা আকমলের স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বল ২০০৬ সালের পাক-ভারত সিরিজ। পাকিস্তানের মাটিতে সেবার ভারত যে পাকিস্তানের কাছ থেকে সিরিজটা ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিল, তাতে ধোনির অনেক বড় অবদান। আকমল সেই সিরিজের কথা উল্লেখ করে বলছিলেন, 'এখনও মনে পড়ে ধোনির দাপটে পাকিস্তানের হাত থেকে ওয়ানডে সিরিজ একাই

PNIeT NO- 06/EE/PWD(DWS)/KMP/2020-21

The Executive Engineer, DWS Division Kamalpur, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender. The details are below;

S1 NO	DNIeT No	Estimated Cost	Deadline for bidding
1	DNIe-TNo.06/EE/ PWD(DWS)/ KMP/2020-21	401397.00	31-07-2020

All details can be seen press notice & bid documents for the work on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact 8974414234/9089352571

For and on behalf of Governor of Tripura

ICA/C-1014/2020-21 Excutive Engineer DWS Division, Kamalpur Dhalai District, Tripura dt. 08-07-2020

CANCELLATION ORDER

The Press Notice inviting e-Tender No-e-PT-XXIX/EE/RD/STB/201 9-20 dt-23/03/2020 in reference to the DNIT No. 100/EE/RD/STB/DNIT/2019-20 dt. 23/03/2020 which was floated for Construction of Additional 2(Two) nos Classroom at Satrughna Para High school under North Sonaichari GP of Hrishyamukh RD Block under the jurisdiction of RD Santirbazar division has been hereby cancelled due to the following reason:-

1) Due to the quoted rate of the bidder is exceptionally below in compare with the market rate. 2) The rate analysis submitted by the bidder in support of his quoted rate is not clear & not in the purview prevailing market rate.

ICA/C-1019/2020-21 Executive Engineer RD Santirbazar Division Santirbazar South Tripura

সীমান্ত এলাকায় রয়েছে সম্পূর্ণ লকডাউন। এরই মাঝে গাঙ্গাইল এলাকায় মানা হচ্ছে না লকডাউনের কোন বিধি। ছবি- নিজস্ব।

পঃজেলার সীমান্তের গ্রামীণ এলাকা সম্পূর্ণ লকডাউনের আওতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবিলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের গ্রামীণ এলাকায় এক কিলোমিটার এবং পুর এলাকায় আধা কিলোমিটার এলাকায় সম্পর্ণ লকডাউন চলছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক এক আদেশে জানিয়েছেন ১৭জুলাই থেকে সাতদিনের জন্য সম্পর্ণ লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। এক আদেশে জেলাশাসক জানিয়েছেন, মোহনপুর মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যে যে এলাকাগুলো রয়েছে সেগুলো হলো-নরসিংগড়, উত্তর বামুটিয়া, পশ্চিম বামুটিয়া, অনঙ্গনগর, লক্ষীলুঙ্গা, তালতলা, ভাগলপুর, উত্তর লক্ষীলুঙ্গা, পূর্ব বামুটিয়া, পূর্ব সিমনা, মেঘলিবন্দ, শরৎ চৌধুরী পাড়া, সিমনা, বক্ষকুণ্ড, বিদ্যাসাগর, ঈশানপুর, বিজয়নগর, হরিনখলা, কলকলিয়া, মনতলা, মোহীনিপুর, গজারিয়া এবং কালাছড়া। এই মহকুমায় সীমান্ত থেকে আধা কিলোমিটার এলাকার মধ্যে পড়েছে লঙ্কামুড়া এ এম সি ১ এবং ২ নম্বর ওয়ার্ড এম এম সি'র ওয়ার্ড নম্বর ৩,৪ এবং ৮।

সদর মহকুমায় এক কিলোমিটারের মধ্যে পড়েছে মধুপুর, হরিপুর, আই সি নগর, উত্তর মধুপুর, রাধাকিশোরগঞ্জ স্কুল, উত্তর পদ্মপুর, রায়েরমুড়া, ফুলতলী, পাণ্ডবপুর, ফুলতলী এবং পাণ্ডবপুরের উত্তর দিক, জয়সুন্দরী স্কুলের পেছন দিক। আধা কিলোমিটার এলাকায় পড়েছে রাজনগর, চারিপাড়া (কাঞ্চননগর লোকনাথ আশ্রম, পল্লানপাড়া স্কুল, শচীন্দ্রলাল স্কুল) আর এস টি আই, ক'ষ্ণ সংঘ ক্লাব, মুসলীম পাড়া, রাজনগর কবরস্থান, দত্ত বাড়ির গলি (এ এম সি ওয়ার্ড নম্বর-৩৪) মসজিদ, পি ই সি ইট ভাট্টা, মাহিন্দ্র কোম্পানীর ওয়ার্কশপ, গজারিয়া টিলা, ওয়েস্টার্ণ ক্লাব, কল্লোল ক্লাব, শিবকালি মন্দির, নিবেদিতা ক্লাব, পাম্প হাউজ, ফরেস্ট চেকপোস্ট, আই পি সি আখাউড়া এবং চান্দিনামুড়া, মরাগাঙ্গ এবং রাজনগর, জয়সুন্দর স্কুলের পেছন দিক। আদেশে বলা হয়েছে আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে পৃথক পৃথক আদেশে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন এলাকা কনটেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করেছেন। এরমধ্যে রয়েছে জিরানীয়া মহকুমার পুরাতন আগরতলা ব্লকের উত্তর চাম্পামুড়া ও মেঘলিপাড়া গ্রাম ১১টি পরিবার নিয়ে। এই এলাকার ৪০ পরিবার নিয়ে বাফার জোন করা হয়েছে। এই আদেশ ১৫ জলাই থেকে কার্যকর হয়েছে এবং পরবর্তী আদেশ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। কনটেইনমেন্ট জোন করা হয়েছে জিরীনায়া নগর পঞ্চায়েতের বঙ্কিমনগর ওয়ার্ড নম্বর ১১-এর ২০ পরিবারকে নিয়ে। এই এলাকার ২৮টি পরিবারকে নিয়ে করা হয়েছে বাফার জোন। ১৫ জলাই থেকে এই আদেশ কার্যকরী হয়েছে এবং পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে।

জিরানীয়া ব্লকেরই জিরানীয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের জয়নগর উত্তর বড়জলার ২৩ পরিবারকে নিয়ে কনটেইনেমেন্ট জোন এবং ৫২ পরিবারকে নিয়ে এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধে বাফার জোন করা হয়েছে। এই আদেশ ১৫ জলাই থেকে কার্যকর হয়েছে এবং পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। জেলাশাসক আদেশে বলেছেন আইন অমান্যকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সেকেরকোট বাজারে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ জুলাই।। শুক্রবার গভীররাতে সেকের কোট বাজারে চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ছে। ঘটনা সূত্রে জানা যায় সেকের কোট বাজারে অম্বিকা স্টোর নামে একটি মুদির দোকানে চোরের দলের হানা। দোকানের মালিক অন্যান্য দিনের মতো শুক্রবার রাত দোকান বন্ধ করে বাড়িতে যান পরের দিন শনিবার সকালে পুনরায় দোকান খুলতে আসে দেখতে পাই। দোকানের মালিক পরিমল সাহা এর পেছনের জানালা ভেঙ্গে আছে। পরবর্তী সময়ে উনি পাশের দোকানদার এবং বাজার ব্যবসায়ীদের খবর জানান বাজার ব্যবসায়ীরাএসে আমতলী থানায় খবর দেওয়া হয় আমতলী থানার পুলিশ এসে একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করছেন। দোকান থেকে প্রায় লক্ষাধিক টাকার মাল চুরি করে নিয়ে গেছে।

করবুক ব্লকের ১৯টি সীমান্তবর্তী পাড়া লকডাউনের আওতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। করবুক ব্লকের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ১ কিলোমিটার গ্রামীণ এলাকা সাতদিনের জন্য সম্পর্ণ লকডাউন কার্যকর হয়েছে। এজন্য ব্লকের ৬টি এডিসি ভিলেজের ১৯টি সীমান্তবর্তী পাড়া চিহ্নিত করা হয়েছে। এই পাড়াগুলি হলো সালকা করবুক এডিসি ভিলেজের অলিন্দ্রপাড়া, চন্দ্রহাঁসপাড়া ও শ্রীনাথপাড়া। পতিছড়ি এডিসি ভিলেজের লালমোহনপাড়া, জয়চন্দ্রপাড়া, গোলমণিপাড়া ও চণ্ডিরামপাড়া। ইচাছড়ি ভিলেজের মধুমগপাড়া, প্রাণকুমারপাড়া ও জংগরামপাড়া। জলয়া ভিলেজের সড়ক বিকাশপাড়া, গগণ সর্দারপাড়া ও চণ্ডিদাসপাড়া। দক্ষিণ করবুক ভিলেজে স্বরূপাকলোনী ও মনমোহনপাড়া। মুকছড়ি ভিলেজের চাপলিংছড়া, করমধনপাড়া, নারায়ণ সর্দারপাড়া এবং ৮নং পাড়া। এই সমস্ত পাড়াগুলিতে ১,১৮৯টি পরিবার রয়েছে। করবুক ব্লকের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ১

ছয়ের পাতায় দেখুন

করোনা : রাজ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা প্রশংসনীয়, বললেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। করোনা ভাইরাসজনিত পরিস্থিতিতে ত্রিপুরার সমস্ত সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের মধ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে যে দায়িত্বশীল ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আগামী দিনগুলিতেও তাঁদের এরূপ ভূমিকা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। শনিবার সচিবালয়ের ২ নম্বর সভাকক্ষে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে রাজ্যের সাংবাদিকদের মধ্যে প্রেস জ্যাকেট এবং অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বিতরণী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

তিনি বলেন, পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এই প্রেস জ্যাকেট সাংবাদিকদের সহায়ক হবে। পাশাপাশি বেশি সংখ্যায় অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড প্রদানের জন্য সাংবাদিকদের বহুদিনের দাবিও আজ পূরণ হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার শিল্পের বিকাশ, কর্মসংস্থান, সরকারি চাকরি, পরিষেবা ক্ষেত্র সহ জনগণের জীবন মানোন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। তেমনি সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভেল্যু অ্যাডিশনের উপরও গুরুত্ব দিয়েছে। তাঁর দাবি, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের বিজ্ঞাপন বাবদ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে যেখানে ৩.৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। সেখানে বর্তমানে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির মধ্যেও ২০২০-২১ অর্থবছরে এই খাতে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, লকডাউনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের সংবাদপত্র বিভিন্ন জেলায় পৌছানোর জন্য ২ এপ্রিল থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত প্রতিদিন গাড়ি দিয়ে বিভিন্ন জেলায় সংবাদপত্র পৌছানো বাবদ রাজ্য সরকারের প্রায় ১০ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে ৪০৪ জন রাজ্যের সংবাদপত্র হকারকে ১,০০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁদের বিনামূল্যে রেশনিঙের ব্যবস্থাও করেছে সরকার, বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ত্রিপুরাকে হীরা বানাতে চেয়েছেন। হীরা মানে হাইওয়েজ, আইওয়েজ, রেলওয়েজ এবং এয়ারওয়েজ। বর্তমান ত্রিপুরা সরকারের সময়কালে রাজ্যে হাইওয়েজ, ইন্টারনেট পরিষেবা, রেল পরিষেবা এবং এয়ারওয়েজের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর আরও দাবি, বৃদ্ধি পেয়েছে জাতীয় সড়কের জন্য অর্থ বরাদ্দও। সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চালু হয়েছে ডিজিটালাইজেশন ব্যবস্থা। দুটি দফতরে ই-ফাইল ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

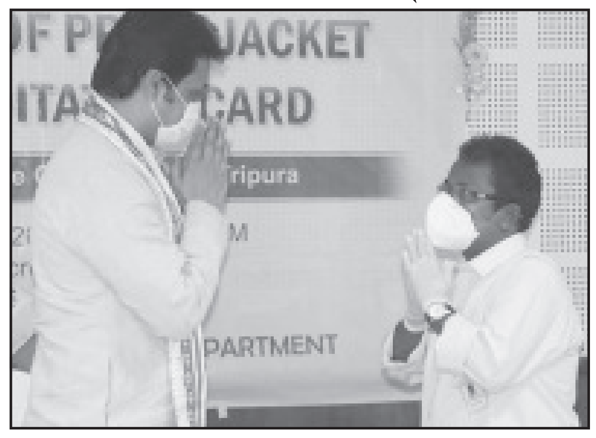

ইপিডিএস সিস্টেম চালুর ফলে আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে সরকারের। এটি সম্ভব হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবার উন্নয়নের জন্যই। পাশাপাশি রেলওয়েজের উন্নয়নের ফলে রাজ্যে বর্তমানে রাজধানী থেকে শুরু করে বিভিন্ন দূরপাল্লা রেল চলাচল করছে। সাথে তিনি যোগ করেন, বিমান পরিষেবায় ত্রিপুরায় উন্নয়ন হয়েছে। ১৮টি বিমান রাজ্যে ওঠানামা করেছে। এগুলি হীরা মডেলের প্রতিফলন বলে মুখ্যমন্ত্রী দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলেন। তাঁর কথায়, কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার পাশাপাশি বেশি সংখ্যক কৃষকদের ফসল বিমার আওতায় আনতে মুখ্যমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনাও রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছে। খারিফ মরশুমে যাঁদের ফসলের ক্ষতি হয়েছে তাঁদের ক্ষতিপূরণ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্যও কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্ব-নির্ভর মানসিকতাই স্ব-নির্ভর ত্রিপুরা গড়তে সক্ষম। রাজ্য সরকারও সবার মধ্যে স্ব-নির্ভর হওয়ার মানসিকতা গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। পরনির্ভরশীলতা থেকে বেরিয়ে এসে আগামীদিনে মানুষ আরও স্ব-নির্ভরতার দিকে অগ্রসর হবেন। পাশাপাশি সংবাদ মাধ্যমও আগামীদিনে রাজ্য

ছয়ের পাতায় দেখুন

একশত ভাগ পাশ রামকৃষ্ণ শিশু নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ জুলাই।। দ্বিতীয় বারের মতো এবছরও ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় একশত ভাগ পাশ করে গোটা বিশালগড় মহাকুমায় নজির গড়লো বিশালগড় মহাকুমার গোকুলনগরের অন্তর্গত বেসরকারি রামকৃষ্ণ শিশু নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়। শনিবার সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহরলাল ভৌমিক সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান শিক্ষক জহরলাল ভৌমিক বলেন ১৯৯৪ শালের ৬-ই এপ্রিল ২০ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং চারজন শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়ে এই বেসরকারি বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে বর্তমানে বিদ্যালয়টি দশম শ্রেণী পর্যন্ত রয়েছে। তিনি বলেন এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে ১৮ জন ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে প্রথম স্থানে উত্তীর্ণ হয়েছে ১০ জন, দ্বিতীয় স্থানে উত্তীর্ণ হয়েছে ৬ জন , তৃতীয় স্থানে উত্তীর্ণ হয়েছে ২ জন। এদের মধ্যে চারজন ৮০ শতাংশ মার্ক পেয়ে পাশ করেছে। তাদের এই ফলাফলে শিক্ষক শিক্ষিকা সহ সকলে খুব আনন্দিত। সর্বশেষে তিনি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন করেন।

বক্সনগরে কুলুবাড়ি সীমান্তে ১২৭টি মোবাইল সেট উদ্ধার করল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। সিপাহী জলা জেলার বক্সনগর এর কুলুবারি সীমান্ত এলাকা থেকে ১২৭ টি মোবাইল ফোন আটক করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা। মোবাইল ফোন গুলো শেমান্ত ডিঙিয়ে বাংলাদেশ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল পাচারকারীরা। সীমান্তে টহলরত বিএসএফ জওয়ানরা বিষয়টি প্রত্যক্ষ করে পাচারকারীদের পিছু ধাওয়া করে। বিএসএফের ধাওয়া খেয়ে পাচারকারীরা মোবাইল ফোনগুলো ফেলে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। সীমান্ত এলাকায় পাচারকারীদের ফেলে যাওয়া ১২৭ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে কাস্টমসের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফের জওয়ানরা।উদ্ধার করা মোবাইল ফোনের আনুমানিক বাজারমূল্য২১ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা বলে জানা গেছে। বিএসএফের তৎপরতার ফলে পাচারকারীদের পাচারের চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।ইতি পূর্ব সীমান্ত পথে বাংলাদেশ মোবাইলফোন পাচারের সময় বিএসএফের জওয়ানরা বেশ কিছু সংখ্যক মোবাইলফোন আটক করতে সক্ষম হয়েছিল। এ যাত্রায়ও পাচারকালে ১২৭ টি মোবাইল ফোন আটক করে রীতিমতো নজির স্থাপন করেছে বিএসএফের জওয়ানরা। উল্লেখ্য করোনাভাইরাস সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে সীমান্ত এলাকায় এক কিলোমিটার জুড়ে সম্পূর্ণভাবে লকডাউন ঘোষণা করার পরও পাচারকারীরা আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করে পাচার বাণিজ্য অব্যাহত রেখেছে। বক্সনগর সীমান্তে ১২৭টি মোবাইলফোন উদ্ধারের ঘটনা তারই প্রমাণ বহন করছে।বিএসএফের তরফে জানানো হয়েছে সীমান্ত এলাকায় যেকোনো ধরনের অনুপ্রবেশ এবং পাচারের চেষ্টা প্রতিহত করতে বিএসএফের জওয়ানরা সদা সতর্ক রয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিএসএফের জওয়ানরা সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করবে না বলে বিএসএফের এক কর্মকর্তা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

নিজ বাড়ির ছাদ থেকে পিছলে পড়ে মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যু হলো এক ব্যাক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ জুলাই।। আবারও চলে গেল একটা তরতাজা প্রাণ, ঘটনা বিশালগড় থানাধীন অফিসটিলা এলাকায়, মৃত ব্যাক্তির নাম দ্বিজেন দেবনাথ (বাপ্পি) বয়স আনুমানিক(৩৫)। ঘটনার বিবরনে জানা যায় অফিসটিলা কালী বাড়ি সংলগ্ন অবনি দেবনাথের ছেলে দ্বিজেন দেবনাথ পেশায় ব্যবসায়ী এলাকায় শান্ত প্রকৃতির ছেলে হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক এগারোটায় নিজ বাড়ির ছাদ থেকে পিছলে পড়ে মর্মান্তিক ভাবে আহত হয়। ছাদ থেকে পড়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর পরিবারের লোকেরা ঘটনাটি জানতে পারে এবং দেখতে পায় তার মাথা, এবং শরীরের বিভিন্ন অংশ থেথলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আহত যুবককে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে রোগীর অবস্থা আশংকা জনক হওয়ায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের কর্ত্যবরত চিকিৎসক রোগীকে হাঁপানিয়া হাসপাতালে রেফার করেন। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি।অবশেষে হাঁপানিয়া হাসপাতালে মৃত্যুর মুখে ঢেলে পরে দ্বিজেন দেবনাথ। মাত্র কয়েকবছর আগেই বিবাহিত

২৪ ঘন্টায় করোনা-আক্রান্ত ৩৪,৮৮৪ জন, ভারতে মৃত্যু বেড়ে ২৬,২৭৩ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই (হি.স.): নতুন করোনা-সংক্রমিতের সংখ্যা রোজই বাড়ছে ভারতে, হু হু করে বাড়ছে মৃত্যুও। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৬৭১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৩৪,৮৮৪ জন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২৬,২৭৩ জন এবং সংক্রমিত ১০,৩৮,৭১৬ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৬,৫৩,৭৫১ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬৯২। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

ছয়ের পাতায় দেখুন

করোনা মোকাবিলায় ব্যাঙ্কিং পরিষেবার জন্য উদ্যোগী কেন্দ্র

কলকাতা, ১৮ জুলাই (হি স)। কেন্দ্রের আর্থিক পরিষেবা দফতর এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নেতৃত্বে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) এবং অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলি করোনা অতিমারীর ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে তাদের পরিষেবা বজায় রাখার জন্য বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন সংস্থা যে আর্থিক সংকটে পড়েছে তাদের সাহায্য করাই এর মূল উদ্দেশ্য।

এ খভর জানিরে পিআইবি শনিবার বলেছে, এসবিআই তার প্রতিটি প্রশাসনিক দফতরে এই উদ্যোগকে দ্রুত বাস্তবায়িত করার জন্য একজন করে নোডাল অফিসার নিয়োগ করেছে। 'ব্যাঙ্কিং এফর্টস টু হেল্প ইন অ্যাটেইনিং আত্মনির্ভর ভারত ইন কোভিড সিচ্যুয়েশেন'- অর্থাৎ করোনার পরিস্থিতিতে আত্মনির্ভর ভারত গড়ার লক্ষ্যে ব্যাঙ্কের সহায়তা এই শীর্ষক একটি ওয়েবিনারের আয়োজন করে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর কলকাতার দফতর। এই ওয়েবিনারে অংশ নিয়ে এসবিআই-এর জেনারেল ম্যানেজার মহম্মদ সাদ ইমতিয়াজ হুসেইনি বলেন, এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে এসবিআই এবং অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলি একটি নতুন প্রকল্প নিয়ে আসে। অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ অর্থাৎ এমএসএমই এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে মূলধণের সংকট থেকে বের করে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে 'কমন কোভিড এমার্জেন্সি লাইন অফ ক্রেডিট' চালু করা হয়েছে ব্যাঙ্কের তরফে। এই প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির মোট মূলধণের ১০ শতাংশ অর্থ ব্যাঙ্ক ঋণ হিসেবে দেবে। এই ১০ শতাংশ মূলধনের ঋণের সময়সীমা হবে ২৪ মাস, যেখানে ৬ মাসের মোরেটোরিয়াম (দেনা স্থগিত রাখার ব্যবস্থা)-এর সংস্থান থাকছে। এক্ষেত্রে সুদের হার এমসিএলআর-এর থেকে ১ শতাংশ বেশিপ্রায় ৮ শতাংশ ধার্য করা হয়েছে।

হুসেইনি জানান, কেন্দ্র এমএসএমই-র জন্য মে মাসে দারুন সুযোগ নিয়ে আসে। কেন্দ্রীয় সরকার জরুরি অবস্থায় মূলধনের যোগানের জন্য ৩ লক্ষ কোটি টাকার একটি তহবিল ঘোষণা করেছে। কোনও এমএসএমই-র ২৯ ফেব্রুয়ারীর হিসেব অনুসারে মোট বকেয়া ২৫ কোটি টাকার মধ্যে থাকলে এবং তাদের যদি অনুৎপাদক সম্পদ বা এনপিএ অথবা এসএমএ২ না থাকে, তাহলে তারা তাদের বকেয়ার ২০ শতাংশ অর্থ কার্যকরী মূলধন বাবদ ঋণ হিসেবে পাবে। এই মূলধন প্রাক-অনুমোদিত। এক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ৪৮ মাস এবং এখানে ১২ মাসের মোরেটোরিয়ামের ব্যবস্থা থাকছে। সুদ প্রতি মাসে দিতে হবে। প্রকল্পটি ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত অথবা সংশ্লিষ্ট সংস্থা ওই তহবিল থেকে অর্থ পাওয়ার সময় পর্যন্ত বহাল থাকবে। এসবিআই-সহ অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলি ই-মুদ্রা ঋণের ব্যবস্থা করেছে। ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় ব্যাঙ্কিং-এর লেনদেনের সুবিধার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইয়োনো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে গ্রাহকরা ব্যাঙ্কের শাখায় না গিয়েও অনলাইনে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। স্টেট ব্যাঙ্ক প্রাক-অনুমোদিত ব্যবসায় ঋণের ব্যবস্থাও করেছে- যেখানে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিরা ব্যাঙ্কের শাখায় না গিয়েও ডিজিটাল পদ্ধতিতে ঋণ পেতে পারবেন।

এই অনুষ্ঠানে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র (ইউবিআই) প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর অশোক প্রধান জানান, শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে বর্তমান প্রেক্ষাপটে এমএসএমই-র পুনরুজ্জীবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি পরামর্শ দেন এমএসএমইগুলির ওপর চাপ কমাতে আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত ঋণ শোধের যে সময়সীমা বরাদ্দ করা হয়েছে তা শিথিল করে ওই সময় বৃদ্ধি করা হোক। ভারতকে আরও আত্মনির্ভর করে তুলতে এবং দেশে পরিকাঠামোর মানোন্নয়নে সাহায্য করতে তিনি প্রতিযোগিতামূলক সুদের হারে উৎপাদন ক্ষেত্রকে সাহায্যের প্রস্তাব দেন।

পিআইবি সূত্রের খবর, নাবার্ডের কলকাতা দফতরেরর চিফ জেনারেল ম্যানেজার সুব্রত মন্ডল জানান সমবায় ব্যাঙ্ক, আরআরবি এবং মাইক্রো ফিনান্স প্রতিষ্ঠানগুলির মূলধনের যোগান বাড়াতে তারা ৩০ হাজার কোটি টাকার বিশেষ মূলধন সহায়তার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর ফলে, ৩ কোটি কৃষক উপকৃত হবেন। এ ছাড়াও গ্রামীণ আর্থিক সংস্থাগুলিকে ১,০৭৭ কোটি টাকার বিশেষ মূলধন সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে খরিফ মরশুমে কৃষক এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি শস্য

ছয়ের পাতায় দেখুন

যেভাবে ধর্মান্তরিত হয়ে নব্য জেএমবি নেত্রী হয়ে উঠলেন এক হিন্দু যুবতী

কাকলি দাস

ঢাকা-কলকাতা, ১৮ জুলাই (হি.স.): দিনটা ছিল ২০১৬ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর। সেদিন কলকাতা যাবে বলে বেরোয় মেয়ে। বেশ কয়েক দিন নিখোঁজ থাকার বেশ কয়েক দিন পরে ফোন করে মাকে জানায়, সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। বিয়েও করেছে সেই ধর্মের এক ছেলেকে। তার পর থেকেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। শনিবার সকালে কাগজে ছবি দেখে মেয়েকে চিনতে পেরে একথা জানান বাংলাদেশে ধৃত নব্য জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি) জঙ্গি গোষ্ঠীর মহিলা ব্রিগেডের নেত্রী প্রজ্ঞা দেবনাথ ওরফে আয়েশা জান্নাত মোহনা ওরফে জান্নাতুল তাসনিমের মা গীতা দেবনাথ। আয়েশা আসলে হুগলির ধনিয়াখালির কেশবপুর গ্রামের প্রজ্ঞা দেবনাথ। শুক্রবারর তাকে ঢাকা থেকে গ্রেফতার করে বাংলাদেশ পুলিশের সন্ত্রাস দমন শাখা। এক হিন্দু যুবতীর জেহাদি হয়ে ওঠার কাহিনী যেন সিনেমাকেও হার মানায়। অবাস্তব মনে হলেও এমনটাই প্রকাশ্যে এসেছে বাংলাদেশ পুলিশের তদন্তে।

শুক্রবার, রাজধানী ঢাকার সদরঘাট এলাকা থেকে ২৫ বছরের প্রজ্ঞা দেবনাথ ওরফে আয়েশা জান্নাত মোহনা ওরফে জান্নাতুল তাসনিমকে গ্রেফতার করে বাংলাদেশ পুলিশের জঙ্গিদমন শাখা (সিটিটিসি)। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলির এক হিন্দু তরুণী প্রজ্ঞা দেবনাথ কীভাবে আইএস ভাবধারায় গড়ে ওঠা নব্য জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি) জঙ্গি গোষ্ঠীর মহিলা ব্রিগেডের নেত্রী আয়েশা জন্নত মোহনা হয়ে ওঠেন, সে কথা জানিয়েছেন দেশের গোয়েন্দারা, পুলিশ জানিয়েছে, কুখ্যাত জঙ্গি সংগঠন নব্য জেএমবির জন্য অনলাইনে সদস্য যোগাড় করত আয়েশা। শুধু তাই নয়, ২০১৯ সালে সংগঠনটির মহিলা শাখার প্রধান আসমা খাতুন গ্রেফতার হওয়ার পর সেই দায়িত্ব বর্তায় আয়েশার কাঁধে। তবে এটুকু হিমশৈলের চূড়া মাত্র।

সিটিটিসি'র অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার শেখ ইমরান হোসেন জানিয়েছেন, ধৃত তরুণী ভারতের নাগরিক। তার বাড়ি হুগলি জেলার ধনিয়াখালি থানার অন্তর্গত কেশবপুর জেলায়। আদতে হিন্দু ওই তরুণী ২০০৯ সালে জেহাদিদের অনলাইন ফাঁদে পা দেয়। তার যোগাযোগ হয় নব্য জেএমবির মহিলা শাখার প্রধান আসমা খাতুনের সঙ্গে। সে বছরই মগজ ধোলাইয়ের জেরে ইসলাম গ্রহণ করে প্রজ্ঞা দেবনাথ থেকে নাম পালটে সে হয়ে যায় আয়েশা জান্নাত মোহনা ওরফে জান্নাতুল তাসনিম।

২০১৬ সালে প্রথম বাংলাদেশ যায় প্রজ্ঞা ওরফে আয়েশা। তারপর থেকে বেশ কয়েকবার ভারত থেকে আসা যাওয়া কর সে। অবশেষে ২০১৯ সালে পাকাপাকিভাবে বাংলাদেশে ঠাতে শুরু করে সে। জাল বার্থ সার্টিফিকেট ও নাগরিকত্বের পরিচয়পত্রও যোগাড় করে সে। সন্দেহ এড়াতে, ওমানের এক বাংলাদেশি নাগরিককে অনলাইনে বিয়ে করে বাংলাদেশি নাগরিকত্ব নেওয়ার জন্য ভুয়ো কাগজপত্র তৈরি করে। ঢাকা সংলগ্ন বুড়িগঙ্গা নদীর অপর পাড় কেরানীগঞ্জ থানার একটি মাদ্রাসায় সে শিক্ষকতা শুরু করে। শিক্ষকতার আড়ালে অনলাইনে জঙ্গি কার্যক্রমে মহিলাদের রিক্রুট করত আয়েশা। সিটিটিসি'র একজন অফিসার জানান, আয়েশা ভারতীয় নাগরিক। সনাতন ধর্মাবলম্বী এই যুবতী অনলাইনে জেএমবির কর্মকাণ্ডে আকৃষ্ট হয়ে ধর্মান্তরিত হয়। তার কাছ থেকে ভারতীয় পাসপোর্ট উদ্ধার করা হয়েছে। সে দীর্ঘদিন ধরে গোপনে বিভিন্ন মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করছিল। চলতি বছরের ৮ ফেব্রুয়ারি মতিঝিল এলাকা থেকে জেএমবির মহিলা শাখার প্রধান আসমাকে গ্রেফতার করে সিটিটিসি। তারপর থেকেই মহিলা শাখার দায়িত্ব সমলাচ্ছে আয়েশা।

শনিবার প্রজ্ঞার মা বলেন, "পড়াশোনায় খারাপ ছিল না মেয়ে। মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে ভালই রেজাল্ট করেছিল। সংস্কৃত নিয়ে ভর্তি হয়েছিল ধনিয়াখালি কলেজে। তবে পড়া শেষ করার আগেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় প্রজ্ঞা।"

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।